আসসালামুআলাইকুম-ওয়ারহতুল্লাহি-ওয়াবারাকাতুহ। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

❐"তাবলীগ জামআত" সম্পর্কে জগদ্বিখ্যাত উলামায়ে কেরামের ফাতওয়া --

- ◆সৌদি আরবের সাবেক 'গ্র্যান্ড মুফতি, যুগশ্রেষ্ঠ আলিমেদ্বীন, উস্তাযুল আলিম, আশ শাইখুল আল্লামাহ, ইমাম আবদুল আ'যিয ইবনে বায [রাহিমাহুল্লাহ] "তাবলীগ জামআত" সম্পর্কে বলেন -
- " তাবলীগ জামআতের অনুসারী লোকেরা আক্বীদা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে না, কাজেই তাদের সাথে যাওয়ার (বের হওয়ার) অনুমতি নেই। তবে যে ব্যক্তির শরীয়ত সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখে এবং আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের 'আক্বীদাহ' সম্পর্কে যার সঠিকতা নির্ণয় করার এবং তা বুঝার ক্ষমতা আছে, সেইব্যক্তি তাবলীগীদের সাথে যেতে পারবে। কেননা সে (কোন আলিম বা ত্বলেবুল ইলম যদি তাদের সাথে যায় তাহলে) তাবলীগীদেরকে সঠিক পথ দেখাতে পারবে, তাদেরকে সুন্দরভাবে উপদেশ দিতে পারবে এবং ভালো কাজে তাদের সাথে সাহায্যও করতে পারবে কারণ তাবলীগীরা খুবই কর্মপরায়ণ। কিন্তু তাবলীগ জামআতের অনুসারীদের আরও অনেক বেশি জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন এবং 'তাওহীদ' ও 'সুন্নাহ' সম্পর্কে পথ নির্দেশনা দেবার ক্ষমতা রাখে এমন ব্যক্তিদের দরকার। আল্লাহ ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝার ক্ষমতা দিয়ে আমাদের সবাইকে রহমত দান করুন এবং তা ধরে রাখার কাজে দৃঢ়তা দান করুন। [আমীন]
- 📚তথ্যসূত্রঃ
- [মাযমু ফাতাওয়া আল শাইখ ইবন বাযঃ ৮/৩৩১।
- .◈তাবলীগ জামআতের সাথে 'চিল্লা' দেওয়া যাবে কিনা এ প্রসংগে সৌদি আরবের শীর্ষস্থানীয় আলিমেদ্বীন ও মুফতি, যুগ শ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ,আশ শাইখুল আল্লামাহ ড. সালিহ আল-ফাউঝান [হা'ফিজাহুল্লাহ] বলেন -
- ***প্রশ্নঃ***
- আল্লাহ আপনার সাথে ভালো আচরণ করুন হে সম্মানিত শায়খ! এটা কি জায়েজ কোথায় বেরিয়ে পড়া এক মাসের জন্য, এক সপ্তাহের জন্য অথবা একদিনের জন্য যেইভাবে তাবলীগ জামাআতের লোকেরা করে থাকে? এটা কি সুন্নাত নাকি বিদআ'ত? শরীয়তের জ্ঞান অর্জনে অধ্যায়নরত এমন কারো জন্য এটা কি জায়েজ, এই জামাআতের সাথে চিল্লা দেওয়া বা বের হওয়া?
- ***উত্তরঃ-------***
- এটা জায়েজ নয়, কারণ এটা একটা বিদআ'ত। এভাবে বেরিয়ে যাওয়া ৪০ দিন, ৪ দিন, ৪ মাস এটা হচ্ছে বিদ'আত। এটা প্রমানিত যে, তাবলীগ জামাআ'ত হচ্ছে ভারতীয় দেওবন্দীদের মধ্য থেকে একটা "সূফী" জামআত। তারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যায় তাদের "সূফীবাদ" প্রচার করার জন্য। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের অনুসারী ব্যক্তি, তাওহীদের অনুসারী কোন ব্যক্তির জন্য এটা জায়েজ নয় যে, তাবলীগ জামআতের সাথে তাবলীগে বের হওয়া। কারণ সে যদি তাবলীগীদের সাথে যায়, তাহলে সে তাদেরকে বিদআ'ত প্রচার করতে সাহায্য করলো এবং লোকেরা তাকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করবে। "উমুক (আলেম বা শিক্ষিত লোক) তাদের সাথে তাবলীগে যায়", অথবা এটা বলবে "সাধারণ মানুষ সবাই আমাদের সাথে যায়" অথবা তারা বলবে "আরে তাবলীগ জামাত এইদেশে (সৌদি আরবে) বৈধ।"
-
- এইজন্য তাদেরকে পরিত্যাগ করা ওয়াজিব, তাদেরকে পরিত্যাগ করা ওয়াজিব এবং তাদের দিকে মনোযোগ দেওয়া যাবেনা (তাদের কথা শোনা যাবেনা)। এটা এজন্যই যে, তাদের কথা না শুনলে বা তাদেরকে কোনভাবে সাহায্য-সহযোগিতা না করলে তারা তাদের বিদআ'ত তাদের দেশে নিয়ে ফিরে যাবে, আমাদের আরব দেশগুলোর মাঝে ছড়াতে পারবেনা। এছাড়া তাদের সাথে গিয়ে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়াও জায়েজ নয়। এটা ভুল, কারণ তারা দ্বীনের বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করতে চায় না। তারা জ্ঞান অর্জন করতে চায় না কারণ তারা ধোঁকাবাজ লোক, তাদের বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। তারা এসেছে তোমাদেরকে (সূফীবাদ ও ইলিয়াসী তরীকা) শিক্ষা দেওয়ার জন্য, তারা এজন্য আসেনি যে তোমাদের কাছ থেকে কিছু শিখবে। তারা এসেছে তোমাদেরকে তাদের "সূফীবাদ" ও তাদের "মাযহাব" শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তারা তোমাদের কাছে শিখতে আসে নাই, তারা যদি শিখতে আসতো তাহলে তারা আরব দেশের উলামাদের সাথে মসজিদে বসতো এবং তাদের কাছ থেকে কিতাব অধ্যায়ন করতো। এসব ভুলের মধ্য থেকে এর দ্বারা ধোঁকায় পড়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। নাআ'ম।
- তথ্যসূত্রঃ
- https://www.youtube.com/watch?v=RsDXXtYsK_U
- .

- ◈তাবলীগ জামআতের ভ্রান্ত আক্বীদার কারণে তাদেরকে ব্যান করে দেওয়া উচিত এই মর্মে সৌদি আরবের সাবেক 'গ্র্যান্ড মুফতি' আশ শাইখুল আল্লামাহ, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলে-শাইখ [রাহিমাহুল্লাহ] বলেন -
- "আমি (তথ্য মন্ত্রনালয়ের প্রধান) মহোদয়ের নিকট এই প্রতিবেদন পেশ করছি যে, তাবলীগ জামআতের কোনই ফায়দা নেই, এটা একটা বিদআ'তী এবং পথভ্রষ্ট সংগঠন। তাদের নিসাব গ্রন্থ (ফাযায়েলে আমাল) পড়ে দেখলাম, তাতে গোমরাহী এবং বিদআ'তে ভরপুর। এতে কবর-মাযার পূজা এবং শিরকের দিকে আহবান করা হয়েছে। বিষয়টি এমনই মারাত্মক যে, এই ব্যাপারে চুপ থাকা যায় না। এজন্যই আল্লাহ যদি চান, তাহলে অবশ্যই আমি এর প্রতিবাদ লিপি পাঠাব যেন এদের বিভ্রান্তি ও বাতিল প্রকাশ হয়ে পড়ে। আল্লাহর নিকট দুআ করি তিনি যেন তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করেন এবং কালিমাকে সুউচ্চে রাখেন। [আমীন]
- তারিখঃ ২৯/০১/১৩৮২ হিঃ।
- তথ্যসূত্রঃ
- [ফাতওয়া ও চিঠিপত্র, শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলে শাইখ, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬৭-২৬৮। [সাবেক গ্রান্ড মুফতী, সৌদী আরব তাঁর রাজকীয় তথ্য মন্ত্রনালয়ের প্রধানকে লেখা পত্র]
- ◈আশ শাইখুল আল্লামাহ হামুদ আত-তুওাইজিরি [রাহিমাহুল্লাহ] তাঁর "কওয়াল আল-বালিগ" নামক কিতাবে বলেছেন,
- "তাবলীগীদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই হচ্ছে "তাবলীগ ই নিসাব" (ফাযায়েলে আমাল নামেও পরিচিত), যেই বইটি তাদের একজন নেতা লিখেছেন যার নাম মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্দলভী। তারা এই বইটাকে এতটাই গুরুত্ব দেয় যেমনটা আহলুস সুন্নাহ "সহিহ-হাইন" (বুখারী ও মুসলিম) এবং অন্যান্য হাদিসের বইকে গুরুত্ব দেয়। তাবলীগীরা এই বইটিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স বই হিসেবে ভারতীয় এবং অন্যান্য অনারব মানুষের নিকট তুলে দিয়েছে, যারা এই দলটিকে সমর্থন দেয়। এই বইটিতে পরিপূর্ণভাবে রয়েছে শিরক, বিদায়াত, কিচ্ছা-কাহিনী এবং জাল ও দুর্বল হাদিস। আসলে এই বইটি হচ্ছে এমন একটি বই যা মন্দ, পথহারা এবং ফিতনার সমষ্টি।
- .
- ◈বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস,উস্তাযুল আলিম, আশ শাইখুল আল্লামাহ, ইমাম মুহা'ম্মদ নাসির উদ্দীন আল আলবানী [রাহিমাহুল্লাহ্] যাকে ইমাম ইবনে বাজ এবং ইমাম মুক্ববিল সহ অন্যান্য উলামারা বর্তমান যামানার 'মুজাদ্দিদ' বলে ফাতওয়া দিয়েছেন, তাঁর নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিলোঃ
- **প্রশ্নঃ তাবলীগ জামআত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? এদের সাথে কোন তালিমে ই'লম বা অন্য কেউ আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে বের হতে পারে কি?**
- *উত্তরে ইমাম আলবানী [রাহিমাহুল্লাহ] বলেনঃ*"তাবলীগ জামাত আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলের সুন্নাহর তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং আমাদের সালফে সালিহীনদের পন্থার উপর নয়। তাদের অবস্থা যখন এই, তখন তাদের সাথে বের হওয়া জায়েজ হবে না। কেননা এটা আমাদের সালফে সালিহীনদের (সাহাবাদের) তাবলীগের পদ্ধতির পরিপন্থী।
- দাওয়াতের কাজে বের হবেন আলেম বা বিদ্বান ব্যক্তি। আর এরা যারা বের হচ্ছে, তাদের উপর অবশ্য করণীয় হচ্ছে, প্রথমে নিজের দেশে জ্ঞান শিক্ষা করা, মসজিদে মসজিদে জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করা, যাতে করে যারা দাওয়াতের কাজ করবে এমন আলিম তৈরী হয়। এই অবস্থায় ত্বালেবে ইলমদের উচিত যেন এদেরকে তাদের দেশেই কুরআন-হাদীস শিক্ষার জন্য আহবান জানায়। মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে তাবলীগীরা কুরআন ও সুন্নাহ-কে তাদের মূলনীতি হিসাবে গণ্য করে না বরং তারা এই দাওয়াতকে বিভক্ত করে ফেলেছে। এরা যদিও মুখে বলে যে, তাদের দাওয়াত কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক তা নিছক মুখের কথা, তাবলীগীদের একক কোন 'আক্বীদা' (বিশ্বাস) নেই যা তাদেরকে একত্রিত করতে পারে। এজন্যই দেখা যায় তাবলীগ জামআতের লোকেরা হল সূফী ও মাতুরিদী - আশআরী আর আশাআরী-মাতুরিদীরা তো কোন মাযহাবেই নেই। এর কারণ হচ্ছে তাদের আক্বীদাহ বিশ্বাস হচ্ছে জট পাকানো।
- তাবলীগ জামআতের লোকদের রয়েছে স্বচ্ছ জ্ঞানের অভাব। এদের জামআত প্রতিষ্ঠার প্রায় অর্ধশত বছর পার হয়ে গেল, কিন্তু এত লম্বা সময়ের পরও তাদের মাঝে কোন আলিম তৈরী হলো না। আমরা এজন্যই বলি আগে নিজেরা জ্ঞানার্জন করো, তারপর একত্রিত হও, যেন একত্রিত হওয়া যায় নির্দিষ্ট ভিত্তির উপর, যাতে কোন মতভেদ থাকবে না ।
- তাবলীগ জামআত বর্তমান যুগে সূফী মতবাদের ধারক ও বাহক একটি জামআত। এরা মানুষের চরিত্র সংশোধনের দাওয়াত দেয় কিন্তু মানুষের আক্বীদা [বিশ্বাস] সংস্কার ও সংশোধনের জন্য দাওয়াত দেয় না। শিরক বিদাত মুক্ত আক্বীদা সংশোধনের ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। কেননা তাদের ধারণা মতে, মানুষকে বিশুদ্ধ আক্বীদার দাওয়াত দিলে মানুষের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হবে।
- জনাব সাআ'দ আল-হুসাইন ভাই এবং ভারত-পাকিস্তানের তাবলীগ জামআতের মুরব্বীদের মাঝে বেশ কিছু পত্র যোগাযোগ হয়। এর দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাবলীগ জামআতের লোকেরা ওয়াসীলা, উদ্ধারকারী (ইস্তিগাছা) এবং এ ধরনের অনেক (শিরকি) ধারণাকে সমর্থন করে।
- প্রত্যেক তাবলীগীকে চারটি তরীকার যেকোন একটি ভিত্তিতে বাইয়াত গ্রহণ করতে হয়। কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে, এদের প্রচেষ্টায় অনেক মানুষই আল্লাহর পথে ফিরে এসেছে। বরং এদের সাথে বের হবার জন্য কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার জন্য কি এটা যথেষ্ট নয়?

- এ ব্যাপারে আমি বলছি যে, এ ধরণের কথা আমরা অনেক শুনেছি এবং জানি, সূফীদের কাছে থেকে অনেক ঘটনাই জানি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যদি কোন শাইখের আক্বীদাহ ফাসিদ হয়, হাদীস জানে না বরং লোকজনের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে এতদ্বসত্ত্বেও অনেক ফাসিক লোক তার হাতে তাওবাহ করে। যে দলই ভাল বা কল্যাণের দিকে ডাকবে অবশ্যই তার কিছুনা কিছু অনুসারী পাওয়া যাবেই। কিন্তু আমরা দৃষ্টি দিবো যে, সে কিসের দিকে আহবান করছে? সে কি মানুষকে কুরআন, সুন্নাহ এবং সালফে সালিহীনের আক্বীদার দিকে ডাকছে এবং কোন মাযহাবের ব্যাপারে কোন রকম গোঁড়ামী করে না এবং যেখানেই সুন্নাত পায় সেখান থেকেই তার উপর আমল করে।
- তাবলীগ জামআতের কোন ইলমী তরীকা বা পন্থা নেই। তাদের পন্থা হল স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে তার জন্ম হয়েছে। এরা সব রঙেই রঙ্গীন হয়।”
- 📚তথ্যসুত্র:[ইমারতী ফতওয়া, শায়খ আলবানী, পৃষ্ঠাঃ ৩৮]#সুন্নাহর___পথযাত্রী____৯৪

- "যে ইতিহাস সাহাবীদের গায়ে কলঙ্কের কালি লেপন করে, সেই ইতিহাস কখনোই ('আহেল'সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের') নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা,,
-
- "আমি প্রথম যখন মাওলানা মওদূদী সাহেবের 'খিলাফত ও মুলুকিয়াত' বইটি পড়ি, তখন মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর উপর খুবী রাগান্বিত ছিলাম! মাঝেমধ্যে এটাও ভাবতাম যে, কিভাবে এরকম একজন লোক রাসুলের সাহাবী হতে পারেন?
- _"তারপর যখন যাচাই বাছাই করে দেখলাম; মওদূদী সাহেব এমন মিথ্যাচার করেছেন! খারেজী-শীয়ারাও থাকে হার মানবে।

- "গত কিছুদিন আগে রাজতন্ত্র নিয়ে জবাব দিয়ে একটি পোস্ট করেছিলাম। সেখানে আমাদের জামায়াতী ভাইয়েরা এমন ক্ষেপা ছিল! মুয়াবিয়া (রাঃ)-কে গালিগালাজ শুরু করলো। অথচ হালাল জিনিসকে জোর করে হারাম মনে করেতে যেয়ে মুয়াবিয়া রাঃ এর মতো ওহির কাতেব জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত একজন সাহাবিকে গালাগাল করার আগে নিজেদের ঈমান নিয়ে কেউ চিন্তা করলেন না! মওদুদি হয়ে গেলো ওহি লেখক মুয়াবিয়া রাঃ থেকে বেশি আপন ও বিশ্বস্ত! কিভাবে সম্ভব! কেউ কি ঘুনাক্ষরেও চিন্তা করেছেন, মওদুদি আপনাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?
- "ভাবলাম এরা মওদূদী সাহেবের 'বই' পড়ে এতোই গুমরাহ হয়েছে, একজন সাহাবীকেও গালিগালাজ করতে তাদের দ্বিধাবোধ করেনি। তাই তাদের মুখোশ উন্মোচন করার জন্যই আমার পোস্ট।
- ___"মওদূদী সাহেবের মিথ্যাচার নিম্নরূপঃ-
- "গণীমতের অর্থ আত্মসাৎ
- _"মাওলানা মওদূদীকে আল্লাহ পাক মাফ করুন , উপরের গুরুতর অভিযোগ প্রসংগে তিনি লিখেছেন— "গণীমতের মাল তকসীমের ক্ষেত্রেও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কুর’আন সুন্নাহর সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ করেছেন । শরীয়তের নির্দেশ মুতাবেক মালে গণীমতের এক পঞ্চমাংশ জমা হবে বাইতুল মালে এবং অবশিষ্ট মাল তকসীম হবে মুজাহিদদের মাঝে। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া গণীমতলব্ধ সোনা-চাঁদি তার জন্য পৃথক রেখে অবশিষ্ট মাল শরীয়ত মুতাবেক তকসীম করার নির্দেশ জারী করলেন”
- _"এ অভিযোগ সমর্থনে মাওলানা সাহেব মোট ৫'টি উৎসগ্রন্থের বরাত টেনেছেন। তারমধ্যে পঞ্চমটি হলো আল বিদায়া আল নিহায়া ('খঃ ৮ পৃ ২৯')
- _"এখানে আমরা আল বিদায়ার মূল উদ্ধৃতি তুলে ধরছি— "এ বছরই যিয়াদের নির্দেশে তার অধীনস্থ হযরত হাকাম বিন আমর খোরাসানের ‘জাবাল আল আসল’ অঞ্চলে জিহাদ পরিচালনা করলেন। তাতে বিপুল শত্রু নিহত হলো এবং বিপুল সম্পদ হস্তগত হলো। যিয়াদ তখন হযরত হাকাম বিন আমরকে লিখে জানালেন, 'আমীরুল মুমিনীনের চিঠি এসেছে, যেনো যাবতীয় সোনা-চাঁদি তার জন্য আলাদা রেখে দেয়া হয়। এগুলো বাইতুল মালে জমা হবে” উত্তরে হযরত হাকাম বিন আমর লিখে পাঠালেন। “আমীরুল মুমিনীনের চেয়ে আল্লাহর নির্দেশই বড়। আল্লাহর কসম! আসমান যমিন যদি কারো দুশমন হয়ে যায়; আর সে শুধু আল্লাহকেই ভয় করে তাহলে তার জন্য আল্লাহ কোন না কোন উপায় অবশ্যই করে দেবেন, অতঃপর সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়ে তিনি বললেন; “গণীমতের মাল তোমরা তকসীম করে ফেলো।,,
- _

➢ "মোটকথা; হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর নামে যিয়াদ তাঁর কাছে যে, নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন তিনি তা অগ্রাহ্য করে শরীয়তের নির্দেশ মুতাবেক গণীমতের এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মালের জন্য রেখে বাকিটা মুজাহিদদের মাঝে তকসীম করে দিলেন। এখানে মাওলানা মওদূদী কতটা বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন সে বিচার ভার রইলো পাঠকের হাতে।

➢ _

➢ "আমরা শুধু আল- বিদায়ার উদ্ধৃতি ও মাওলানার বক্তব্যের মাঝে অত্যন্ত নগ্নভাবে যে কয়টি পার্থক্য ধরা পড়ে তা তুলে ধরছি; আল-বিদায়ার মতে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) নিজের জন্য নয়, বরং বাইতুল মালের জন্যেই এ নির্দেশ জারী করেছিলেন।

➢ _**"হাফেয ইবনে কাছীর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন**— এই গণীমতের যাবতীয় সোনা চাঁদি বাইতুল মালে জমা করা হবে। অথচ ইবনে কাছীরের বরাত টেনেই মাওলানা হুজুর লিখেছেন— "হযরত মুয়াবিয়া গণীমতের সোনা-চাঁদি তার নিজের জন্য পৃথক করে রাখার নির্দেশ জারী করলেন।"

➢ _

➢ "আমরা সত্যি হতবুদ্ধি ; এ ধরনের নগ্ন গরমিলের কী ব্যাখ্যা হতে পারে? সংযত ভাষায় শুধু বলা যায়, 'গবেষণা' এমন অসতর্ক মানুষের জন্য নয়। মওদূদী সাহেবের বক্তব্য থেকে মনে হয়, প্রদত্ত বরাতগ্রন্থগুলোতে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ কোন নির্দেশ দেখেই বুঝি তিনি এমন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনেছেন। অথচ আল- বিদায়াসহ কোথাও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর প্রত্যক্ষ নির্দেশের কোন উল্লেখ নেই।

➢ _

➢ "ইতিহাস আমাদের শুধু এইটুকু বলে যে, যিয়াদ তার অধীনস্থকে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর নাম ব্যবহার করে নির্দেশ পাঠিয়েছিলো । সত্যি সত্যি এ বিষয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর কোন নির্দেশ ছিলো কি না? সে নির্দেশের ভাষা কী ছিলো? উদ্দেশ্যই বা কী ছিলো? সে সম্পর্কে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব।

➢ _

➢ "তর্কের খাতিরে না'হয় মেনে নেয়া গেলো; হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হয়ত কোন নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন এবং যিয়াদও সে নির্দেশের শব্দ, ভাষা ও উদ্দেশ্য অনুসরণের ক্ষেত্রে পূর্ণ সততা রক্ষা করেছিলো। কিন্তু তারপরও এমন তো হতে পারে যে , বাইতুল মালে তখন সোনা-চাঁদির ঘাটতি ছিলো এবং কোন সূত্রে 'আমীরুল মুমিনীন জানতে পেরেছিলেন যে, উক্ত জিহাদের সোনা-চাঁদি মোট গণীমতের এক পঞ্চমাংশের অধিক নয়; তাই তিনি বাইতুল মালের ঘাটতি পূরণের জন্য অন্যান্য সামগ্রীর পরিবর্তে শুধু সোনা-চাঁদি পাঠানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

➢ _

➢ "পক্ষান্তরে হযরত হাকাম বিন আমরের ক্ষোভ প্রকাশের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, প্রকৃতপক্ষে উক্ত গণীমতের সোনা-চাঁদি এক পঞ্চমাংশের অধিক ছিলো। ফলে যিয়াদের মাধ্যমে প্রাপ্ত উক্ত নির্দেশ তাঁর কাছে কিতাবুল্লাহর পরিপন্থি মনে হয়েছিলো।

➢ _

➢ "মোটকথা; এ অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে ঐতিহাসিক বর্ণনার গ্রহণযোগ্য অনেক ব্যাখ্যা হতে পারে। এবার আপনি নিজেই বুকে হাত দিয়ে বলুন; আজ তেরশ বছর পর ইতিহাসের নীরবতা উপেক্ষা করে এবং যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পাশ কাটিয়ে কেন আমরা সাহাবা-চরিত্রে এমন জঘণ্য কলংক লেপন করতে যাই?

➢ _

➢ "সর্বোপরি এটা ছিলো বিশেষ এক ক্ষেত্রে আমীরুল মুমিনীনের সাময়িক নির্দেশ মাত্র। অথচ মওদূদী সাহেবের মন্তব্য পড়ে মনে হবে; বুঝি বা এটা জিহাদ ও গণীমত বিষয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর নীতিনির্ধারণী নির্দেশ। আর তাই মাওলানা মন্তব্য ছুঁড়েছেন যে, গণীমতের মাল তকসীমের ক্ষেত্রেও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কুর'আন সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করে ধর্মহীন রাজনীতির গোড়াপত্তন করেছেন।

➢ "মওদুদী সাহেবের সর্বশেষ ত্রুটি এই যে, হযরত মুয়াবিয়ার নামযুক্ত নির্দেশটি তিনি উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু সে নির্দেশ পালিত হয়েছিলো কি না সে কথা তিনি বেমালুম চেপে গেছেন। অথচ একই বর্ণনার শেষাংশে হাফেয ইবনে কাছীর সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন— "হযরত মুয়াবিয়ার নামযুক্ত নির্দেশের ব্যাপারে তিনি যিয়াদকে অমান্য করলেন"

➢ দেখুনঃ ইবনে কাছীর বলেছেন, হযরত হাকাম যিয়াদকে অমান্য করেছেন। মুয়াবিয়া (রাঃ)-কে অমান্য করেছেন—এ কথা তিনি বলেননি । ইবনে কাছীর কেন এমনটি করলেন? মাওলানা মওদূদীও কি এই বুদ্ধিবৃত্তিক সততাটুকু দেখাতে পারতেন না?

➢ --

➢ **"দিয়তের অর্থ আত্মসাৎ**

➢ -"এই অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য মাওলানা মওদূদী সাহেব লিখেছেন— "হাফেয ইবনে কাছির বলেন; দিয়তের ক্ষেত্রেও হযরত মুয়াবিয়া সুন্নতে হস্তক্ষেপ করেছেন। সুন্নত মোতাবেক চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের ('যিম্মির') দিয়ত বা রক্তপণ মুসলমানের বরাবর হওয়ার কথা। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া তা অর্ধেকে নামিয়ে এনে বাকি অর্ধেক নিজেই নেয়া শুরু করলেন। ('পৃঃ ১৭৩-১৭৪')

➢ _"আল বিদায়ার মূল উদ্ধৃতি দেখুন— "একই সূত্রে ইমাম যুহরীর বক্তব্য আমরা পেয়েছি যে, সুন্নত ছিলো এই চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের দিয়ত মুসলমানের বরাবর হবে। হযরত মুয়াবিয়াই প্রথম ব্যক্তি যিনি তা অর্ধেকে হ্রাস করে বাকি অর্ধেক নিজের জন্য নেয়া শুরু করলেন।

- (৮'খণ্ড পৃঃ ১৩৯)
- _"শুরুতেই আমাদের দুইটি সংশোধনী দিতে হচ্ছে। প্রথমতঃ "দিয়তের ক্ষেত্রেও হযরত মুয়াবিয়া সুন্নতে হস্তক্ষেপ করেছেন! এ বাক্যটা মাওলানা সাহেবের নিজস্ব সংযোজন। ইবনে কাছীর বা ইমাম যুহরী কেউ এ কথা বলেননি। ('তাহলে কেন উনি নিজের মনগড়া কথা ঢুকালেন?')
- _
- "দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ মন্তব্যটা ইবনে কাছীরের নয়; বরং ইমাম যুহরীর বরাত দিয়ে তিনি তা বর্ণনা করেছেন মাত্র। অথচ মওদূদী সাহেব এটাকে ইবনে কাছীরের মন্তব্যরূপে বিবৃত করেছেন। সম্ভবতঃ এটা বুদ্ধিবৃত্তিক সততার পরিপন্থি, যা কোন দায়িত্বশীল গবেষকের পক্ষে শোভনীয় নয়।
- _
- "যাই হোক, মওদূদী সাহেব ইমাম যুহরীর শেষোক্ত বাক্যের তরজমা করেছেন— আর বাকিটা তিনি নিজেই নেয়া শুরু করলেন। কিন্তু তিনি যদি দয়া করে যে কোন প্রামাণ্য হাদীসগ্রন্থ খুলে দেখার কষ্টটুকু স্বীকার করতেন তাহলে এ ধরনের সহজ ভ্রান্তির শিকার তিনি হতেন না এবং আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীর বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের মত সংগীন অভিযোগ উত্থাপনেরও প্রয়োজন দেখা দিত না। কিন্তু তিনি তা করেন নি।
- _
- "দেখুন ; বায়হাকী শরীফে ইমাম যুহরীর বর্ণনায় এভাবে এসেছে— ''বাকি অর্ধেক তিনি বাইতুল মালে জমা করলেন'' ('খঃ ৮ পৃঃ ১০২ - প্রকাশক দাইরাতুল মায়ারিফ, উসমানিয়া, হায়দরাবাদ') সুতরাং "অর্থ নিজের জন্য নেয়া শুরু করলেন" কথাটার অর্থ হলো; তিনি তাঁর দায়িত্বে অর্পিত বাইতুল মালের জন্যে নেয়া শুরু করলেন , ব্যক্তিগত খরচের জন্য নয়।
- _
- "হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কারণ এই যে, এ বিষয়ে দুই ধরনের হাদীস আছে। ফলে সাহবাদের মাঝেও বিষয়টি বিরোধপূর্ণ ছিলো। এক হাদীসে বলা হয়েছে— "কাফিরের দিয়ত হবে মুসলমানের দিয়তের অর্ধেক" ('মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ') - এ হাদীসের আলোকে হযরত উমর বিন আবদুল আযীয ও ইমাম মালিক অমুসলিম যিম্মির দিয়ত মুসলিম দিয়তের অর্ধেক বলে মত প্রকাশ করেছেন। ('নায়লুল আওতার, বিদায়াতুল মুজতাহিদ')
- _
- "পক্ষান্তরে হযরত ইবনে উমর— বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইরশাদ হচ্ছে— "যিম্মির দিয়ত মুসলিম দিয়তের অনুরুপ" ('বায়হাকী খঃ ৮ পৃঃ ১০২')
- _
- "এ হাদীসের সূত্র ধরেই ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম সুফিয়ান সাওরী যিম্মী – মুসলিম উভয় ক্ষেত্রে অভিন্ন দিয়তের পক্ষে রায় দিয়েছেন। ('নায়লুল আখতার খঃ'৭ পৃঃ ৬৫')
- _
- "কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) উভয় হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে নিজস্ব ইজতিহাদ প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত নিলেন, এখন থেকে অর্ধেক দিয়ত নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী পাবে; বাকি অর্ধেক জমা হবে বাইতুল মালে। এ সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি নিজেই বলেছেন— "নিহত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়রা যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তেমনি ('যিযিয়া কর থেকে বঞ্চিত হয়ে') বাইতুল মালও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সুতরাং দিয়তের অর্ধেক ('পঁচিশ দীনার') উত্তরাধিকারীদের দিয়ে বাকি অর্ধেক বাইতুল মালে জমা করো। ('বাইহাকী খঃ ৮ / ১০২')
- _
- "প্রমাণ ও যুক্তির ভিত্তিতে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর সাথে ভিন্নমত পোষণের অধিকার একজন মুজতাহিদের অবশ্যই আছে। কিন্তু নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে; যে প্রশংসনীয় সূক্ষ্মধর্মিতার সাথে বিপরীত দুইটি হাদীসের মাঝে তিনি সমন্বয় সাধন করেছেন তা হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞারই পরিচায়ক।
- _
- "অথচ এই অনুপম ইজতিহাদকেই মওদূদী সাহেব হারাম-হালালের তফাত ও আইনের শাসন বিলুপ্ত করার
- 'পলিসি' প্রমাণের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম নৌবহর- নির্মাতা সাহাবীর ভাগ্যে আজ তেরশ বছর বাদে এ পুরস্কারই জুটলো মুসলিম জাহানের "স্বনামধন্য" এই "গবেষকের" হাতে।
- _
- "এখানে আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো যে , ইমাম যুহরী হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কেই দিয়তের বিধানে পরিবর্তনসাধনকারী রূপে চিহ্নিত করেছেন বটে, কিন্তু তার সাথে ভিন্নমত পোষণের যথেষ্ঠ অবকাশ রয়েছে। দুইটি বিপরীতমুখী হাদীসের আলোচনা তো এইমাত্র হলো। হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত উসমান (রাঃ) সম্পর্কেও পরস্পরবিরোধী বর্ণনা রয়েছে। এমনকি কোন কোন রিওয়ায়েত মতে তাঁদের আমলে যিম্মির দিয়ত ছিলো মুসলিম দিয়তের এক- তৃতীয়াংশ মাত্র। এ জন্যই ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) অনুরূপ মত গ্রহণ করেছেন।
- --

➢ "মুয়াবিয়া'কে বিদ'আতী সাব্যস্ত করা,,

➢ "আইনের শাসন বিলোপ'

➢ শিরোনামে মাওলানা মওদূদী সাহেব লিখেছেন— 'এই বাদশাহদের রাজনীতি দ্বীনের অনুগত ছিলো না এবং হালাল-হারামের কোন তমিজ ছিল না। রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বৈধাবৈধ সব পন্থাই তারা অবলম্বন

➢ করতেন।

➢ _

➢ "বিভিন্ন উমাইয়া খলীফার শাসনকালে আইনের প্রতি আনুগত্যের স্বরূপ কী ছিল এখানে আমরা তা আলোচনা করবো। 'বস্তুতঃ হযরত মুয়াবিয়ার শাসনামলেই এ 'পলিসের' সূত্রপাত ঘটেছিল। এই দাবীর স্বপক্ষে মওদূদী সাহেব মোট ছয়টি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

➢ _

➢ "প্রথম ঘটনা সম্পর্কে তার ভাষ্য— 'ইমাম যুহরী বর্ণনা করেন— 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

➢ সাল্লাম' ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত ('শরীয়তি-বিধান') মোতাবেক কাফির ও মুসলমান পরস্পরের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী হতে পারতো না। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া কাফিরকে মুসলমানের উত্তরাধিকারী না'করলেও মুসলমানকে কাফিরের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করলেন। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয খলিফা হয়ে এ 'বিদ'আত' বিলুপ্ত করলেন।

➢ _

➢ "কিন্তু হিশাম বিন আবদুল মালিক খলীফা হয়ে নিজেদের খান্দানী প্রথা পুনরুজ্জীবিত করলেন। এ অভিযোগের স্বপক্ষে তিনি ইতিহাস শাস্ত্রের উৎসগ্রন্থ "আল- বিদায়া ওয়াল নিহায়া" এর বরাত দিয়েছেন।

➢ _

➢ "সুতরাং প্রথমে মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতি ভালভাবে লক্ষ্য করুন— "ঈমাম যুহরী বর্ণনা করেন; 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মুসলমান ও কাফির পরস্পরের উত্তরাধিকারী হতো না। পরে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কাফিরকে মুসলমানের উত্তরাধিকারী না করলেও মুসলমানকে কাফিরের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করলেন। পরবর্তী খলিফাগণ সে ধারা অব্যাহত রাখলেন, কিন্তু হযরত উমর বিন আবদুল আযীয খলিফা হয়ে পূর্ববর্তী 'সুন্নতটি' পুনর্বহাল করলেন।

➢ _

➢ "পরবর্তী খলীফা ইয়াযীদ বিন আবদুল মালিকও তার অনুসরণ করলেন। কিন্তু খলিফা হিশাম আবার পূর্ববর্তী

➢ খলীফাদের 'সুন্নত' গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ মুসলমানকে তিনি কাফিরের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করলেন। (আল-বিদায়া ওয়া নিহায়াহ খঃ ৯'পৃঃ ২৩২'পৃষ্ঠা')

➢ _

➢ "এবার আসল সুরতেহাল প্রত্যক্ষ করুন। মূলতঃ এটা হলো ফিকহশাস্ত্রের একটি বিরোধপূর্ণ মাসয়ালা। সাহাবাগণের মাঝেও এ বিষয়ে মতানৈক্য ছিলো।

➢ হানাফী মাযহাবের ফকীহ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী

➢ লিখেছেন— 'গরিষ্ঠসংখ্যক সাহাবার মতে মুসলমান কাফিরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। হানাফী উলামা ও

➢ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এ মত গ্রহণ করেছেন। এটা হলো সূক্ষ কিয়াস। পক্ষান্তরে হযরত মুয়ায বিন জাবাল

➢ (রাঃ) ও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর মাযহাব মতে মুসলমান কাফিরের উত্তরাধিকার পাবে।

➢ _

➢ "সাধারণ কিয়াসের দাবী অবশ্য তাই। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইমাম মাসরূক, হাসান বসরী, মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া ও মুহাম্মদ বিন হোসায়ন প্রমুখ এ মতের অনুসারী। ('উমদাতুল কারী খঃ ১৩ পৃঃ ২৬০, অধ্যায়ঃ মুসলিম- কাফির উত্তরাধিকার')

➢ _

➢ "শাফেয়ী মাযহাবের হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) লিখেছেন— 'ইবনে আবী শায়বা হযরত আবদুল্লাহ

➢ বিন মা'কিলের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন; আর কোন সিদ্ধান্ত আমার কাছে হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ)-এ সিদ্ধান্ত থেকে উত্তম মনে হয় নি যে, আমরা আহলে কিতাবের উত্তরাধিকারী হবো, কিন্তু ওরা আমাদের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। যেমন ওদের নারীদের আমরা বিয়ে করতে পারি, অথচ ওরা তা পারে না। ইমাম ইসহাক এ মতের অনুসারী।

➢ _

➢ "হযরত মু'য়ায বিন জাবাল (রাঃ)- বর্ণিত এই হাদীসটি তাঁর ও হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) স্বপক্ষে এক মযবুত দলীল। "ইসলাম বৃদ্ধি করে, হ্রাস করে না। ('সুতরাং ইসলামের কারণে কেউ মীরাস থেকে বঞ্চিত হতে পারে না') ঈমাম আবূ দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আর ঈমাম হাকীম তা সহীহ বলে রায় দিয়েছেন। ('ফতহুল বারী, খঃ ১২ পৃঃ ৪১ অধ্যায়ঃ মুসলিম- কাফির

➢ উত্তরাধিকার')

➢ _
➢ "মওদূদী সাহেবের বর্ণনায় এমনকি সচেতন পাঠকও ভাবতে পারেন যে, এটা হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) একক সিদ্ধান্ত এবং ('আল্লাহ না করুন') ইজতিহাদের ভিত্তিতে নয়, বরং নিছক রাজনৈতিক স্বার্থে একটি বিদ'য়াত জারীর মাধ্যমে তিনি আইনের মর্যাদা লুণ্ঠিত করেছেন।
➢ _
➢ "অথচ এই মাত্র আপনি দেখে এলেন, এটি ফিকহশাস্ত্রের ইজতিহাদভিত্তিক একটি মাসয়ালা মাত্র। তদুপরি
➢ বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মু'য়ায বিন জাবালও (রাঃ) এ বিষয়ে একমত পোষণ করতেন। আর তাঁর সম্পর্কে
➢ আল্লাহর রাসূলের ('সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম') ইরশাদ হলো— 'হালাল- হারামের ব্যাপারে সাহাবাদের মাঝে মু'য়ায বিন জাবাল বেশী জানেন।" ('তিরমিযী, মিশকাত, বাবুল মানাকিব')
➢ _
➢ "তদ্রুপ এ মত পোষণকারীদের দীর্ঘ তালিকায় রয়েছেন ইমাম মাসরূক, ঈমাম হাসান বসরী, ঈমাম ইবরাহীম নাখয়ী, ঈমাম মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া ও ইমাম মুহাম্মদ বিন আলী বিন হোসায়নের মত বিশিষ্ট তাবেয়ী। সর্বোপরি তাদের ইজতিহাদের ভিত্তি হচ্ছে একটি সহীহ হাদীস। এটা ঠিক যে, পরবর্তী যুগের ফকীহগণ
➢ হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। আমরাও ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে এ সিদ্ধান্তের পক্ষে
➢ নই। তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর ইজতিহাদকে বিদ'য়াত বলার অধিকার নেই কোন ভদ্রলোকের। অধিকার নেই এমন ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপনের যে, হালাল- হারামের তফাত মিটিয়ে
➢ দিয়ে ধর্মহীন রাজনীতির ' পলিসি ' তিনি গ্রহণ করেছিলেন।
➢ _
➢ "হযরত আলী (রাঃ) এর সাথে রাজনৈতিক মতানৈক্যের 'অপরাধে' আল্লাহর রাসূলের ('সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম') প্রিয় সাহাবীকে ইজতিহাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার যে শাস্তি মওদূদী সাহেব দিলেন! তার
➢ যৌক্তিকতা হযম করা আমাদের মত উম্মী লোকের পক্ষে সত্যি সম্ভব নয়।
➢ _
➢ "মওদূদী সাহেবের হয়তো জানা নেই যে, সাহাবী মুয়াবিয়া (রাঃ) যেমন সুদক্ষ শাসক ছিলেন তেমনি ফকীহ ও উচ্চস্তরের মুজতাহিদও ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস
➢ (রাঃ) কিন্তু তা জানতেন।
➢ _
➢ "বুখারী শরীফ কি বলে দেখুন— 'হযরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করা হলো; আমীরুল মু'মিনীন মুয়াবিয়া (রাঃ) এক রাকায়াত বিতর পড়ে থাকেন। এ
➢ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? উত্তরে তিনি বললেন; ঠিকই করেছেন। তিনি তো একজন ফকীহ। ('বুখারী শরীফ')
➢ _
➢ "মজার ব্যাপার এই যে, মওদূদী সাহেব যার মন্তব্যের ধনুক দিয়ে তীর ছুড়েছেন, সেই ঈমাম যুহরীও কিন্তু
➢ হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর সিদ্ধান্তকে ('তিনি নিজে ভিন্নমত পোষণ করা সত্ত্বেও') "বিদ'য়াত" বলেননি।

➢ "তিনি বলেছেন— 'হযরত উমর বিন আবদুল আযীয খলিফা হয়ে পূর্ববর্তী সুন্নত পুনর্বহাল করলেন। এখানে "পূর্ববর্তী সুন্নত" কথাটি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে,
➢ হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরবর্তী সিদ্ধান্তটিও সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত।

➢ "হযরত উমর বিন আবদুল আযীয খলীফা হয়ে পরবর্তী সুন্নতের স্থলে পূর্ববর্তী সুন্নত পুনর্বহাল করেছিলেন মাত্র। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়; মাওলানা মওদূদীর মতো
➢ দায়িত্বশীল লেখক উপরোক্ত বাক্যের তরজমা করেছেন— "হযরত উমর বিন আবদুল আযীয খলীফা হয়ে এ "বিদ'য়াত" খতম করলেন। " ('পৃঃ ১৭৩')
➢ _"এতবড় 'ভুল' কি কারো ইচ্ছার অগোচরে হতে পারে? শুধু বলতে চাই; আমরা মর্মাহত।
➢ --
➢ **"হযরত আলী (রাঃ)-কে গালমন্দ করা,,**
➢ _

- "আইনের শাসন ভূলুণ্ঠিত শিরনামে' মওদূদী সাহেব বলছেন; আরো ঘৃণ্য একটি বিদ'আত মুয়াবিয়ার শাসনকালে শুরু হয়েছে। তিনি স্বয়ং এবং তার নির্দেশে সকল আঞ্চলিক প্রশাসক মসজিদের মিম্বরে বসে জুম'আর খোতবায় হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে গালমন্দের ঝড় বইয়ে দিতেন। এমনকি মসজিদে নববীতে রাসুল (সঃ)-এর মিম্বরে বসে রওজা শরিফ'কে সামনে রেখে তারই প্রিয়তম পাত্রকে গালিগালাজ করা হতো।
- –
- "এখানে মওদূদী সাহেব বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সাথেই আল্লাহর রাসুল (সঃ)-এর সাহাবীর বিরুদ্ধে তার কলমের কারিশমার দেখিয়েছেন। আমাদের কলম কিন্তু কথাগুলো এখানে উদ্ধৃত করতে দিয়ে লজ্জায় অনুশোচনায় বার বার থমকে যাচ্ছিলো। তবুও একান্ত অনন্যোপায় হয়েই আমাদেরকে তা করতে হয়েছে।
- –
- "অভিযোগ প্রমাণের জন্য তিনি 'তাবাতী ও আল বিদায়া' গ্রন্থের আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু সবকটি বরাতগ্রন্থ ঘাটাঘাটি করে এরকম কোনো তথ্যের খোঁজ আমরা পাইনি।
- –
- "মওদূদী সাহেবের এই অসত্য ভাষণের লজ্জা থেকে বাঁচানোর কোনো উপায় আমাদের নাগালে আসেনি। এমনকি শীয়া ঐতিহাসিকদের বর্ণনাবলোতেও তাকে খুশী করার জন্য এমন কোন মশলা খোঁজে পাওয়া যায়নি।
- –
- "অতচ এধরণের কোনো ঘটনা আদৌ ঘটে থাকলে শীয়া ঐতিহাসিকরা যে ছেঁটে কথা বলবে'না সে-তো বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে এমন অনেক বর্ণনা আমাদের দৃষ্টিপথে এসেছে, যাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে যে, তুমুল রাজনৈতিক ও সামরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকা সত্ত্বেও হযরত আলী (রাঃ)-এর মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর ছিলো সুগভীর শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা।
- –
- "নিম্নরূপ কয়েকটি উদাহরণঃ-
- "জীবনের শেষ খোতবায় হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) ঘোষণা করেছিলেন; তোমরা দেখো, আমার পূর্ববর্তীগন যেমন আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন, তেমনি আমার পরবর্তী আমার চেয়ে উত্তম হবেন না। ('ইবনু আছিরকৃত আল কালিম ২'খণ্ড ৪'পৃষ্ঠা')
- –
- "হাফেজ ইবনে কাছীর বলেন- হযরত আলী (রাঃ) এর শাহাদাতের খবর শুনে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তখন তাঁর স্ত্রী বললেন; আপনি কাঁদছেন কেন! অতচ তাঁর সাথে তোমার লড়াই ছিল। মুয়াবিয়া (রাঃ) বললেন; ঘোড়ামুখী! তুমি জানো'না মহত্ত্ব ফিক্বাহ ও ইলমের কী অমূল্য ধন মানুষ হারালো। ('আল বিদায়া ৮'খণ্ড ১৩০'পৃষ্ঠা')
- –
- "দেখুন- এখানে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর স্ত্রী লড়াইয়ের প্রসঙ্গ আনলেও একথা বলেননি যে, বেচে থাকতে তার বিরুদ্ধে গালমন্দের ঝড় বইয়ে দিতেন! আর এখন কান্নার ঝড় বইয়ে দিচ্ছেন।
- –
- "ঈমাম আহমদ বলেন; হযরত বিছর বিন আরতাত (রাঃ) একবার হযরত মুয়াবিয়া ও হযরত যায়দ বিন উমর ইবনুল খাত্তাবের উপস্থিতিতেই হযরত আলীকে মন্দ বললেন। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) তখন তাকে তিরস্কার করে বললেন; আলীকে তুমি গালমন্দ করছো, অতচ তিনি এর দাদা হন। ('তাবারী ৪'খণ্ড ২৪৮'পৃষ্ঠা- প্রকাশ কায়রো')
- –
- "হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর মজলিশে একবার হযরত আলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা হলে, তখন তিনি ('মুয়াবিয়া') বলেন; আবুল হাসান- হযরত আলীকে আল্লাহ রহম করুণ। সত্যিই তিনি এমন ছিলেন। ('ইসতী'আব ৩'খণ্ড ৪৩-৪৪'পৃষ্ঠা - প্রকাশ কায়রো')
- –
- "আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহঃ).আরো চমৎকার তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন; ফিক্বাহ'সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান চেয়ে হযরত মুয়াবিয়া হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে পত্র যোগাযোগ করতেন। তাই তার সাহাদাতের খবর পেয়ে শোকাহত 'মুয়াবিয়া' (রাঃ) বলেন; আবু তালিব-পুত্রের মৃত্যুতে ইলম ও ফিক্বহের মৃত্যু হলো। ('ইসতী'আব ৪৫'পৃষ্ঠা')
- –
- "মোটকথা; ইতিহাস ও হাদিসশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থগুলোতে এ-ধরনের অসংখ্য বর্ণনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মাওলানা মওদূদী সাহেবের তীক্ষ্ণ নজর ফাঁকি দিয়ে সেগুলো লুকিয়ে ছিলো, তা ভাবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আল্লাহ মালুম; কোন হৃদয়ে, কোন সাহসে একজন মজলুম সাহাবীর বিরুদ্ধে এমন মারমুখী ও খড়গহস্ত হতে পারলেন তিনি।
- –

- "আলী (রাঃ)-কে গালমন্দের অভিযোগে মওদূদী সাহেবের উদ্ধৃতিতে 'তাবারীর মূল ভাষ্য দেখে আসি। "হযরত মুগীরা উঠে দাঁড়ালেন এবং বরাবরের মতো এবারো 'আলী ও উসমান' সম্পর্কে বললেন; হে আল্লাহ! হযরত উসমান বিন আফফফান'কে রহম করুন, ক্ষমা করুন। তাঁর উত্তম কর্মের বিনিময় দান করুন। কেননা তিনি কোরান ও সুন্নাহ মুতাবেক আমল করতেন। এমনকি আমাদের রক্ত বাঁচাতে মজলুম অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেছেন। হে আল্লাহ! তাঁর সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী, অনুরক্ত এবং কিসাসের দাবী উত্থাপনকারীদের রহম করুন। অতঃপর তিনি হযরত উসমান হত্যাকারীদের নামে ববদু'আ করলেন। ('তাবাবী ৪'খণ্ড ১৮৮'পৃষ্ঠা')
- \-
- "অতঃপর মওদূদী সাহেব সিদ্ধান্ত দিলেন; সুতরাং দোষদুষ্ট বর্ণনাকারীদের যেসব রিওয়াতে ইবনে বার, আব্দুল বার, ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর ও ইবনে হাজার প্রমুখ নির্ভরযোগ্য উলামা নিজ-নিজ গ্রন্থে গ্রহণ করেছেন, সেগুলোকে রদ করার যুক্তিসংগত কোনো কারন নেই। ('২১৭-১৯'পৃষ্ঠা')
- \-
- "তাহলে আমাদের ছোঁট একটি প্রশ্নঃ- ইতিহাস'সংক্রান্ত বর্ণনার সনদগত চুলচেরা বিশ্লেষণ ও পরিক্ষার প্রয়োজন যদি নাই থাকে, নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক'গণ প্রায় সকল বর্ণনার শুরুতে সদন যোগ করার খাটুনিটা কেন খাটলেন? এইসব ফালতু কাজটুকু না'করলেই কি হতোনা?
- \---
- "যিয়াদকে ভ্রাতৃমর্যাদা দান,,
- \-
- "মাওলানা মওদূদী সাহেবের হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) ধর্মহীন রাজনীতি তথাকথিত যে পলিসি পবর্তন করেছিলেন! তার পঞ্চম প্রমাণ হলোঃ 'পিতৃপরিচয়হীন' যিয়াদ বিন সুনাইয়্যাকে ভ্রাতৃমর্যাদা দান।
- \-
- "মওদূদী সাহেন বলেন; যিয়াদ বিন সুমাইয়্যাকে ভ্রাতৃমর্যাদা দানের মাধ্যমে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) রাজনৈতিক স্বার্থে শরীয়তের একটি সর্বস্বীকৃত বিধান লঙ্ঘন করেন।
- \-
- "যে দুঃখজনক ভাষায় আলোচ্য ঘটনাটি মওদূদী সাহেব বিকৃত করেছেন, সে সম্পর্কে আমরা কোনো মন্তব্য করবো না। শুধু হৃদয় থেকে বেদনাময় রক্ত এবং চোখ থেকে অনুতাপের অশ্রু ঝরিয়ে প্রার্থনা করবো যে, মহান আল্লাহ যেনো তাঁর অবুঝ বান্দার কলমের কলঙ্ক মুছে দেন।
- \-
- "এখানে আমরা মওদূদী সাহেবের দেয়া বরাতগ্রন্থের মূল উদ্ধৃতি তুলে ধরছিঃ- ইবনে খলদুন বলেন; যিয়াদের মা সুমাইয়্যা ছিলো হারিছ বিন কালদহর ক্রীতদাসী। তার ঐরসে সুমাইয়্যার গর্ভে হযরত আবু বাকরাহ (রঃ)-এর জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর সে তাকে নিজের আযাদকৃত গোলামের সাথে বিয়ে দেয়। সে সময় সুমাইয়্যার গর্ভে যিয়াদ জন্মগ্রহণ করেন। ('ঘটনা এই যে') কোন কার্যোপলক্ষ্যে আবু সুফিয়ান একবার তায়েফ গেলেন। সেখানে জাহেলিয়াতের কোন এক বিবাহ পদ্ধতিতে সুমাইয়্যার সাথে মিলিত হলেন। পরে সুফিয়ানের জন্ম হলে সুমাইয়্যা তাকে আবু সুফিয়ানের ঐরসজাত বলে ঘোষণা করেন এবং আবু সুফিয়ান গোপনীয়তা রক্ষার্থে তা স্বীকার করে নেন। (৩'খণ্ড ১৪'পৃষ্ঠা')
- \-
- "ইবনে খালদুন আরো লিখেন; হযরত আলীর শাহাদাতের পর যিয়াদ হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর সাথে সমঝোতায় উপনীত হন। যিয়াদের নির্দেশে মুছকালা বিন হোবায়রা তখন মুয়াবিয়াকে যিয়াদের ঘটনা আদ্যোপান্ত অবহিত করেন। ('সব ঘটনা শুনে') যিয়াদকে তিনি নসবের স্বীকৃতি প্রধানের মাধ্যমে আনুগত্য করার সিদ্ধান্ত নেন। (৩'খণ্ড ৩৫'পৃষ্ঠা')
- \-
- "ইবনুল কাছীর বলেন; জাহেলিয়াতের যুগে কয়েক পদ্ধতিতে বিবাহ প্রথা চালু ছিল। যেমন- এক নারীর সাথে একাধিক পুরুষ মিলিত হতো, প্রসবের পর 'মা' সন্তানকে যার ঐরসজাত বলে ঘোষণা দিতো, সে তার সন্তান বলেই স্বীকৃতি লাভ করতো। ইসলাম পরবর্তীতে এ-ধরণের বিবাহ-প্রথা হারাম বলে ঘোষণা করলেও জাহেলী যুগের প্রচলিত বিবাহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সকল নসবই ইসলাম বৈধ বলে স্বীকার করে নিয়েছে। নসবের ব্যাপারে উভয় যুগের বিবাহে কোন পার্থক্য করেননি। ('আল কালিম ৩'খণ্ড ১৭৬'পৃষ্ঠা')
- \-
- "সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস- হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন; ৪৪'হিজরীতে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) যিয়াদকে ঐরসভুক্তি অনুমোদন করেন। আর যিয়াদের পক্ষে দশজন ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। ('তারপর সাক্ষীদের নাম উল্লেখ করে, ইবনে হাজার বলেন') মুনযির বিন যোবায়ের তার সাক্ষ্যে বলেন; আমি নিজে হযরত আলীকে বলতে শুনেছি যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আবু সুফিয়ান এধরণের কথা বলেছিলেন। সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনার পর এক খোতবায় হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) যিয়াদকে ঐরসভুক্তি অনুমোদন করলেন। যিয়াদ তখন ('নিজের প্রতিক্রিয়া প্রশংসা করে') বললেন; এরা যা বলছে, তা সত্য হলে আলহামদুলিল্লাহ! আর মিথ্যা হলে আমার ও আল্লাহর মাঝে এদেরকে আমি জিম্মাদার বানালাম। ('আল ইছবাহ ১'খণ্ড ১৬৩'পৃষ্ঠা')
- \-

- "ইতিহাসের পাতায় পাতায় হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর এ তেজোদ্দীপ্ত শপথ ঘোষণা দেয়ার পরও কোন হৃদয়ে মওদূদী সাহেব বললেন; যিয়াদ বিন সুমাইয়্যার ঐরসভুক্তি অনুমোদনের বেলায়ও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) রাজনৈতিক স্বার্থে শরীয়তের এক স্বীকৃত বিধান লঙ্ঘন করেছেন। মুহূর্তের জন্যও তার হৃদয় কেঁপে উঠলো না, কলম থমকে গেলো না!
- _
- "পরবর্তীকালে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সমালোচকদের অনেকেই হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর খিদমতে হাজির হয়ে লজ্জা ও অনুতাপ প্রকাশ করেছেন। আর ধৈর্য ও সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হাসিমুখে তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ('আল ইসতী'আব ১'খণ্ড ৫৫১-৫৫ এবং তাবারী ৪'খণ্ড ১৬৩'পৃষ্ঠা')
- _
- "আশ্চর্য! তের'শ বছর পর এক পণ্ডিত-গবেষকের কলমের এক খোঁচায় যিয়াদ বিন সুমাইয়্যাকে হারামজাদা বানিয়ে ছাড়লেন। অতচ হযরত মুয়াবিয়ার সমসাময়িক সমালোচকদের একজনও এ সে কথা বলেন'নি। বরং তাদের সবার বক্তব্য এই ছিল যে, দাসী সুমাইয়্যার সাথে হযরত আবু সুফিয়ানের সহবাসই হয়নি।
- --

- "এবার আসুন আমরা দেখে আসি 'সাহাবীদের দৃষ্টিতে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কিরকম ছিলেন।

- "হযরত উমর (রাঃ) বলেন; হে লোক'সকল! আমার মৃত্যুর পর দলাদলি ও কোন্দল এড়িয়ে চলবে। যদি তা না'করো, তবে মনে রেখো; সিরিয়ায় কিন্তু 'মুয়াবিয়া' রয়েছে। সে তোমাদের অবশ্যই শায়েস্তা করবে। ('আল ইছবাহ ৩'খণ্ড ৪১৪'পৃষ্ঠা')
- _
- "আল্লামা ইবনে হাজার বলেন; সিফফিনের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আপন অনুগামীদের লক্ষ্য করে হযরত আলী (রাঃ) বলেছিলেন; হে লোক সকল! মুয়াবিয়ার শাসনকে তোমরা না-পছন্দ করো না। কেননা তাকে যেদিন হারাবে সেদিন দেখবে, ধড় তেকে মুণ্ডুগুলো হানযাল ফলের মতো কেটে কেটে পড়ে যাচ্ছে। ('আল বিদায়া ৮'খণ্ড ১৩১'পৃষ্ঠা')
- _
- "যারা আমার সাহাবা ও আহেল বাইত'কে গালমন্দ করে, তাদের প্রতি আল্লহর অভিশাপ। ('আল বিদায়া ৮'খণ্ড ১৩৯'পৃষ্ঠা')
- _
- _"বিঃদ্রঃ- হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) ছিলেন; খুবী স্মিত ও স্নিগ্ধ স্বভাবের অধিকারী। যেকোনো সাধারণ লোকও নির্ভয়ে তার সাথে কথা বলতো এবং আবদার-অভিযোগ পেশ করতো। সম্ভব হলে তিনি সেগুলো পূরণ করে দিতেন, আর সম্ভব না'হলে খুবী কুমলভাবে এড়িয়ে যেতেন।

- "একবার উনাকে প্রশ্ন করা হলো যে, আপনি খুব দ্রুত বার্ধক্যে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন! উত্তরে তিনি বলেন; কেন নয়? আমার অবস্থা এই যে, মূর্খের দল একের পর এক ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপ করছে। সন্তোষজনক জবাব দিলেও কেউ তাতে কর্ণপাত করে না। কিন্তু মানুষ হিসেবে কখনো কোন ভুল করে বসলে, মুহূর্তে তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ('আল বিদায়া ৮'খণ্ড ১৪১'পৃষ্ঠা')
- "এরকম একজন সাহাবীকে আমরা গালমন্দ করতেও আমাদের দ্বিধাবোধ করেনা। মুহূর্তের জন্য একবার চিন্তাও করিনা যে, রাসুল (সঃ)-এর সাহাবীর গালি কালি লেপন দিচ্ছি। তার পরিণাম কি ভয়াবহ হবে??
- "মহাম আল্লাহ যেনো আমাদের এইসব চরমপন্থিদের তেকে দূরে রাখেন। আমীন।
- _"*লেখাটি কপি-শেয়ার বা ম্যানশন করে দ্বীনি ভাইদের কাছে ছড়িয়ে দিন,, জাযাকাল্লাহ খাইরান।.....*✍

-
- "গত কিছুদিন আগে রাজতন্ত্র নিয়ে জবাব দিয়ে একটি পোস্ট করেছিলাম। সেখানে আমাদের জামায়াতী ভাইয়েরা এমন ক্ষেপা ছিল! মুয়াবিয়া (রাঃ)-কে গালিগালাজ শুরু করলো। অথচ হালাল জিনিসকে জোর করে হারাম মনে করেতে যেয়ে মুয়াবিয়া রাঃ এর মতো ওহির কাতেব জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত একজন সাহাবিকে গালাগাল করার অাগে নিজেদের ঈমান নিয়ে কেউ চিন্তা করলেন না! মওদুদি হয়ে গেলো ওহি লেখক মুয়াবিয়া রাঃ থেকে বেশি অাপন ও বিশ্বস্ত! কিভাবে সম্ভব! কেউ কি ঘুনাক্ষরেও চিন্তা করেছেন, মওদুদি অাপনাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?
-
- "ভাবলাম এরা মওদূদী সাহেবের 'বই' পড়ে এতোই গুমরাহ হয়েছে, একজন সাহাবীকেও গালিগালাজ করতে তাদের দ্বিধাবোধ করেনি। তাই তাদের মুখোশ উন্মোচন করার জন্যই আমার পোস্ট।
- ___"মওদূদী সাহেবের মিথ্যাচার নিম্নরূপঃ-
- "গণীমতের অর্থ আত্মসাৎ

- _"মাওলানা মওদূদীকে আল্লাহ পাক মাফ করুন , উপরের গুরুতর অভিযোগ প্রসংগে তিনি লিখেছেন— "গণীমতের মাল তকসীমের ক্ষেত্রেও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কুর'আন সুন্নাহর সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ করেছেন । শরীয়তের নির্দেশ মুতাবেক মালে গণীমতের এক পঞ্চমাংশ জমা হবে বাইতুল মালে এবং অবশিষ্ট মাল তকসীম হবে মুজাহিদদের মাঝে। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া গণীমতলব্ধ সোনা-চাঁদি তার জন্য পৃথক রেখে অবশিষ্ট মাল শরীয়ত মুতাবেক তকসীম করার নির্দেশ জারী করলেন"
- _
- "এ অভিযোগ সমর্থনে মাওলানা সাহেব মোট ৫'টি উৎসগ্রন্থের বরাত টেনেছেন। তারমধ্যে পঞ্চমটি হলো আল বিদায়া আল নিহায়া ('খঃ ৮ পৃ ২৯')
- _
- "এখানে আমরা আল বিদায়ার মূল উদ্ধৃতি তুলে ধরছি— "এ বছরই যিয়াদের নির্দেশে তার অধীনস্থ হযরত হাকাম বিন আমর খোরাসানের 'জাবাল আল আসল' অঞ্চলে জিহাদ পরিচালনা করলেন। তাতে বিপুল শত্রু নিহত হলো এবং বিপুল সম্পদ হস্তগত হলো। যিয়াদ তখন হযরত হাকাম বিন আমরকে লিখে জানালেন, 'আমীরুল মুমিনীনের চিঠি এসেছে, যেনো যাবতীয় সোনা-চাঁদি তার জন্য আলাদা রেখে দেয়া হয়। এগুলো বাইতুল মালে জমা হবে" উত্তরে হযরত হাকাম বিন আমর লিখে পাঠালেন। "আমীরুল মুমিনীনের চেয়ে আল্লাহর নির্দেশই বড়। আল্লাহর কসম! আসমান যমিন যদি কারো দুশমন হয়ে যায়; আর সে শুধু আল্লাহকেই ভয় করে তাহলে তার জন্য আল্লাহ কোন না কোন উপায় অবশ্যই করে দেবেন, অতঃপর সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়ে তিনি বললেন; "গণীমতের মাল তোমরা তকসীম করে ফেলো।,,
- _
- "মোটকথা; হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর নামে যিয়াদ তাঁর কাছে যে, নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন তিনি তা অগ্রাহ্য করে শরীয়তের নির্দেশ মুতাবেক গণীমতের এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মালের জন্য রেখে বাকিটা মুজাহিদদের মাঝে তকসীম করে দিলেন। এখানে মাওলানা মওদূদী কতটা বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন সে বিচার ভার রইলো পাঠকের হাতে।
- _
- "আমরা শুধু আল- বিদায়ার উদ্ধৃতি ও মাওলানার বক্তব্যের মাঝে অত্যন্ত নগ্নভাবে যে কয়টি পার্থক্য ধরা পড়ে তা তুলে ধরছি; আল-বিদায়ার মতে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) নিজের জন্য নয়, বরং বাইতুল মালের জন্যেই এ নির্দেশ জারী করেছিলেন।
- _
- "হাফেয ইবনে কাছীর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন— এই গণীমতের যাবতীয় সোনা চাঁদি বাইতুল মালে জমা করা হবে। অথচ ইবনে কাছীরের বরাত টেনেই মাওলানা হুজুর লিখেছেন— "হযরত মুয়াবিয়া গণীমতের সোনা-চাঁদি তার নিজের জন্য পৃথক করে রাখার নির্দেশ জারী করলেন।"
- _
- "আমরা সত্যি হতবুদ্ধি ; এ ধরনের নগ্ন গরমিলের কী ব্যাখ্যা হতে পারে? সংযত ভাষায় শুধু বলা যায়, 'গবেষণা' এমন অসতর্ক মানুষের জন্য নয়। মওদূদী সাহেবের বক্তব্য থেকে মনে হয়, প্রদত্ত বরাতগ্রন্থগুলোতে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ কোন নির্দেশ দেখেই বুঝি তিনি এমন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনেছেন। অথচ আল- বিদায়াসহ কোথাও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর প্রত্যক্ষ নির্দেশের কোন উল্লেখ নেই।
- _
- "ইতিহাস আমাদের শুধু এইটুকু বলে যে, যিয়াদ তার অধীনস্থকে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর নাম ব্যবহার করে নির্দেশ পাঠিয়েছিলো । সত্যি সত্যি এ বিষয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর কোন নির্দেশ ছিলো কি না? সে নির্দেশের ভাষা কী ছিলো? উদ্দেশ্যই বা কী ছিলো? সে সম্পর্কে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব।
- _
- "তর্কের খাতিরে না'হয় মেনে নেয়া গেলো; হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হয়ত কোন নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন এবং যিয়াদও সে নির্দেশের শব্দ, ভাষা ও উদ্দেশ্য অনুসরণের ক্ষেত্রে পূর্ণ সততা রক্ষা করেছিলো। কিন্তু তারপরও এমন তো হতে পারে যে , বাইতুল মালে তখন সোনা-চাঁদির ঘাটতি ছিলো এবং কোন সূত্রে 'আমীরুল মুমিনীন জানতে পেরেছিলেন যে, উক্ত জিহাদের সোনা-চাঁদি মোট গণীমতের এক পঞ্চমাংশের অধিক নয়; তাই তিনি বাইতুল মালের ঘাটতি পূরণের জন্য অন্যান্য সামগ্রীর পরিবর্তে শুধু সোনা-চাঁদি পাঠানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।
- _
- "পক্ষান্তরে হযরত হাকাম বিন আমরের ক্ষোভ প্রকাশের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, প্রকৃতপক্ষে উক্ত গণীমতের সোনা-চাঁদি এক পঞ্চমাংশের অধিক ছিলো। ফলে যিয়াদের মাধ্যমে প্রাপ্ত উক্ত নির্দেশ তাঁর কাছে কিতাবুল্লাহর পরিপন্থি মনে হয়েছিলো।
- _
- "মোটকথা; এ অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে ঐতিহাসিক বর্ণনার গ্রহণযোগ্য অনেক ব্যাখ্যা হতে পারে। এবার আপনি নিজেই বুকে হাত দিয়ে বলুন; আজ তেরশ বছর পর ইতিহাসের নীরবতা উপেক্ষা করে এবং যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পাশ কাটিয়ে কেন আমরা সাহাবা-চরিত্রে এমন জঘণ্য কলংক লেপন করতে যাই?
- _

- "সর্বোপরি এটা ছিলো বিশেষ এক ক্ষেত্রে আমীরুল মুমিনীনের সাময়িক নির্দেশ মাত্র। অথচ মওদূদী সাহেবের মন্তব্য পড়ে মনে হবে; বুঝি বা এটা জিহাদ ও গণীমত বিষয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর নীতিনির্ধারণী নির্দেশ। আর তাই মাওলানা মন্তব্য ছুঁড়েছেন যে, গণীমতের মাল তকসীমের ক্ষেত্রেও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কুর'আন সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করে ধর্মহীন রাজনীতির গোড়াপত্তন করেছেন।
- –
- "মওদুদী সাহেবের সর্বশেষ ত্রুটি এই যে, হযরত মুয়াবিয়ার নামযুক্ত নির্দেশটি তিনি উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু সে নির্দেশ পালিত হয়েছিলো কি না সে কথা তিনি বেমালুম চেপে গেছেন। অথচ একই বর্ণনার শেষাংশে হাফেয ইবনে কাছীর সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন— "হযরত মুয়াবিয়ার নামযুক্ত নির্দেশের ব্যাপারে তিনি যিয়াদকে অমান্য করলেন"
-
- দেখুনঃ ইবনে কাছীর বলেছেন, হযরত হাকাম যিয়াদকে অমান্য করেছেন। মুয়াবিয়া (রাঃ)-কে অমান্য করেছেন—এ কথা তিনি বলেননি । ইবনে কাছীর কেন এমনটি করলেন? মাওলানা মওদূদীও কি এই বুদ্ধিবৃত্তিক সততাটুকু দেখাতে পারতেন না?
- --
- "দিয়তের অর্থ আত্মসাৎ
- -"এই অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য মাওলানা মওদূদী সাহেব লিখেছেন— "হাফেয ইবনে কাছির বলেন; দিয়তের ক্ষেত্রেও হযরত মুয়াবিয়া সুন্নতে হস্তক্ষেপ করেছেন। সুন্নত মোতাবেক চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের ('যিম্মির') দিয়ত বা রক্তপণ মুসলমানের বরাবর হওয়ার কথা। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া তা অর্ধেকে নামিয়ে এনে বাকি অর্ধেক নিজেই নেয়া শুরু করলেন। ('পৃঃ ১৭৩-১৭৪')
- –
- "আল বিদায়ার মূল উদ্ধৃতি দেখুন— "একই সূত্রে ইমাম যুহরীর বক্তব্য আমরা পেয়েছি যে, সুন্নত ছিলো এই চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের দিয়ত মুসলমানের বরাবর হবে। হযরত মুয়াবিয়াই প্রথম ব্যক্তি যিনি তা অর্ধেকে হ্রাস করে বাকি অর্ধেক নিজের জন্য নেয়া শুরু করলেন। (৮'খণ্ড পৃঃ ১৩৯)
- –
- "শুরুতেই আমাদের দুইটি সংশোধনী দিতে হচ্ছে। প্রথমতঃ "দিয়তের ক্ষেত্রেও হযরত মুয়াবিয়া সুন্নতে হস্তক্ষেপ করেছেন! এ বাক্যটা মাওলানা সাহেবের নিজস্ব সংযোজন। ইবনে কাছীর বা ইমাম যুহরী কেউ এ কথা বলেননি। ('তাহলে কেন উনি নিজের মনগড়া কথা ডুকালেন?')
- –
- "দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ মন্তব্যটা ইবনে কাছীরের নয়; বরং ইমাম যুহরীর বরাত দিয়ে তিনি তা বর্ণনা করেছেন মাত্র। অথচ মওদূদী সাহেব এটাকে ইবনে কাছীরের মন্তব্যরূপে বিবৃত করেছেন। সম্ভবতঃ এটা বুদ্ধিবৃত্তিক সততার পরিপন্থি, যা কোন দায়িত্বশীল গবেষকের পক্ষে শোভনীয় নয়।
- –
- "যাই হোক, মওদূদী সাহেব ইমাম যুহরীর শেষোক্ত বাক্যের তরজমা করেছেন— আর বাকিটা তিনি নিজেই নেয়া শুরু করলেন। কিন্তু তিনি যদি দয়া করে যে কোন প্রামাণ্য হাদীসগ্রন্থ খুলে দেখার কষ্টটুকু স্বীকার করতেন তাহলে এ ধরনের সহজ ভ্রান্তির শিকার তিনি হতেন না এবং আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীর বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের মত সংগীন অভিযোগ উত্থাপনেরও প্রয়োজন দেখা দিত না। কিন্তু তিনি তা করেন নি।
- –
- "দেখুন ; বায়হাকী শরীফে ইমাম যুহরীর বর্ণনায় এভাবে এসেছে— ''বাকি অর্ধেক তিনি বাইতুল মালে জমা করলেন'' ('খঃ ৮ পৃঃ ১০২ - প্রকাশক দাইরাতুল মায়ারিফ, উসমানিয়া, হায়দরাবাদ') সুতরাং "অর্থ নিজের জন্য নেয়া শুরু করলেন" কথাটার অর্থ হলো; তিনি তাঁর দায়িত্বে অর্পিত বাইতুল মালের জন্যে নেয়া শুরু করলেন , ব্যক্তিগত খরচের জন্য নয়।
- –
- "হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কারণ এই যে, এ বিষয়ে দুই ধরনের হাদীস আছে। ফলে সাহবাদের মাঝেও বিষয়টি বিরোধপূর্ণ ছিলো। এক হাদীসে বলা হয়েছে— "কাফিরের দিয়ত হবে মুসলমানের দিয়তের অর্ধেক" ('মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ') - এ হাদীসের আলোকে হযরত উমর বিন আবদুল আযীয ও ইমাম মালিক অমুসলিম যিম্মির দিয়ত মুসলিম দিয়তের অর্ধেক বলে মত প্রকাশ করেছেন। ('নায়লুল আওতার, বিদায়াতুল মুজতাহিদ')
- –
- "পক্ষান্তরে হযরত ইবনে উমর— বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইরশাদ হচ্ছে— "যিম্মির দিয়ত মুসলিম দিয়তের অনুরুপ" ('বায়হাকী খঃ ৮ পৃঃ ১০২')
- –
- "এ হাদীসের সূত্র ধরেই ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম সুফিয়ান সাওরী যিম্মী – মুসলিম উভয় ক্ষেত্রে অভিন্ন দিয়তের পক্ষে রায় দিয়েছেন। ('নায়লুল আখতার খঃ'৭ পৃঃ ৬৫')

- _
- "কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) উভয় হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে নিজস্ব ইজতিহাদ প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত নিলেন, এখন থেকে অর্ধেক দিয়ত নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী পাবে; বাকি অর্ধেক জমা হবে বাইতুল মালে। এ সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি নিজেই বলেছেন— "নিহত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়রা যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তেমনি ('যিযিয়া কর থেকে বঞ্চিত হয়ে') বাইতুল মালও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সুতরাং দিয়তের অর্ধেক ('পঁচিশ দীনার') উত্তরাধিকারীদের দিয়ে বাকি অর্ধেক বাইতুল মালে জমা করো। ('বাইহাকী খঃ ৮ / ১০২')
- _
- "প্রমাণ ও যুক্তির ভিত্তিতে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর সাথে ভিন্নমত পোষণের অধিকার একজন মুজতাহিদের অবশ্যই আছে। কিন্তু নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে; যে প্রশংসনীয় সূক্ষ্মধর্মিতার সাথে বিপরীত দুইটি হাদীসের মাঝে তিনি সমন্বয় সাধন করেছেন তা হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞারই পরিচায়ক।
- _
- "অথচ এই অনুপম ইজতিহাদকেই মওদূদী সাহেব হারাম-হালালের তফাত ও আইনের শাসন বিলুপ্ত করার
- 'পলিসি' প্রমাণের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম নৌবহর- নির্মাতা সাহাবীর ভাগ্যে আজ তেরশ বছর বাদে এ পুরস্কারই জুটলো মুসলিম জাহানের "স্বনামধন্য" এই "গবেষকের" হাতে।
- _
- "এখানে আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো যে , ইমাম যুহরী হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কেই দিয়তের বিধানে পরিবর্তনসাধনকারী রূপে চিহ্নিত করেছেন বটে, কিন্তু তার সাথে ভিন্নমত পোষণের যথেষ্ঠ অবকাশ রয়েছে। দুইটি বিপরীতমুখী হাদীসের আলোচনা তো এইমাত্র হলো। হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত উসমান (রাঃ) সম্পর্কেও পরস্পরবিরোধী বর্ণনা রয়েছে। এমনকি কোন কোন রিওয়ায়েত মতে তাঁদের আমলে যিম্মির দিয়ত ছিলো মুসলিম দিয়তের এক- তৃতীয়াংশ মাত্র। এ জন্যই ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) অনুরূপ মত গ্রহণ করেছেন।
- --
- "মুয়াবিয়া'কে বিদ'আতী সাব্যস্ত করা,,
- _*"আইনের শাসন বিলোপ'*
- শিরোনামে মাওলানা মওদূদী সাহেব লিখেছেন— 'এই বাদশাহদের রাজনীতি দ্বীনের অনুগত ছিলো না এবং হালাল-হারামের কোন তমিজ ছিল না। রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বৈধাবৈধ সব পন্থাই তারা অবলম্বন
- করতেন।
- _
- "বিভিন্ন উমাইয়া খলীফার শাসনকালে আইনের প্রতি আনুগত্যের স্বরূপ কী ছিল এখানে আমরা তা আলোচনা করবো। 'বস্তুতঃ হযরত মুয়াবিয়ার শাসনামলেই এ 'পলিসের' সূত্রপাত ঘটেছিল। এই দাবীর স্বপক্ষে মওদূদী সাহেব মোট ছয়টি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।
- _
- "প্রথম ঘটনা সম্পর্কে তার ভাষ্য— 'ইমাম যুহরী বর্ণনা করেন— 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
- সাল্লাম' ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত ('শরীয়তি-বিধান') মোতাবেক কাফির ও মুসলমান পরস্পরের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী হতে পারতো না। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া কাফিরকে মুসলমানের উত্তরাধিকারী না'করলেও মুসলমানকে কাফিরের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করলেন। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয খলিফা হয়ে এ 'বিদ'আত' বিলুপ্ত করলেন।
- _
- "কিন্তু হিশাম বিন আবদুল মালিক খলীফা হয়ে নিজেদের খান্দানী প্রথা পুনরুজ্জীবিত করলেন। এ অভিযোগের স্বপক্ষে তিনি ইতিহাস শাস্ত্রের উৎসগ্রন্থ "আল- বিদায়া ওয়াল নিহায়া" এর বরাত দিয়েছেন।
- _
- "সুতরাং প্রথমে মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতি ভালভাবে লক্ষ্য করুন— "ঈমাম যুহরী বর্ণনা করেন; 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মুসলমান ও কাফির পরস্পরের উত্তরাধিকারী হতো না। পরে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কাফিরকে মুসলমানের উত্তরাধিকারী না করলেও মুসলমানকে কাফিরের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করলেন। পরবর্তী খলিফাগণ সে ধারা অব্যাহত রাখলেন, কিন্তু হযরত উমর বিন আবদুল আযীয খলিফা হয়ে পূর্ববর্তী 'সুন্নতটি' পুনর্বহাল করলেন।
- _"পরবর্তী খলীফা ইয়াযীদ বিন আবদুল মালিকও তার অনুসরণ করলেন। কিন্তু খলিফা হিশাম আবার পূর্ববর্তী
- খলীফাদের 'সুন্নত' গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ মুসলমানকে তিনি কাফিরের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করলেন। (আল-বিদায়া ওয়া নিহায়াহ খঃ ৯'পৃঃ ২৩২'পৃষ্ঠা')
- _

- "এবার আসল সুরতেহাল প্রত্যক্ষ করুন। মূলতঃ এটা হলো ফিকহশাস্ত্রের একটি বিরোধপূর্ণ মাসয়ালা। সাহাবাগণের মাঝেও এ বিষয়ে মতানৈক্য ছিলো।
- হানাফী মাযহাবের ফকীহ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী
- লিখেছেন— 'গরিষ্ঠসংখ্যক সাহাবার মতে মুসলমান কাফিরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। হানাফী উলামা ও
- ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এ মত গ্রহণ করেছেন। এটা হলো সূক্ষ কিয়াস। পক্ষান্তরে হযরত মুয়ায বিন জাবাল
- (রাঃ) ও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর মাযহাব মতে মুসলমান কাফিরের উত্তরাধিকার পাবে।
- –
- "সাধারণ কিয়াসের দাবী অবশ্য তাই। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইমাম মাসরূক, হাসান বসরী, মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া ও মুহাম্মদ বিন হোসায়ন প্রমুখ এ মতের অনুসারী। ('উমদাতুল কারী খঃ ১৩ পৃঃ ২৬০, অধ্যায়ঃ মুসলিম- কাফির উত্তরাধিকার')
- –
- "শাফেয়ী মাযহাবের হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) লিখেছেন— 'ইবনে আবী শায়বা হযরত আবদুল্লাহ
- বিন মা'কিলের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন; আর কোন সিদ্ধান্ত আমার কাছে হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ)-এ সিদ্ধান্ত থেকে উত্তম মনে হয় নি যে, আমরা আহলে কিতাবের উত্তরাধিকারী হবো, কিন্তু ওরা আমাদের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। যেমন ওদের নারীদের আমরা বিয়ে করতে পারি, অথচ ওরা তা পারে না। ইমাম ইসহাক এ মতের অনুসারী।
- –
- "হযরত মু'য়ায বিন জাবাল (রাঃ)- বর্ণিত এই হাদীসটি তাঁর ও হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) স্বপক্ষে এক মযবুত দলীল। "ইসলাম বৃদ্ধি করে, হ্রাস করে না। ('সুতরাং ইসলামের কারণে কেউ মীরাস থেকে বঞ্চিত হতে পারে না') ঈমাম আবূ দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আর ঈমাম হাকীম তা সহীহ বলে রায় দিয়েছেন। ('ফতহুল বারী, খঃ ১২ পৃঃ ৪১ অধ্যায়ঃ মুসলিম- কাফির
- উত্তরাধিকার')
- –
- "মওদূদী সাহেবের বর্ণনায় এমনকি সচেতন পাঠকও ভাবতে পারেন যে, এটা হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) একক সিদ্ধান্ত এবং ('আল্লাহ না করুন') ইজতিহাদের ভিত্তিতে নয়, বরং নিছক রাজনৈতিক স্বার্থে একটি বিদ'য়াত জারীর মাধ্যমে তিনি আইনের মর্যাদা লুণ্ঠিত করেছেন।
- –
- "অথচ এই মাত্র আপনি দেখে এলেন, এটি ফিকহশাস্ত্রের ইজতিহাদভিত্তিক একটি মাসয়ালা মাত্র। তদুপরি
- বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মু'য়ায বিন জাবালও (রাঃ) এ বিষয়ে একমত পোষণ করতেন। আর তাঁর সম্পর্কে
- আল্লাহর রাসূলের ('সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম') ইরশাদ হলো— 'হালাল- হারামের ব্যাপারে সাহাবাদের মাঝে মু'য়ায বিন জাবাল বেশী জানেন।" ('তিরমিযী, মিশকাত, বাবুল মানাকিব')
- –
- "তদ্রুপ এ মত পোষণকারীদের দীর্ঘ তালিকায় রয়েছেন ইমাম মাসরূক, ঈমাম হাসান বসরী, ঈমাম ইবরাহীম নাখয়ী, ঈমাম মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া ও ইমাম মুহাম্মদ বিন আলী বিন হোসায়নের মত বিশিষ্ট তাবেয়ী। সর্বোপরি তাদের ইজতিহাদের ভিত্তি হচ্ছে একটি সহীহ হাদীস। এটা ঠিক যে, পরবর্তী যুগের ফকীহগণ
- হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। আমরাও ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে এ সিদ্ধান্তের পক্ষে
- নই। তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর ইজতিহাদকে বিদ'য়াত বলার অধিকার নেই কোন ভদ্রলোকের। অধিকার নেই এমন ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপনের যে, হালাল- হারামের তফাত মিটিয়ে
- দিয়ে ধর্মহীন রাজনীতির ' পলিসি ' তিনি গ্রহণ করেছিলেন।
- –
- "হযরত আলী (রাঃ) এর সাথে রাজনৈতিক মতানৈক্যের 'অপরাধে' আল্লাহর রাসূলের ('সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম') প্রিয় সাহাবীকে ইজতিহাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার যে শাস্তি মওদূদী সাহেব দিলেন! তার
- যৌক্তিকতা হযম করা আমাদের মত উম্মী লোকের পক্ষে সত্যি সম্ভব নয়।
- –
- "মওদূদী সাহেবের হয়তো জানা নেই যে, সাহাবী মুয়াবিয়া (রাঃ) যেমন সুদক্ষ শাসক ছিলেন তেমনি ফকীহ ও উচ্চস্তরের মুজতাহিদও ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস
- (রাঃ) কিন্তু তা জানতেন।
- –

- "বুখারী শরীফ কি বলে দেখুন— 'হযরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করা হলো; আমীরুল মু'মিনীন মুয়াবিয়া (রাঃ) এক রাকায়াত বিতর পড়ে থাকেন। এ
- সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? উত্তরে তিনি বললেন; ঠিকই করেছেন। তিনি তো একজন ফকীহ। ('বুখারী শরীফ')
- _"মজার ব্যাপার এই যে, মওদূদী সাহেব যার মন্তব্যের ধনুক দিয়ে তীর ছুড়েছেন, সেই ঈমাম যুহরীও কিন্তু
- হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর সিদ্ধান্তকে ('তিনি নিজে ভিন্নমত পোষণ করা সত্ত্বেও') "বিদ'য়াত" বলেননি।
- "তিনি বলেছেন— 'হযরত উমর বিন আবদুল আযীয খলিফা হয়ে পূর্ববর্তী সুন্নত পুনর্বহাল করলেন। এখানে "পূর্ববর্তী সুন্নত" কথাটি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে,
- হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরবর্তী সিদ্ধান্তটিও সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত।
- "হযরত উমর বিন আবদুল আযীয খলীফা হয়ে পরবর্তী সুন্নতের স্থলে পূর্ববর্তী সুন্নত পুনর্বহাল করেছিলেন মাত্র। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়; মাওলানা মওদূদীর মতো
- দায়িত্বশীল লেখক উপরোক্ত বাক্যের তরজমা করেছেন— "হযরত উমর বিন আবদুল আযীয খলীফা হয়ে এ "বিদ'য়াত" খতম করলেন। " ('পৃঃ ১৭৩')
- _"এতবড় 'ভুল' কি কারো ইচ্ছার অগোচরে হতে পারে? শুধু বলতে চাই; আমরা মর্মাহত।
- ____
- "হযরত আলী (রাঃ)-কে গালমন্দ করা,,
- _"আইনের শাসন ভূলুণ্ঠিত শিরনামে' মওদূদী সাহেব বলছেন; আরো ঘৃণ্য একটি বিদ'আত মুয়াবিয়ার শাসনকালে শুরু হয়েছে। তিনি স্বয়ং এবং তার নির্দেশে সকল আঞ্চলিক প্রশাসক মসজিদের মিম্বরে বসে জুম'আর খোতবায় হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে গালমন্দের ঝড় বইয়ে দিতেন। এমনকি মসজিদে নববীতে রাসুল (সঃ)-এর মিম্বরে বসে রওজা শরিফ'কে সামনে রেখে তারই প্রিয়তম পাত্রকে গালিগালাজ করা হতো।
- _"এখানে মওদূদী সাহেব বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সাথেই আল্লাহর রাসুল (সঃ)-এর সাহাবীর বিরুদ্ধে তার কলমের কারিশমার দেখিয়েছেন। আমাদের কলম কিন্তু কথাগুলো এখানে উদ্ধৃত করতে দিয়ে লজ্জায় অনুশোচনায় বার বার থমকে যাচ্ছিলো। তবুও একান্ত অনন্যোপায় হয়েই আমাদেরকে তা করতে হয়েছে।
- _"অভিযোগ প্রমাণের জন্য তিনি 'তাবাতী ও আল বিদায়া' গ্রন্থের আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু সবকটি বরাতগ্রন্থ ঘাটাঘাটি করে এরকম কোনো তথ্যের খোঁজ আমরা পাইনি।
- _"মওদূদী সাহেবের এই অসত্য ভাষণের লজ্জা থেকে বাঁচানোর কোনো উপায় আমাদের নাগালে আসেনি। এমনকি শীয়া ঐতিহাসিকদের বর্ণনাবলোতেও তাকে খুশী করার জন্য এমন কোন মশলা খোঁজে পাওয়া যায়নি।
- _
- "অতচ এধরণের কোনো ঘটনা আদৌ ঘটে থাকলে শীয়া ঐতিহাসিকরা যে ছেঁটে কথা বলবে'না সে-তো বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে এমন অনেক বর্ণনা আমাদের দৃষ্টিপথে এসেছে, যাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে যে, তুমুল রাজনৈতিক ও সামরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকা সত্ত্বেও হযরত আলী (রাঃ)-এর মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর ছিলো সুগভীর শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা।
- _
- "নিম্নরূপ কয়েকটি উদাহরণঃ-
- "জীবনের শেষ খোতবায় হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) ঘোষণা করেছিলেন; তোমরা দেখো, আমার পূর্ববর্তীগন যেমন আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন, তেমনি আমার পরবর্তী আমার চেয়ে উত্তম হবেন না। ('ইবনু আছিরকৃত আল কালিম ২'খণ্ড ৪'পৃষ্ঠা')
- _
- "হাফেজ ইবনে কাছীর বলেন- হযরত আলী (রাঃ) এর শাহাদাতের খবর শুনে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তখন তাঁর স্ত্রী বললেন; আপনি কাঁদছেন কেন! অতচ তাঁর সাথে তোমার লড়াই ছিল। মুয়াবিয়া (রাঃ) বললেন; ঘোড়ামুখী! তুমি জানো'না মহত্ব ফিক্বাহ ও ইলমের কী অমূল্য ধন মানুষ হারালো। ('আল বিদায়া ৮'খণ্ড ১৩০'পৃষ্ঠা')
- _
- "দেখুন- এখানে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর স্ত্রী লড়াইয়ের প্রসঙ্গ আনলেও একথা বলেননি যে, বেচে থাকতে তার বিরুদ্ধে গালমন্দের ঝড় বইয়ে দিতেন! আর এখন কান্নার ঝড় বইয়ে দিচ্ছেন।
- _
- "ঈমাম আহমদ বলেন; হযরত বিছর বিন আরতাত (রাঃ) একবার হযরত মুয়াবিয়া ও হযরত যায়দ বিন উমর ইবনুল খাত্তাবের উপস্থিতিতেই হযরত আলীকে মন্দ বললেন। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) তখন তাকে তিরস্কার করে বললেন; আলীকে তুমি গালমন্দ করছো, অতচ তিনি এর দাদা হন। ('তাবারী ৪'খণ্ড ২৪৮'পৃষ্ঠা- প্রকাশ কায়রো')
- _

- "হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর মজলিশে একবার হযরত আলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা হলে, তখন তিনি ('মুয়াবিয়া') বলেন; আবুল হাসান- হযরত আলীকে আল্লাহ রহম করুণ। সত্যিই তিনি এমন ছিলেন। ('ইসতী'আব ৩'খণ্ড ৪৩-৪৪'পৃষ্ঠা - প্রকাশ কায়রো')
- _
- "আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহঃ).আরো চমৎকার তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন; ফিক্বাহ'সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান চেয়ে হযরত মুয়াবিয়া হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে পত্র যোগাযোগ করতেন। তাই তার সাহাদাতের খবর পেয়ে শোকাহত 'মুয়াবিয়া' (রাঃ) বলেন; আবু তালিব-পুত্রের মৃত্যুতে ইলম ও ফিক্বহের মৃত্যু হলো। ('ইসতী'আব ৪৫'পৃষ্ঠা')
- _
- "মোটকথা; ইতিহাস ও হাদিসশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থগুলোতে এ-ধরনের অসংখ্য বর্ণনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মাওলানা মওদূদী সাহেবের তীক্ষ্ণ নজর ফাঁকি দিয়ে সেগুলো লুকিয়ে ছিলো, তা ভাবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আল্লাহ মালুম; কোন হৃদয়ে, কোন সাহসে একজন মজলুম সাহাবীর বিরুদ্ধে এমন মারমুখী ও খড়গহস্ত হতে পারলেন তিনি।
- _
- "আলী (রাঃ)-কে গালমন্দের অভিযোগে মওদূদী সাহেবের উদ্ধৃতিতে 'তাবারীর মূল ভাষ্য দেখে আসি। "হযরত মুগীরা উঠে দাঁড়ালেন এবং বরাবরের মতো এবারো 'আলী ও উসমান' সম্পর্কে বললেন; হে আল্লাহ! হযরত উসমান বিন আফফফান'কে রহম করুন, ক্ষমা করুন। তাঁর উত্তম কর্মের বিনিময় দান করুন। কেননা তিনি কোরান ও সুন্নাহ মুতাবেক আমল করতেন। এমনকি আমাদের রক্ত বাঁচাতে মজলুম অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেছেন। হে আল্লাহ! তাঁর সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী, অনুরক্ত এবং কিসাসের দাবী উত্থাপনকারীদের রহম করুন। অতঃপর তিনি হযরত উসমান হত্যাকারীদের নামে ববদু'আ করলেন। ('তাবাবী ৪'খণ্ড ১৮৮'পৃষ্ঠা')
- _
- "অতঃপর মওদূদী সাহেব সিদ্ধান্ত দিলেন; সুতরাং দোষদুষ্ট বর্ণনাকারীদের যেসব রিওয়াতে ইবনে বার, আব্দুল বার, ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর ও ইবনে হাজার প্রমুখ নির্ভরযোগ্য উলামা নিজ-নিজ গ্রন্থে গ্রহণ করেছেন, সেগুলোকে রদ করার যুক্তিসংগত কোনো কারন নেই। ('২১৭-১৯'পৃষ্ঠা')
- _"তাহলে আমাদের ছোঁট একটি প্রশ্নঃ- ইতিহাস'সংক্রান্ত বর্ণনার সনদগত চুলচেরা বিশ্লেষণ ও পরিক্ষার প্রয়োজন যদি নাই থাকে, নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক'গণ প্রায় সকল বর্ণনার শুরুতে সদন যোগ করার খাটুনিটা কেন খাটলেন? এইসব ফালতু কাজটুকু না'করলেই কি হতোনা?
- ____
- "যিয়াদকে ভ্রাতৃমর্যাদা দান,,
- _
- "মাওলানা মওদূদী সাহেবের হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) ধর্মহীন রাজনীতি তথাকথিত যে পলিসি পবর্তন করেছিলেন! তার পঞ্চম প্রমাণ হলোঃ 'পিতৃপরিচয়হীন' যিয়াদ বিন সুনাইয়্যাকে ভ্রাতৃমর্যাদা দান।
- _
- "মওদূদী সাহেন বলেন; যিয়াদ বিন সুমাইয়্যাকে ভ্রাতৃমর্যাদা দানের মাধ্যমে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) রাজনৈতিক স্বার্থে শরীয়তের একটি সর্বস্বীকৃত বিধান লঙ্ঘন করেন।
- _
- "যে দুঃখজনক ভাষায় আলোচ্য ঘটনাটি মওদূদী সাহেব বিকৃত করেছেন, সে সম্পর্কে আমরা কোনো মন্তব্য করবো না। শুধু হৃদয় থেকে বেদনাময় রক্ত এবং চোখ থেকে অনুতাপের অশ্রু ঝরিয়ে প্রার্থনা করবো যে, মহান আল্লাহ যেনো তাঁর অবুঝ বান্দার কলমের কলঙ্ক মুছে দেন।
- _
- "এখানে আমরা মওদূদী সাহেবের দেয়া বরাতগ্রন্থের মূল উদ্ধৃতি তুলে ধরছিঃ- ইবনে খলদুন বলেন; যিয়াদের মা সুমাইয়্যা ছিলো হারিছ বিন কালদহর ক্রীতদাসী। তার ঐরসে সুমাইয়্যার গর্ভে হযরত আবু বাকরাহ (রঃ)-এর জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর সে তাকে নিজের আযাদকৃত গোলামের সাথে বিয়ে দেয়। সে সময় সুমাইয়্যার গর্ভে যিয়াদ জন্মগ্রহণ করেন। ('ঘটনা এই যে') কোন কার্যোপলক্ষ্যে আবু সুফিয়ান একবার তায়েফ গেলেন। সেখানে জাহেলিয়াতের কোন এক বিবাহ পদ্ধতিতে সুমাইয়্যার সাথে মিলিত হলেন। পরে সুফিয়ানের জন্ম হলে সুমাইয়্যা তাকে আবু সুফিয়ানের ঐরসজাত বলে ঘোষণা করেন এবং আবু সুফিয়ান গোপনীয়তা রক্ষার্থে তা স্বীকার করে নেন। (৩'খণ্ড ১৪'পৃষ্ঠা')
- _
- "ইবনে খালদুন আরো লিখেন; হযরত আলীর শাহাদাতের পর যিয়াদ হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর সাথে সমঝোতায় উপনীত হন। যিয়াদের নির্দেশে মুছকালা বিন হোবায়রা তখন মুয়াবিয়াকে যিয়াদের ঘটনা আদ্যোপান্ত অবহিত করেন। ('সব ঘটনা শুনে') যিয়াদকে তিনি নসবের স্বীকৃতি প্রধানের মাধ্যমে আনুগত্য করার সিদ্ধান্ত নেন। (৩'খণ্ড ৩৫'পৃষ্ঠা')
- _
- "ইবনুল কাছীর বলেন; জাহেলিয়াতের যুগে কয়েক পদ্ধতিতে বিবাহ প্রথা চালু ছিল। যেমন- এক নারীর সাথে একাধিক পুরুষ মিলিত হতো, প্রসবের পর 'মা' সন্তানকে যার ঐরসজাত বলে ঘোষণা দিতো, সে তার সন্তান বলেই স্বীকৃতি লাভ করতো। ইসলাম পরবর্তীতে এ-ধরণের

বিবাহ-প্রথা হারাম বলে ঘোষণা করলেও জাহেলী যুগের প্রচলিত বিবাহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সকল নসবই ইসলাম বৈধ বলে স্বীকার করে নিয়েছে। নসবের ব্যাপারে উভয় যুগের বিবাহে কোন পার্থক্য করেননি। ('আল কালিম ৩'খণ্ড ১৭৬'পৃষ্ঠা')

- _
- "সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস- হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন; ৪৪'হিজরীতে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) যিয়াদকে ঐরসভুক্তি অনুমোদন করেন। আর যিয়াদের পক্ষে দশজন ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। ('তারপর সাক্ষীদের নাম উল্লেখ করে, ইবনে হাজার বলেন') মুনযির বিন যোবায়ের তার সাক্ষ্যে বলেন; আমি নিজে হযরত আলীকে বলতে শুনেছি যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আবু সুফিয়ান এধরণের কথা বলেছিলেন। সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনার পর এক খোতবায় হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) যিয়াদকে ঐরসভুক্তি অনুমোদন করলেন। যিয়াদ তখন ('নিজের প্রতিক্রিয়া প্রশংসা করে') বললেন; এরা যা বলছে, তা সত্য হলে আলহামদুলিল্লাহ! আর মিথ্যা হলে আমার ও আল্লাহর মাঝে এদেরকে আমি জিম্মাদার বানালাম। ('আল ইছবাহ ১'খণ্ড ১৬৩'পৃষ্ঠা')
- _
- "ইতিহাসের পাতায় পাতায় হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর এ তেজোদ্দীপ্ত শপথ ঘোষণা দেয়ার পরও কোন হৃদয়ে মওদূদী সাহেব বললেন; যিয়াদ বিন সুমাইয়্যার ঐরসভুক্তি অনুমোদনের বেলায়ও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) রাজনৈতিক স্বার্থে শরীয়তের এক স্বীকৃত বিধান লঙ্ঘন করেছেন। মুহূর্তের জন্যও তার হৃদয় কেঁপে উঠলো না, কলম থমকে গেলো না!
- _
- "পরবর্তীকালে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সমালোচকদের অনেকেই হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর খিদমতে হাজির হয়ে লজ্জা ও অনুতাপ প্রকাশ করেছেন। আর ধৈর্য ও সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হাসিমুখে তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ('আল ইসতী'আব ১'খণ্ড ৫৫১-৫৫ এবং তাবারী ৪'খণ্ড ১৬৩'পৃষ্ঠা')
- _
- "আশ্চর্য! তের'শ বছর পর এক পণ্ডিত-গবেষকের কলমের এক খোঁচায় যিয়াদ বিন সুমাইয়্যাকে হারামজাদা বানিয়ে ছাড়লেন। অতচ হযরত মুয়াবিয়ার সমসাময়িক সমালোচকদের একজনও এ সে কথা বলেন'নি। বরং তাদের সবার বক্তব্য এই ছিল যে, দাসী সুমাইয়্যার সাথে হযরত আবু সুফিয়ানের সহবাসই হয়নি।
- --
- "এবার আসুন আমরা দেখে আসি 'সাহাবীদের দৃষ্টিতে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কিরকম ছিলেন।
- "হযরত উমর (রাঃ) বলেন; হে লোক'সকল! আমার মৃত্যুর পর দলাদলি ও কোন্দল এড়িয়ে চলবে। যদি তা না'করো, তবে মনে রেখো; সিরিয়ায় কিন্তু 'মুয়াবিয়া' রয়েছে। সে তোমাদের অবশ্যই শায়েস্তা করবে। ('আল ইছবাহ ৩'খণ্ড ৪১৪'পৃষ্ঠা')
- _
- "আল্লামা ইবনে হাজার বলেন; সিফফিনের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আপন অনুগামীদের লক্ষ্য করে হযরত আলী (রাঃ) বলেছিলেন; হে লোক সকল! মুয়াবিয়ার শাসনকে তোমরা না-পছন্দ করো না। কেননা তাকে যেদিন হারাবে সেদিন দেখবে, ধড় তেকে মুণ্ডুগুলো হানযাল ফলের মতো কেটে কেটে পড়ে যাচ্ছে। ('আল বিদায়া ৮'খণ্ড ১৩১'পৃষ্ঠা')
- _
- "যারা আমার সাহাবা ও আহেল বাইত'কে গালমন্দ করে, তাদের প্রতি আল্লহর অভিশাপ। ('আল বিদায়া ৮'খণ্ড ১৩৯'পৃষ্ঠা')
- __"বিঃদ্রঃ- হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) ছিলেন; খুবী স্মিত ও স্নিগ্ধ স্বভাবের অধিকারী। যেকোনো সাধারণ লোকও নির্ভয়ে তার সাথে কথা বলতো এবং আবদার-অভিযোগ পেশ করতো। সম্ভব হলে তিনি সেগুলো পূরণ করে দিতেন, আর সম্ভব না'হলে খুবী কুমলভাবে এড়িয়ে যেতেন।
- "একবার উনাকে প্রশ্ন করা হলো যে, আপনি খুব দ্রুত বার্ধক্যে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন! উত্তরে তিনি বলেন; কেন নয়? আমার অবস্থা এই যে, মূর্খের দল একের পর এক ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপ করছে। সন্তোষজনক জবাব দিলেও কেউ তাতে কর্ণপাত করে না। কিন্তু মানুষ হিসেবে কখনো কোন ভুল করে বসলে, মুহূর্তে তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ('আল বিদায়া ৮'খণ্ড ১৪১'পৃষ্ঠা')
-
- "এরকম একজন সাহাবীকে আমরা গালমন্দ করতেও আমাদের দ্বিধাবোধ করেনা। মুহূর্তের জন্য একবার চিন্তাও করিনা যে, রাসুল (সঃ)-এর সাহাবীর গালি কালি লেপন দিচ্ছি। তার পরিণাম কি ভয়াবহ হবে??
- "মহাম আল্লাহ যেনো আমাদের এইসব চরমপন্থিদের তেকে দূরে রাখেন। আমীন।
- _"লেখাটি কপি-শেয়ার বা ম্যানশন করে দ্বীনি ভাইদের কাছে ছড়িয়ে দিন,, জাযাকাল্লাহ খাইরান।.....✍

- মাওলানা মওদুদীর হাদিস অস্বীকার! [১ম পর্ব]

- দ্বীন কায়েম, খিলাফত প্রতিষ্ঠা, ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের অপব্যাখ্যা দিয়ে কথিত 'ইসলামিক আন্দোলন' এর মতাদর্শ প্রচারকারী তথা জাম'আতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদূদীর লিখিত 'রাসায়েল ও মাসায়েল' নামক গ্রন্থে 'কানা দাজ্জাল' নিয়ে জৈনক ব্যক্তির সাথে একটি কথোপকথন রয়েছে !
- নিম্নে হুবহু তা তুলে ধরা হল:
- *"কানা দাজ্জাল সম্পর্কে মাওলানা মওদুদী বলেন, তথাকথিত 'কানা দাজ্জাল' প্রভৃতি তো আলৌক কাহিনী মাত্র! এসব কাহিনীর কোন শরয়ী মর্যাদা নেই! আর এসব জিনিস অনুসন্ধানে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই! সাধারণ মানুষের মাঝে যেসব কথা সুবিদিত রয়েছে যার কোন দ্বায়দ্বায়িত্ব ইসলামের নেই! আর এগুলোর মধ্যে কোন কিছু ভুল প্রমানিত হলেও ইসলামের কোন ক্ষতি নেই!*
- জৈনক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন, কানা দাজ্জাল সম্পর্কে একথা সুবিদিত রয়েছে যে,সে কোথাও বন্দি রয়েছে। তবে সেটা কোন জায়গা? মানুষ আজ তো বিশ্বের প্রতিটি কোনা খুঁজে বের করেছে, তারপরও কেন 'কানা দাজ্জাল' অবিস্কৃত হয় নি?
- এর জবাবে আপনি [মাওলানা মওদুদীকে সম্মোধন করে বলেছেন, তথাকথিত কানা দাজ্জাল তো গল্প/কাহিনী মাত্র! এর কোন শরীহ ভিত্তি নেই"! অথচ আমি যতদূর জানি ত্রিশটি হাদিসে দাজ্জালের কথা উল্লেখ্য রয়েছে! যার সত্যতা প্রমানে বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, শরহে সুন্নাহ, বায়হাকি দেখা যেতে পারে! এরপরেও আপনার যোক্তিকতা কোন সনদের উপর প্রতিষ্ঠিত?
- ***জবাবে মাওলানা মওদুদী বলেন :***
- *দাজ্জাল কোথাও বন্দি আছে এই ধারণাকে আমি [পুনরায়] গল্প কাহিনী বলেই আখ্যায়িত করছি! কানা দাজ্জাল বলতে কিছু নেই । এগুলো সব আফসানা' অর্থাৎ, গল্প - কাহিনী মাত্র ।*
- **সোর্সঃ**রাসায়েল ও মাসায়েল : উর্দু ছাপা , পৃ :৩৫--৩৯তরজুমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যা ১৯৪৫ ।
- **.নিবন্ধকের মন্তব্য:**
- এভাবেই মওদুদী সাহেব ' নিজের আক্বল'কে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সহীহ হাদীছকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন! আর উন্মুক্ত করেছেন হাদিস অস্বীকারীদের জন্য চোরাগুপ্তা পথ!
- .আসলেই কি 'দাজ্জাল' বলতে কিছু নেই?
- এসব কি আফসানা' অর্থাৎ, গল্প, কাহিনী?
- তাহলে এর সাথে আরেকটি প্রশ্ন এসে যায়, স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাহকে মিথ্যা গল্প, কাহিনী শুনিয়েছেন? [নাউ'যুবিল্লাহ]
- ***.পর্যালোচনা:***
- 'দাজ্জাল কোথায় আছে এবং সে দেখতে কেমন' এ সম্পর্কে আমরা কয়েকটি বিশুদ্ধ হাদিস উল্লেখ করব [ও'য়া তাওফিক্বি ইল্লা বিল্লাহ] যা মনোযোগ সহকারে পড়লে, সহজেই বুঝতে পারবেন 'মাওলানা সাহেবের ' বিশুদ্ধ হাদিসকে অস্বীকার করতঃ প্রকারান্তরে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'এর প্রতি মিথ্যা আরোপের ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন !
- .
- আখেরী যামানায় কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। দাজ্জালের আগমণ কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সবচেয়ে বড় আলামত। মানব জাতির জন্যে দাজ্জালের চেয়ে অধিক বড় বিপদ আর নেই। বিশেষ করে সে সময় যে সমস্ত মুমিন জীবিত থাকবে তাদের জন্য ঈমান নিয়ে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। সমস্ত নবীই আপন উম্মাতকে দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন। আমাদের নবী [সা.]ও দাজ্জালের ফিতনা থেকে সতর্ক করেছেন এবং তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায়ও বলে দিয়েছেন।
- **হাদিস: (এক)**
- ইবনে উমার [রা.] নবী [সা.] হতে বর্ণনা করেন,
- قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّي لَأُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ
- একদা নবী [সা.] দাড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। অতঃপর দাজ্জালের আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, আমি তোমাদেরকে তার ফিতনা থেকে সাবধান করছি। সকল নবীই তাদের উম্মাতকে দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু আমি তোমাদের কাছে দাজ্জালের একটি পরিচয়ের কথা বলব যা কোন নবীই তাঁর উম্মাতকে বলেন নাই। তা হলো দাজ্জাল অন্ধ হবে। আর আমাদের মহান আল্লাহ অন্ধ নন।
- **হাদিস: (দুই)**
- নাওয়াস বিন সামআন [রা.] বলেন
- ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ فَانْصَرَفْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَيْهِ فَعَرَفَ ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ لِي عَلَيْكُمْ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
- একদা রাসূল [সা.] সকাল বেলা আমাদের কাছে দাজ্জালের বর্ণনা করলেন। তিনি তার ফিতনাকে খুব বড় করে তুলে ধরলেন। বর্ণনা শুনে আমরা মনে করলাম নিকটস্থ খেজুরের বাগানের পাশেই সে হয়ত অবস্থান করছে। আমরা রাসূল [সা.]এর নিকট থেকে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা

আবার তাঁর কাছে গেলাম। এবার তিনি আমাদের অবস্থা বুঝে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের কি হলো? আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যেভাবে দাজ্জালের আলোচনা করেছেন তা শুনে আমরা ভাবলাম হতে পারে সে খেজুরের বাগানের ভিতরেই রয়েছে। নবী [সা.] বললেন, দাজ্জাল ছাড়া তোমাদের উপর আমার আরো ভয় রয়েছে। আমি তোমাদের মাঝে জীবিত থাকতেই যদি দাজ্জাল আগমণ করে তাহলে তোমাদেরকে ছাড়া আমি একাই তার বিরুদ্ধে ঝগড়া করবো। আর আমি চলে যাওয়ার পর যদি সে আগমণ করে তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে হেফাযত করবে। আর আমি চলে গেলে আল্লাহই প্রতিটি মুসলিমকে হেফাযতকারী হিসেবে যথেষ্ট। [তিরমিজি, অধ্যায় কিতাবুল ফিতান]

- **.হাদিস: (তিন),**
- আয়েশা [রা.] বলেন, আমি নবী [সা.]কে নামাযের ভিতরে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাইতে শুনেছি, তিনি নামাযের শেষ তাশাহুদে বলতেন
- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ
- হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কবরের আযাব, জাহান্নামের আযাব, জীবন-মরণের ফিতনা এবং মিথ্যুক দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই।
- [বুখারি, অধ্যায় কিতাবুল ফিতান]
- **হাদিস: (চার),**
- ফাতেমা বিনতে কায়স রাদিয়াল্লাহু আ'নহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি মসজিদে গমণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করলাম। আমি ছিলাম মহিলাদের কাতারে। তিনি নামায শেষে হাসতে হাসতে মিম্বারে উঠে বসলেন। প্রথমেই তিনি বললেন, "প্রত্যেকেই যেন আপন আপন জায়গায় বসে থাকে।
- অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা কি জান আমি কেন তোমাদেরকে একত্রিত করেছি?" তাঁরা বললেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল-ই ভাল জানেন।"
- অতঃপর তিনি বললেন, "আমি তোমাদেরকে এই সংবাদ দেয়ার জন্যে একত্রিত করেছি যে, তামীম দারী ছিল একজন খৃষ্টান লোক। সে আমার কাছে আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। অতঃপর সে মিথ্যুক দাজ্জাল সম্পর্কে এমন ঘটনা বলেছে, যা আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করতাম।
- লাখম ও জুযাম গোত্রের ত্রিশ জন লোকের সাথে সে সাগর পথে ভ্রমণে গিয়েছিল। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার শিকার হয়ে এক মাস পর্যন্ত তারা সাগরেই ছিল। অবশেষে তারা সাগরের মাঝখানে একটি দ্বীপে অবতরণ করলো। দ্বীপের ভিতরে প্রবেশ করে তারা মোটা মোটা এবং প্রচুর চুল বিশিষ্ট একটি অদ্ভুত প্রাণীর সন্ধান পেল। চুল দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত থাকার কারণে প্রাণীটির অগ্রপশ্চাৎ নির্ধারণ করতে সক্ষম হলনা।
- তারা বলল, "তোমার অকল্যাণ হোক। তুমি কে?" সে বললো, "আমি সংবাদ সংগ্রহকারী গোয়েন্দা।" তারা বললো, "কিসের সংবাদ সংগ্রহকারী?"
- অতঃপর প্রাণীটি দ্বীপের মধ্যে একটি ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, "হে লোক সকল! তোমরা এই ঘরের ভিতরে অবস্থানরত লোকটির কাছে যাও। সে তোমাদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।"
- তামীম দারী বলেন, "প্রাণীটি যখন একজন লোকের কথা বললো, তখন আমাদের ভয় হলো যে, হতে পারে সে একটি শয়তান। তথাপিও আমরা ভীত হয়ে দ্রুত অগ্রসর হয়ে ঘরটির ভিতরে প্রবেশ করলাম। সেখানে প্রবেশ করে আমরা বৃহদাকার একটি মানুষ দেখতে পেলাম। এত বড় আকৃতির মানুষ আমরা ইতিপূর্বে আর কখনও দেখিনি। তার হাত দু'টিকে ঘাড়ের সাথে একত্রিত করে হাঁটু এবং গোড়ালীর মধ্যবর্তী স্থানে লোহার শিকল দ্বারা বেঁধে রাখা হয়েছে। আমরা বললাম, তোমার ধ্বংস হোক! কে তুমি?"
- সে বললো, "তোমরা আমার কাছে আসতে সক্ষম হয়েছ। তাই আগে তোমাদের পরিচয় দাও।"
- আমরা বললাম, "আমরা একদল আরব মানুষ নৌকায় আরোহন করলাম। সাগরের প্রচন্ড ঢেউ আমাদেরকে নিয়ে একমাস পর্যন্ত খেলা করলো। অবশেষে তোমার দ্বীপে উঠতে বাধ্য হলাম। দ্বীপে প্রবেশ করেই প্রচুর পশম বিশিষ্ট এমন একটি জন্তুর সাক্ষাৎ পেলাম, প্রচুর পশমের কারণে যার অগ্রপশ্চাৎ চেনা যাচ্ছিলনা। আমরা বললামঃ অকল্যাণ হোক তোমার! কে তুমি? সে বললোঃ আমি সংবাদ সংগ্রহকারী গোয়েন্দা। আমরা বললামঃ কিসের সংবাদ সংগ্রহকারী?
- অতঃপর প্রাণীটি দ্বীপের মধ্যে এই ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে বললোঃ হে লোক সকল! তোমরা এই ঘরের ভিতরে অবস্থানরত লোকটির কাছে যাও। সে তোমাদের নিকট থেকে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তাই আমরা তার ভয়ে তোমার কাছে দ্রুত আগমণ করলাম। হতে পারো তুমি একজন শয়তান, এ ভয় থেকেও আমরা নিরাপদ নই।"
- সে বললো, আমাকে তোমরা 'বাইসান' সম্পর্কে সংবাদ দাও। আমরা তাকে বললামঃ বাইসানের কি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো? সে বললো, আমি তথাকার খেজুরের বাগান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি। সেখানের গাছগুলো এখনও ফল দেয়? আমরা বললামঃ হ্যা। সে বললোঃ সে দিন বেশী দূরে নয়, যে দিন গাছগুলোতে কোন ফল ধরবেনা।
- অতঃপর সে বললোঃ আমাকে বুহাইরাতুত-তাবারীয়া সম্পর্কে সংবাদ দাও। আমরা তাকে বললামঃ বুহাইরাতুত-তাবারীয়ার কি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো? সে বললোঃ আমি জানতে চাই সেখানে কি এখনও পানি আছে? আমরা বললামঃ তথায় প্রচুর পানি আছে। সে বললোঃ অচিরেই সেখানকার পানি শেষ হয়ে যাবে।
- সে পুনরায় বললো, আমাকে যুগার নামক ঝর্ণা সম্পর্কে সংবাদ দাও। আমরা তাকে বললাম, সেখানকার কি সম্পর্কে তুমি জানতে চাও? সে বললোঃ আমি জানতে চাই সেখানে কি এখনও পানি আছে? লোকেরা কি এখনও সে পানি দিয়ে চাষাবাদ করছে? আমরা বললামঃ সেখানে প্রচুর পানি রয়েছে। লোকেরা সে পানি দিয়ে চাষাবাদ করছে।
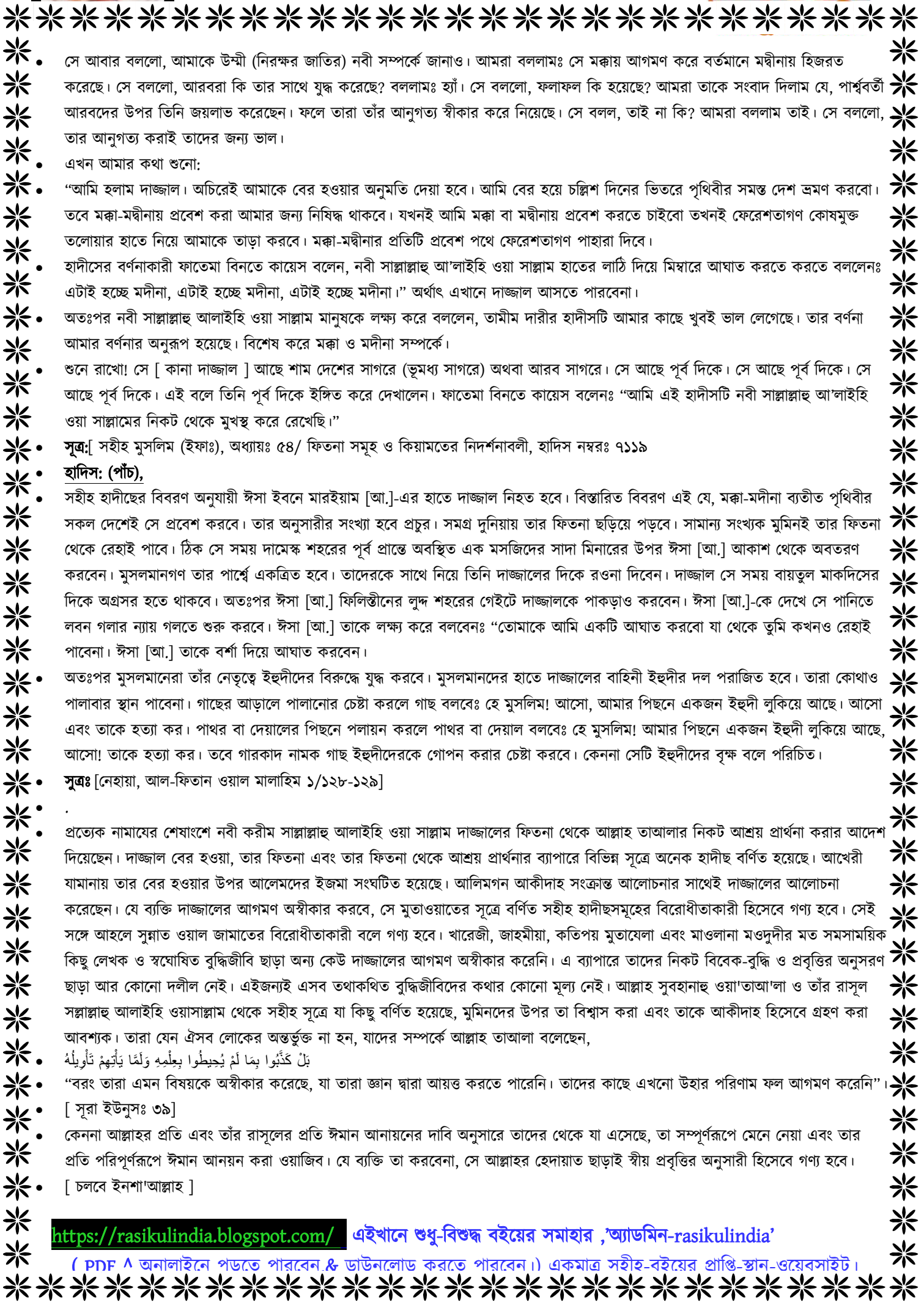
- সে আবার বললো, আমাকে উম্মী (নিরক্ষর জাতির) নবী সম্পর্কে জানাও। আমরা বললামঃ সে মক্কায় আগমণ করে বর্তমানে মদ্বীনায় হিজরত করেছে। সে বললো, আরবরা কি তার সাথে যুদ্ধ করেছে? বললামঃ হ্যাঁ। সে বললো, ফলাফল কি হয়েছে? আমরা তাকে সংবাদ দিলাম যে, পার্শ্ববর্তী আরবদের উপর তিনি জয়লাভ করেছেন। ফলে তারা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। সে বলল, তাই না কি? আমরা বললাম তাই। সে বললো, তার আনুগত্য করাই তাদের জন্য ভাল।
- এখন আমার কথা শুনো:
- "আমি হলাম দাজ্জাল। অচিরেই আমাকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। আমি বের হয়ে চল্লিশ দিনের ভিতরে পৃথিবীর সমস্ত দেশ ভ্রমণ করবো। তবে মক্কা-মদ্বীনায় প্রবেশ করা আমার জন্য নিষিদ্ধ থাকবে। যখনই আমি মক্কা বা মদ্বীনায় প্রবেশ করতে চাইবো তখনই ফেরেশতাগণ কোষমুক্ত তলোয়ার হাতে নিয়ে আমাকে তাড়া করবে। মক্কা-মদ্বীনার প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ পাহারা দিবে।
- হাদীসের বর্ণনাকারী ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের লাঠি দিয়ে মিম্বারে আঘাত করতে করতে বললেনঃ এটাই হচ্ছে মদীনা, এটাই হচ্ছে মদীনা, এটাই হচ্ছে মদীনা।" অর্থাৎ এখানে দাজ্জাল আসতে পারবেনা।
- অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে লক্ষ্য করে বললেন, তামীম দারীর হাদীসটি আমার কাছে খুবই ভাল লেগেছে। তার বর্ণনা আমার বর্ণনার অনুরূপ হয়েছে। বিশেষ করে মক্কা ও মদীনা সম্পর্কে।
- শুনে রাখো! সে [কানা দাজ্জাল] আছে শাম দেশের সাগরে (ভূমধ্য সাগরে) অথবা আরব সাগরে। সে আছে পূর্ব দিকে। সে আছে পূর্ব দিকে। সে আছে পূর্ব দিকে। এই বলে তিনি পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন। ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেনঃ "আমি এই হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে মুখস্থ করে রেখেছি।"
- **সূত্র:**[সহীহ মুসলিম (ইফাঃ), অধ্যায়ঃ ৫৪/ ফিতনা সমূহ ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী, হাদিস নম্বরঃ ৭১১৯
- **হাদিস: (পাঁচ),**
- সহীহ হাদীছের বিবরণ অনুযায়ী ঈসা ইবনে মারইয়াম [আ.]-এর হাতে দাজ্জাল নিহত হবে। বিস্তারিত বিবরণ এই যে, মক্কা-মদীনা ব্যতীত পৃথিবীর সকল দেশেই সে প্রবেশ করবে। তার অনুসারীর সংখ্যা হবে প্রচুর। সমগ্র দুনিয়ায় তার ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে। সামান্য সংখ্যক মুমিনই তার ফিতনা থেকে রেহাই পাবে। ঠিক সে সময় দামেস্ক শহরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এক মসজিদের সাদা মিনারের উপর ঈসা [আ.] আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। মুসলমানগণ তার পার্শ্বে একত্রিত হবে। তাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি দাজ্জালের দিকে রওনা দিবেন। দাজ্জাল সে সময় বায়তুল মাকদিসের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। অতঃপর ঈসা [আ.] ফিলিস্তীনের লুদ্দ শহরের গেইটে দাজ্জালকে পাকড়াও করবেন। ঈসা [আ.]-কে দেখে সে পানিতে লবন গলার ন্যায় গলতে শুরু করবে। ঈসা [আ.] তাকে লক্ষ্য করে বলবেনঃ "তোমাকে আমি একটি আঘাত করবো যা থেকে তুমি কখনও রেহাই পাবেনা। ঈসা [আ.] তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করবেন।
- অতঃপর মুসলমানেরা তাঁর নেতৃত্বে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। মুসলমানদের হাতে দাজ্জালের বাহিনী ইহুদীর দল পরাজিত হবে। তারা কোথাও পালাবার স্থান পাবেনা। গাছের আড়ালে পালানোর চেষ্টা করলে গাছ বলবেঃ হে মুসলিম! আসো, আমার পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে। আসো এবং তাকে হত্যা কর। পাথর বা দেয়ালের পিছনে পলায়ন করলে পাথর বা দেয়াল বলবেঃ হে মুসলিম! আমার পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে, আসো! তাকে হত্যা কর। তবে গারকাদ নামক গাছ ইহুদীদেরকে গোপন করার চেষ্টা করবে। কেননা সেটি ইহুদীদের বৃক্ষ বলে পরিচিত।
- **সুত্রঃ** [নেহায়া, আল-ফিতান ওয়াল মালাহিম ১/১২৮-১২৯]
- .
- প্রত্যেক নামাযের শেষাংশে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ দিয়েছেন। দাজ্জাল বের হওয়া, তার ফিতনা এবং তার ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার ব্যাপারে বিভিন্ন সূত্রে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আখেরী যামানায় তার বের হওয়ার উপর আলেমদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। আলিমগন আকীদাহ সংক্রান্ত আলোচনার সাথেই দাজ্জালের আলোচনা করেছেন। যে ব্যক্তি দাজ্জালের আগমণ অস্বীকার করবে, সে মুতাওয়াতের সূত্রে বর্ণিত সহীহ হাদীছসমূহের বিরোধীতাকারী হিসেবে গণ্য হবে। সেই সঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরোধীতাকারী বলে গণ্য হবে। খারেজী, জাহমীয়া, কতিপয় মুতাযেলা এবং মাওলানা মওদুদীর মত সমসাময়িক কিছু লেখক ও স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবি ছাড়া অন্য কেউ দাজ্জালের আগমণ অস্বীকার করেনি। এ ব্যাপারে তাদের নিকট বিবেক-বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া আর কোনো দলীল নেই। এইজন্যই এসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের কথার কোনো মূল্য নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া'তাআ'লা ও তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, মুমিনদের উপর তা বিশ্বাস করা এবং তাকে আকীদাহ হিসেবে গ্রহণ করা আবশ্যক। তারা যেন ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত না হন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,
- بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ
- "বরং তারা এমন বিষয়কে অস্বীকার করেছে, যা তারা জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করতে পারেনি। তাদের কাছে এখনো উহার পরিণাম ফল আগমণ করেনি"।
- [সূরা ইউনুসঃ ৩৯]
- কেননা আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনায়নের দাবি অনুসারে তাদের থেকে যা এসেছে, তা সম্পূর্ণরূপে মেনে নেয়া এবং তার প্রতি পরিপূর্ণরূপে ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি তা করবেনা, সে আল্লাহর হেদায়াত ছাড়াই স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসারী হিসেবে গণ্য হবে।
- [চলবে ইনশা'আল্লাহ]

- নিয়মিত আপডেট পেতে ভিজিট করুন
- মওদুদিবাদ ও জামাত ইসলাম ইসলাম পরিপন্থী? নাকি ইসলাম সহায়ক? ধারাবাহিক সিরিজের ১ম পর্ব অাজ..
- মওদুদিবাদ ও জামাত ইসলাম
- ইসলাম পরিপন্থী? নাকি ইসলাম সহায়ক?
- ধারাবাহিক সিরিজের ১ম পর্ব অাজ...

- (কৈফিয়ত: আমি জামায়াতে ইসলামী ও শিবিরের ভাইদের কোনরুপ হেয় বা খাটো করার উদ্দেশে মাওলানা মওদুদীর উক্তিগুলো এখানে তুলে ধরিনি। আমি জানি, তারা এগুলো সম্পর্কে কমই জানেন অথবা তাদের জানতে দেওয়া হয়না। কেউ যদি জেনেও ফেলেন এবং বড়দের নিকট প্রকাশ করেন, তাদের এমন বোঝান হয় যে এগুলো সব শত্রুদের ষড়যন্ত্র। আবার এমনটিও বলা হয়- আমরা তো আর মাওলানা মওদুদীকে অনুসরন করিনা বা তার সব কথা মানিও না। কিন্তু একথা গ্রহনযোগ্য নয়, কারন জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরের পাঠ্যসূচিতে মাওলানা মওদুদী লিখিত প্রায় সব পুস্তকই রয়েছে। উত্তম খাবারের সাথে যেমন সুক্ষ পরিমাণ বিষাক্ত খাবার গ্রহন করলে বাহ্যিকভাবে তার প্রভাব তেমন অনুভূত হয়না এবং ধীরে ধীরে ঐ বিষাক্ত খাবার সহনীয় হয়ে যায় তেমনি মাওলানা মওদুদীর ত্রুটিযুক্ত কথা ও কাজগুলোকেও জামায়াতে ইসলামী ও শিবিরের ভাইয়েরা একসময় তাদের আক্বীদায় পরিনত করেন। 'তাফহীমুল কোরআন'কে আলেম সমাজ নিষিদ্ধের দাবী করায় বর্তমান সংস্করনগুলো থেকে কিছু আপত্তিকর কথা বাদ দেওয়া হয়েছে যদিও এতটুকুই যথেষ্ট নয়। তাছাড়া মাওলানা মওদুদী জীবিত থাকাকালীন বা জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে অদ্যাবধি কোন ভুল স্বীকার করে তওবা করা হয়নি। তাই মুসলিম ভাইদের ঈমানের হেফাজতের জন্য এগুলো তুলে ধরা আমার জন্য অপরিহার্য ছিল।)
- আমি আজকের এ নিবন্ধের শুরুটাই করতে চাই জামায়াতে ইসলামের জন্মইতিহাস থেকে। ১৯৪১ সালের ২৬ আগস্ট ভারতের হায়দারাবাদে পাঠানকোটে আবুল আ'লা মওদুদী জামায়াতে ইসলামী নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনটি জামায়াতে ইসলাম নামে রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পাকিস্তান নিয়ে সে সময় বেশ আন্দোলন চলছিল। সে আন্দোলনকে আবুল আ'লা মওদুদী ঘোষণা করে 'আহাম্মকের বেহেস্ত বা কাফেরদের রাষ্ট্র হিসেবে। মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদী অনুসারি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী হিন্দ নামক রাজনৈতিক দলটির। মওদুদী কতটা মুসলিম লীগ বিরোধী ছিলেন তা বোঝা যায় জামায়াতে 'ইন্তেখাবী গ্রন্থে'। তিনি মুসলিম লীগ সম্পর্কে বলেছিলেন,'ওরা পরিবেশকে পায়খানার চেয়েও খারাপ করে ফেলেছে। এ ছাড়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহরও ঘোর সমালোচক ছিলেন মওদুদী। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা যখন প্রায় নিশ্চিত ওই সময়ে মাওলানা আবু আ'লা মওদুদী বলেছিলেন,'ভারতের স্বাধীনতার চেয়ে এই মুহূর্তে বেশী প্রয়োজন হলো এখানে হুকুমতের আইন প্রতিষ্ঠা করা।' স্বাধীনতার কয়েক দিন আগে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে পাটনায় জামায়াতের সম্মেলন করেন মওদুদী। স্বাধীনতার পর আগস্ট মাসেই মওদুদী পাকিস্তানে ফিরে এসে লাহোরে একটি বস্তিকে 'দারুল ইসলাম' ঘোষণা করে সেখানে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করেন। এখান থেকেই দল পরিচালনা করে তিনি উগ্রবাদী বইপুস্তক প্রকাশ করতে থাকেন।
- কুরআন শরীফের অনেক আয়াত শরীফে আল্লাহ পাক প্রথমে ঈমান আনার কথা এবং পরে আমলের কথা বলেছেন। ইসলাম বিদ্বেষী কাফির-মুশরিকরা তাই মুসলমানদের ঈমানী চেতনায় বিভেদ তৈরীর জন্য সদা সক্রিয়। আল্লাহ পাক কালামুল্লাহ শরীফে ইরশাদ করেনঃ
- "তারা পূর্ব থেকেই বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ সন্ধানে ছিল এবং আপনার কার্যসমূহ উলট-পালট করে দিচ্ছিল।"
- (সূরা তওবা ৪৮)
- এক্ষেত্রে ইসলাম বিদ্বেষী কাফির-মুশরিকরা মূলতঃ মুসলমানদের থেকেই এজেন্ট তৈরী করে। যারা মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইসলামী আক্বীদার মধ্যে ফিৎনা তৈরী করে। সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাস্সাম, হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শান ও মানের খেলাফসহ অসংখ্য কুফরী আক্বীদার বিস্তার করেছে সে।
- এরপর পাক ভারত উপামহাদেশের এ ধারার অগ্রগামী হয়েছে তথাকথিত জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওদুদী। স্বয়ং আল্লাহ পাক, তাঁর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবা কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম এবং আউলিয়া কিরাম রহমতুল্লাহি আলাইহিম, মোদ্দাকথা ইসলামের সব অনুষঙ্গেই মিথ্যা, কুফরী ও জঘন্য সমালোচলার জাল বিস্তার করেছে এই মওদুদী।

- তার সেই অসংখ্য কুফরী আক্বীদার মাত্র ৫টি ক্ষুদ্র প্রমাণ নিম্নরূপঃ
- ১) আল্লাহ পাক সম্পর্কে কুফরী আক্বীদাঃ "যে ক্ষেত্রে নর-নারীর অবাধ মেলামেশা, সেক্ষেত্রে যেনার কারণে (আল্লাহ পাকের আদেশকৃত) রজম শাস্তি প্রয়োগ করা নিঃসন্দেহে জুলুম।" (নাঊযুবিল্লাহ)
- (তাফহীমাত, ২য় খন্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা)
- ২) ফেরেশতা সম্পর্কে কুফরী আক্বীদাঃ "ফেরেশতা প্রায় ঐ জিনিস যাকে গ্রীক, ভারত ইত্যাদি দেশের মুশরিকরা দেবী-দেবতা স্থির করেছে।" (নাঊযুবিল্লাহ) (তাজদীদ ও ইহইয়ায়ে দ্বীন, ১০ পৃষ্ঠা)
- ৩) আম্বিয়া আলাইহিমুছ ছালাত ওয়াস সালাম সম্পর্কে কুফরী আক্বীদাঃ "নবীগণ মা'ছূম নন। প্রত্যক নবী গুনাহ করেছেন।" (নাঊযুবিল্লাহ)(তাফহীমাত, ২য় খন্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা)
- ৪) হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কুফরী আক্বীদাঃ "মহানবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন না।"(নাঊযুবিল্লাহ)(তরজমানুস্ সুন্নাহ, ৩য় খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা)
- ৫) সাহাবা কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম সম্পর্কে কুফরী আক্বীদাঃ "সাহাবাদিগকে সত্যের মাপকাঠি জানবে না।" (নাঊযুবিল্লাহ)
- (দস্তরে জামাতে ইসলামী, ৭ পৃষ্ঠা)
- উল্লেখ্য, সব মুফতী-মাওলানাদের ইজমা তথা ঐক্যমতে উপরোক্ত আক্বীদাধারী ব্যক্তি মুসলমান নয় বরং মুরতাদ। আরো উল্লেখ্য যে, মওদুদী'র মৃত্যুর পর শিয়া সম্প্রদায়ের একটি মুখপত্রে বলা হয়েছিল, "মরহুম (মওদুদী) তার ভিন্ন আঙ্গিকে শিয়া মতবাদ প্রচলনেও সহায়তা করেছেন।"
- (সাপ্তাহিক শিয়া, লাহোর, ১৯৭৯ ইং, ৫৭ সংখ্যা ৪০/৪১; খোমেনী ও মওদুদী দু'ভাই, পৃষ্ঠা ১২)
- বিষাক্ত বীজ থেকে যেমন সুমিষ্ঠ ফল আশা করা যায় না তেমনি ইসলামী আন্দোলন ইত্যাদি মিষ্টি মিষ্টি কথা বললেও মওদুদী নিজেই যে কত বিষাক্ত বীজ ছিলো তা তার উপরোক্ত কুফরী আক্বীদা থেকেই সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। তার উপরোক্ত আক্বীদাগুলো মুসলমানদের সাথে তার বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপই উন্মোচন করে। আর আল্লাহ পাক বিশ্বাসঘাতকদের সম্পর্কে পবিত্র কালামে ইরশাদ ফরমান,
- "আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না তাকে, যে বিশ্বাসঘাতক পাপী হয়।" (সূরা আন্ নিসা ১০৮)
- জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদুদী যে কারনে আলেম সমাজের নিকট প্রত্যাখ্যাত হলেন নবী-রাসুলগণের প্রতি ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি :
- নবী-রাসুলগণ সকলেই মাসুম, তারা সকলেই নিষ্পাপ-এই হলো ইসলামী আকীদা। তবে জনাব আবুল আলা মওদুদী ইসলামের বদ্ধমূল এ আকীদার উপর কুঠারাঘাত করে এবং কুরআন ও সুন্নাহর চিরন্তন শিক্ষাকে পদদলিত করে আম্বিয়ায়ে কেরামের এ পূত পবিত্র জামাতের প্রতি কলংক লেপন করার উদ্দেশ্যে এমন ধৃষ্টতাপূর্ন কথা বলেছেন, যা কোন মুসলমানের পক্ষে বরদাশত করা সম্ভব নয়।
- প্রসিদ্ধ নবী দাউদ (আ.) সম্পর্কে:
- "হযরত দাউদ (আ.) এর কাজের মধ্যে নফস ও আভ্যন্তরীন কুপ্রবৃত্তির কিছুটা দখল ছিল। অনুরুপভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের সাথেও তার কিছুটা সম্পর্ক ছিল। আর তা ছিল এমন ধরনের কাজ, যা হক পন্থায় শাসনকারী কোন মানুষের পক্ষেই শোভা পায়না।" [তাফহিমুল কোরআন(উর্দু):৪র্থ খন্ড, সুরা সাদ, ৩২৭পৃ. ১ম সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৬৬ইং]
- "হযরত দাউদ (আ.)ত-কালীন যুগে ইসরাঈলী সোসাইটির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে এক বিবাহিতা যুবতীর উপর আসক্ত হয়ে তাকে বিবাহ করার জন্য তার স্বামীর নিকট তালাক দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন" [তাফহিমাত ২য় খন্ড: ৪২পৃ. ২য় সংস্করণ ; নির্বাচিত রচনাবলী(বাংলা) ২য় খন্ড, ৭৩ পৃ, আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সংস্করন ১৯৯১]
- হযরত নূহ (আ.) সম্পর্কে:
- "হযরত নূহ (আ.) চিন্তাধারার দিক থেকে দ্বীনের চাহিদা হতে দূরে সরে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে জাহিলিয়াতের জযবা স্থান পেয়েছিল।" [তাফহিমুল কোরআন: ২য়খন্ড, ৩৪৪পৃ. ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৪ ইং]
- হযরত মুছা (আ.) সম্পর্কে:
- "নবী হওয়ার পূর্বে মুছা(আ.) দ্বারা একটি বড় গুনাহ হয়েছিল। তিনি এক ব্যক্তিকে কতল করেছিলেন।" [রাসায়েল ও মাসায়েল, ১ম খন্ড, ৩১ পৃ.]
- "মুছা(আ.) এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ অধৈর্য্যশীল বিজয়ীর মত যে তার শাসন ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত না করেই মার্চ করে সম্মুখে চলে যায় আর পিছনে ফেলে যাওয়া এলাকায় বিদ্রোহের দাবানল দাউ দাউ করে ছড়িয়ে পড়ে।" [তরজমানুল কোরআন ২৯/৪-৫]
- হযরত ইব্রাহীম (আ.) সম্পর্কে:
- "এখানে আর একটি প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) যখন নক্ষত্র দেখে বলেছিলেন, এটা আমার প্রতিপালক এবং চন্দ্র-সূর্য দেখে এগুলোকেও নিজের প্রতিপালক হিসাবে অবহিত করেন, তখন সাময়িক ভাবে হলেও কি তিনি শিরকে নিপতিত হননি?" [তাফহিমুল কোরআন ১মখন্ড, ৫৫৮ পৃ.]
- হযরত ইসা (আ.) সম্পর্কে:
- "হযরত ইসা (আ.) মারা গেছেন একথাও বলা যাবেনা, বরং বুঝতে হবে ব্যাপারটি অস্পষ্ট।" [তাফহিমুল কোরআন ১মখন্ড(সুরা নিসা), ৪২১ পৃ.]
- হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে:

- "হযরত ইউসুফ (আ.)- 'আমাকে মিসরের রাজকোষের পরিচালক নিয়োগ করুন'- এ কথাটি বলে শুধু অর্থমন্ত্রী হওয়ার জন্যই প্রার্থনা করেননি। কারো কারো ধারনা, বরং তিনি এ বলে ডিকটিটরীই চেয়েছিলেন মৌলিকভাবে। এরই ফলশ্রুতিতে বর্তমান ইতালীর মুসোলিনির যে মর্যাদা তিনিও এর কাছাকাছি মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন।" [তাফহীমাত : ২য় খন্ড, ১২২ পৃ. ৫ম সংস্করন এবং নির্বাচিত রচনাবলী(বাংলা) ২য় খন্ড, ১৫১ পৃ, আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সংস্করন ১৯৯১ইং]
- হযরত ইউনুস (আ.) সম্পর্কে:
- "হযরত ইউনুস (আ.) থেকে রিসালাতের দায়িত্ব আদায় করার ব্যাপারে কিছু দুর্বলতা হয়ে গিয়েছিল।সম্ভবত তিনি ধৈর্যহারা হয়ে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আপন স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।" [তাফহিমুল কোরআন: ২য়খন্ড, সূরা ইউনুস (টিকা দ্রষ্টব্য) ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৪ ইং]
- হযরহ আদম (আ.) সম্পর্কে:
- "হযরহ আদম (আ.) মানবিক দূর্বলতায় আক্রান্ত ছিলেন। তিনি শয়তানী প্রলোভন হতে সৃষ্ট তরি- জযবায় আত্মভোলা হয়ে নিজ নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলেন। ফলে আনুগত্যের উচ্চ শিখর হতে নাফারমানীর অতল গহ্বরে গিয়ে পড়েন।" [তাফহিমুল কোরআন(উর্দু): ৩য়খন্ড, ১২৩ পৃ.]
- হযরত মুহাম্মাদ (স.) সম্পর্কে:
- "আল্লাহ তা'য়ালার নিকট কাতর কন্ঠে এই আবেদন করুন, যে কাজের দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়েছিল, তা সম্পন্ন করার ব্যাপারে আপনার দ্বারা যে ভুল ত্রুটি হয়েছে কিম্বা তাতে যে অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে তা যেন তিনি ক্ষমা করে দেন।" [তাফহিমুল কোরআন (বাংলা) ১৯শ খন্ড, ২৮০পৃ. মুদ্রনে ওরিয়েন্টাল প্রেস, ঢাকা ১৯৮০ ইং; কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা(বাংলা) ১১২পৃ. ৮ম প্রকাশ, আধুনিক প্রকাশনী:জুন ২০০২]
- "মহানবী (স.) মানবিক দূর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। অর্থাৎ তিনি মানবিক দূর্বলতার বশীভূত হয়ে গুনাহ করেছিলেন।" [তরজমানুল কোরআন ৮৫ তম সংখ্যা, ২৩০পৃ.]
- "মহানবী (স.) নিজে মনগড়া কথা বলেছেন এবং নিজের কথায় নিজেই সন্দেহ পোষন করেছেন।" [তরজমানুল কোরআন, রবিউল আউয়াল সংখ্যা, ১৩৬৫ হিজরী]
- নবী-রাসুলগণ সকলেই মাসুম, তারা সকলেই নিষ্পাপ-এই হলো ইসলামী আকীদা। তবে জনাব আবুল আলা মওদুদী ইসলামের বদ্ধমূল এ আকীদার উপর কুঠারাঘাত করে এবং কুরআন ও সুন্নাহর চিরন্তন শিক্ষাকে পদদলিত করে আম্বিয়ায়ে কেরামের এ পূত পবিত্র জামাতের প্রতি কলংক লেপন করার উদ্দেশ্যে এমন ধৃষ্টতাপূর্ন কথা বলেছেন, যা কোন মুসলমানের পক্ষে বরদাশত করা সম্ভব নয়।
- সকল নবী-রাসুল সম্পর্কে:
- "ইসমত বা নিষ্পাপ হওয়াটা মুলত: নবীদের প্রকৃতিগত গুণ নয়।এখানে একটি সুক্ষ বিষয় এই যে, আল্লাহ তা'য়ালা ইচ্ছা করেই প্রত্যেক নবীর উপর থেকে কোন না কোন সময় তার হেফাজত উঠিয়ে নেন এবং তাদেরকে দু'একটি গুনাহে লিপ্ত হতে দেন। যাতে করে মানুষ যেন খোদা বলে ধারনা না করে এবং জেনে রাখে এরাও মানুষ।" [তাফহীমাত : ২য় খন্ড, ৪র্থ সংস্করন ৫৬/৫৭ পৃ. এবং নির্বাচিত রচনাবলী(বাংলা) ২য় খন্ড, ৭৪ পৃ, আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সংস্করন অক্টোবর ১৯৯১ইং]
- "বস্তুত: নবীগণ মানুষ হয়ে থাকেন এবং কোন মানুষই মু'মিনের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ মাপকাঠিতে সর্বদা অটল থাকতে সক্ষম হতে পারেনা। প্রায়শ:ই মানভীয় নাজুক মুহুর্তে নবীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ মানুষও কিছুক্ষনের জন্য মানবিক দুর্বলতার সামনে পরাভূত হয়ে যান।" [তাফহিমুল কোরআন ২য় খন্ড, ৩৪৩-৩৪৪ পৃ. সংস্করন ১৯৯০ইং]

- "কোন কোন নবী দ্বীনের চাহিদার উপর স্থির থাকতে পারেন নি। বরং তারা আপন মানবীয় দুর্বলতার কাছে হার মেনেছেন।" [তরজমানুল কোরআন, ৩৫ তম সংখ্যা : ৩২৭ পৃ.]
- " অন্যদের কথা তো স্বতন্ত্র, প্রায়শ:ই পয়গম্বরগণও তাদের কু-প্রবৃত্তির মারাত্মক আক্রমনের সম্মুখিন হয়েছেন।" [তাফহীমাত : ২য় খন্ড, ৫ম সংস্করন ১৯৫ পৃ. এবং নির্বাচিত রচনাবলী(বাংলা) ২য় খন্ড, ২৮ পৃ, আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সংস্করন ১৯৯১ইং]
- আসুন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কিছু কথা জেনে নেই
- ১।মওদুদী সাহেব বলেছেন: "প্রত্যেক নবী গুনাহ করেছেন" (তাফহীমাত: ২য় খন্ড, পৃ:৪৩)
- ২। হযরত মুহাম্মদ (সা.) রিসালাতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করেছেন, তাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। (তাফহীমুল কুরআন, সুরায়ে নসর এর তাফসীর)
- ৩।সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি নন এমনকি অনুকরণ-অনুসরণের যোগ্যও নন।(দস্তরে জামাতে ইসলামী, পৃ, ০৭)
- ৪।হযরত আবু বকর (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। (তাজদীদ ও ইয়াহইয়ায়ে দীন: ২২,)
- ৫।হযরত আলী (রা.) অন্যায় কাজ করেছেন (খেলাফত ও মুলুকিয়াত: ১৪৩)
- *হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. বলেছেন মওদুদী জামাত পথভ্রষ্ট; তাদের আক্বীদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিপন্থী।
- এই বইগুলো দেখুন-
- ১. ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) -জাস্টিস তাকী উসমানী (রশীদ কল্যান ট্রাস্ট)
- ২. মাওলানা মওদূদীর সাথে আমার সাহচার্যের ইতিবৃত্ত – মাওলানা মনজুর নোমানী (রহঃ) (ঐ)

- ৩. মওদূদী সাহেব ও ইসলাম -মুফতি রশীদ আহমাদ লুধীয়ানভী (রঃ) (দারুল উলুম লাইব্রেরী-৩৭,নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার)
- ৪. মওদূদীর চিন্তাধারা ও মওদূদী মতবাদ -ইজহারে হক ফাউন্ডেশান; প্রাপ্তিস্থানঃ (দারুল উলুম লাইব্রেরী-৩৭,নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার)
- ৫. ফিতনায়ে মওদুদীয়াত – মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)
- ৬. ভুল সংশোধন -মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.)
- ৭. সতর্কবাণী -মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.)
- ৮. হক্ব বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব- আল্লামা আহমাদ শফী, হাটহাজারী।
- ৯. ঈমান ও আক্বীদা -ইসলামিক রিসার্স সেন্টার, বসুন্ধরা।
- ১০. ফতোয়ায়ে দারুল উলূম (আংশিক)
- ১১. ইসলামি আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ -মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন(১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা)
- ১২. আহসানুল ফতোয়া
- যাদের সত্য যাচাইয়ের প্রয়োজন তারা ইচ্ছে করলেই তা করতে পারেন।
- ইনশাআল্লাহ চলবে.....

- আমি আজকের এ নিবন্ধের শুরুটাই করতে চাই জামায়াতে ইসলামের জন্মইতিহাস থেকে। ১৯৪১ সালের ২৬ আগস্ট ভারতের হায়দারাবাদে পাঠানকোটে আবুল আ'লা মওদুদী জামায়াতে ইসলামী নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনটি জামায়াতে ইসলাম নামে রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পাকিস্তান নিয়ে সে সময় বেশ আন্দোলন চলছিল। সে আন্দোলনকে আবুল আ'লা মওদুদী ঘোষণা করে 'আহাম্মকের বেহেস্ত বা কাফেরদের রাষ্ট্র হিসেবে। মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদী অনুসারি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী হিন্দ নামক রাজনৈতিক দলটির। মওদুদী কতটা মুসলিম লীগ বিরোধী ছিলেন তা বোঝা যায় জামায়াতে 'ইন্তেখাবী গ্রন্থে'। তিনি মুসলিম লীগ সম্পর্কে বলেছিলেন,'ওরা পরিবেশকে পায়খানার চেয়েও খারাপ করে ফেলেছে। এ ছাড়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহরও ঘোর সমালোচক ছিলেন মওদুদী। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা যখন প্রায় নিশ্চিত ওই সময়ে মাওলানা আবু আ'লা মওদুদী বলেছিলেন,'ভারতের স্বাধীনতার চেয়ে এই মুহূর্তে বেশী প্রয়োজন হলো এখানে হুকুমতের আইন প্রতিষ্ঠা করা।' স্বাধীনতার কয়েক দিন আগে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে পাটনায় জামায়াতের সম্মেলন করেন মওদুদী। স্বাধীনতার পর আগস্ট মাসেই মওদুদী পাকিস্তানে ফিরে এসে লাহোরে একটি বস্তিকে 'দারুল ইসলাম' ঘোষণা করে সেখানে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করেন। এখান থেকেই দল পরিচালনা করে তিনি উগ্রবাদী বইপুস্তক প্রকাশ করতে থাকেন।
- কুরআন শরীফের অনেক আয়াত শরীফে আল্লাহ পাক প্রথমে ঈমান আনার কথা এবং পরে আমলের কথা বলেছেন। ইসলাম বিদ্বেষী কাফির-মুশরিকরা তাই মুসলমানদের ঈমানী চেতনায় বিভেদ তৈরীর জন্য সদা সক্রিয়। আল্লাহ পাক কালামুল্লাহ শরীফে ইরশাদ করেনঃ
- "তারা পূর্ব থেকেই বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ সন্ধানে ছিল এবং আপনার কার্যসমূহ উলট-পালট করে দিচ্ছিল।"
- (সূরা তওবা ৪৮)
- এক্ষেত্রে ইসলাম বিদ্বেষী কাফির-মুশরিকরা মূলতঃ মুসলমানদের থেকেই এজেন্ট তৈরী করে। যারা মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইসলামী আক্বীদার মধ্যে ফিৎনা তৈরী করে। সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাস্সাম, হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শান ও মানের খেলাফসহ অসংখ্য কুফরী আক্বীদার বিস্তার করেছে সে।
- এরপর পাক ভারত উপামহাদেশের এ ধারার অগ্রগামী হয়েছে তথাকথিত জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওদুদী। স্বয়ং আল্লাহ পাক, তাঁর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবা কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম এবং আউলিয়া কিরাম রহমতুল্লাহি আলাইহিম, মোদ্দাকথা ইসলামের সব অনুষঙ্গেই মিথ্যা, কুফরী ও জঘন্য সমালোচলার জাল বিস্তার করেছে এই মওদুদী।
- তার সেই অসংখ্য কুফরী আক্বীদার মাত্র ৫টি ক্ষুদ্র প্রমাণ নিম্নরূপঃ
- ১) আল্লাহ পাক সম্পর্কে কুফরী আক্বীদাঃ "যে ক্ষেত্রে নর-নারীর অবাধ মেলামেশা, সেক্ষেত্রে যেনার কারণে (আল্লাহ পাকের আদেশকৃত) রজম শাস্তি প্রয়োগ করা নিঃসন্দেহে জুলুম।" (নাঊযুবিল্লাহ)
- (তাফহীমাত, ২য় খন্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা)
- ২) ফেরেশতা সম্পর্কে কুফরী আক্বীদাঃ "ফেরেশতা প্রায় ঐ জিনিস যাকে গ্রীক, ভারত ইত্যাদি দেশের মুশরিকরা দেবী-দেবতা স্থির করেছে।" (নাঊযুবিল্লাহ) (তাজদীদ ও ইহইয়ায়ে দ্বীন, ১০ পৃষ্ঠা)
- ৩) আম্বিয়া আলাইহিমুছ ছালাত ওয়াস সালাম সম্পর্কে কুফরী আক্বীদাঃ "নবীগণ মা'ছূম নন। প্রত্যক নবী গুনাহ করেছেন।" (নাঊযুবিল্লাহ)(তাফহীমাত, ২য় খন্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা)
- ৪) হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কুফরী আক্বীদাঃ "মহানবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন না।"(নাঊযুবিল্লাহ)(তরজমানুস্ সুন্নাহ, ৩য় খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা)
- ৫) সাহাবা কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম সম্পর্কে কুফরী আক্বীদাঃ "সাহাবাদিগকে সত্যের মাপকাঠি জানবে না।" (নাঊযুবিল্লাহ)
- (দস্তুরে জামাতে ইসলামী, ৭ পৃষ্ঠা)

- উল্লেখ্য, সব মুফতী-মাওলানাদের ইজমা তথা ঐক্যমতে উপরোক্ত আক্বীদাধারী ব্যক্তি মুসলমান নয় বরং মুরতাদ। আরো উল্লেখ্য যে, মওদুদী'র মৃত্যুর পর শিয়া সম্প্রদায়ের একটি মুখপত্রে বলা হয়েছিল, "মরহুম (মওদুদী) তার ভিন্ন আঙ্গিকে শিয়া মতবাদ প্রচলনেও সহায়তা করেছেন।"
- (সাপ্তাহিক শিয়া, লাহোর, ১৯৭৯ ইং, ৫৭ সংখ্যা ৪০/৪১; খোমেনী ও মওদুদী দু'ভাই, পৃষ্ঠা ১২)
- বিষাক্ত বীজ থেকে যেমন সুমিষ্ঠ ফল আশা করা যায় না তেমনি ইসলামী আন্দোলন ইত্যাদি মিষ্টি মিষ্টি কথা বললেও মওদুদী নিজেই যে কত বিষাক্ত বীজ ছিলো তা তার উপরোক্ত কুফরী আক্বীদা থেকেই সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। তার উপরোক্ত আক্বীদাগুলো মুসলমানদের সাথে তার বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপই উন্মোচন করে। আর আল্লাহ পাক বিশ্বাসঘাতকদের সম্পর্কে পবিত্র কালামে ইরশাদ ফরমান,
- "আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না তাকে, যে বিশ্বাসঘাতক পাপী হয়।" (সূরা আন্ নিসা ১০৮)
- জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদুদী যে কারনে আলেম সমাজের নিকট প্রত্যাখ্যাত হলেন নবী-রাসুলগণের প্রতি ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি :
- নবী-রাসুলগণ সকলেই মাসুম, তারা সকলেই নিষ্পাপ-এই হলো ইসলামী আকীদা। তবে জনাব আবুল আলা মওদুদী ইসলামের বদ্ধমূল এ আকীদার উপর কুঠারাঘাত করে এবং কুরআন ও সুন্নাহর চিরন্তন শিক্ষাকে পদদলিত করে আম্বিয়ায়ে কেরামের এ পূত পবিত্র জামাতের প্রতি কলংক লেপন করার উদ্দেশ্যে এমন ধৃষ্টতাপূর্ন কথা বলেছেন, যা কোন মুসলমানের পক্ষে বরদাশত করা সম্ভব নয়।
- প্রসিদ্ধ নবী দাউদ (আ.) সম্পর্কে:
- "হযরত দাউদ (আ.) এর কাজের মধ্যে নফস ও আভ্যন্তরীন কুপ্রবৃত্তির কিছুটা দখল ছিল। অনুরুপভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের সাথেও তার কিছুটা সম্পর্ক ছিল। আর তা ছিল এমন ধরনের কাজ, যা হক পন্থায় শাসনকারী কোন মানুষের পক্ষেই শোভা পায়না।" [তাফহিমুল কোরআন(উর্দু):৪র্থ খন্ড, সুরা সাদ, ৩২৭পৃ. ১ম সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৬৬ইং]
- "হযরত দাউদ (আ.)ত-কালীন যুগে ইসরাঈলী সোসাইটির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে এক বিবাহিতা যুবতীর উপর আসক্ত হয়ে তাকে বিবাহ করার জন্য তার স্বামীর নিকট তালাক দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন" [তাফহিমাত ২য় খন্ড: ৪২পৃ. ২য় সংস্করণ ; নির্বাচিত রচনাবলী(বাংলা) ২য় খন্ড, ৭৩ পৃ, আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সংস্করন ১৯৯১]
-
- হযরত নূহ (আ.) সম্পর্কে:
- "হযরত নূহ (আ.) চিন্তাধারার দিক থেকে দ্বীনের চাহিদা হতে দূরে সরে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে জাহিলিয়াতের জযবা স্থান পেয়েছিল।" [তাফহিমুল কোরআন: ২য়খন্ড, ৩৪৪পৃ. ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৪ ইং]
- হযরত মুছা (আ.) সম্পর্কে:
- "নবী হওয়ার পূর্বে মুছা(আ.) দ্বারা একটি বড় গুনাহ হয়েছিল। তিনি এক ব্যক্তিকে কতল করেছিলেন।" [রাসায়েল ও মাসায়েল, ১ম খন্ড, ৩১ পৃ.]
- "মুছা(আ.) এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ অধৈর্য্যশীল বিজয়ীর মত যে তার শাসন ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত না করেই মার্চ করে সম্মুখে চলে যায় আর পিছনে ফেলে যাওয়া এলাকায় বিদ্রোহের দাবানল দাউ দাউ করে ছড়িয়ে পড়ে।" [তরজমানুল কোরআন ২৯/৪-৫]
- হযরত ইব্রাহীম (আ.) সম্পর্কে:
- "এখানে আর একটি প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) যখন নক্ষত্র দেখে বলেছিলেন, এটা আমার প্রতিপালক এবং চন্দ্র-সূর্য দেখে এগুলোকেও নিজের প্রতিপালক হিসাবে অবহিত করেন, তখন সাময়িক ভাবে হলেও কি তিনি শিরকে নিপতিত হননি?" [তাফহিমুল কোরআন ১মখন্ড, ৫৫৮ পৃ.]
- হযরত ইসা (আ.) সম্পর্কে:
- "হযরত ইসা (আ.) মারা গেছেন একথাও বলা যাবেনা, বরং বুঝতে হবে ব্যাপারটি অস্পষ্ট।" [তাফহিমুল কোরআন ১মখন্ড(সুরা নিসা), ৪২১ পৃ.]
- হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে:
- "হযরত ইউসুফ (আ.)- 'আমাকে মিসরের রাজকোষের পরিচালক নিয়োগ করুন'- এ কথাটি বলে শুধু অর্থমন্ত্রী হওয়ার জন্যই প্রার্থনা করেননি। কারো কারো ধারনা, বরং তিনি এ বলে ডিকটিটরীই চেয়েছিলেন মৌলিকভাবে। এরই ফলশ্রুতিতে বর্তমান ইতালীর মুসোলিনির যে মর্যাদা তিনিও এর কাছাকাছি মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন।" [তাফহীমাত : ২য় খন্ড, ১২২ পৃ. ৫ম সংস্করন এবং নির্বাচিত রচনাবলী(বাংলা) ২য় খন্ড, ১৫১ পৃ, আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সংস্করন ১৯৯১ইং]
- **হযরত ইউনুস (আ.) সম্পর্কে:**
- "হযরত ইউনুস (আ.) থেকে রিসালাতের দায়িত্ব আদায় করার ব্যাপারে কিছু দুর্বলতা হয়ে গিয়েছিল।সম্ভবত তিনি ধৈর্যহারা হয়ে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আপন স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।" [তাফহিমুল কোরআন: ২য়খন্ড, সূরা ইউনুস (টিকা দ্রষ্টব্য) ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৪ ইং]
- হযরহ আদম (আ.) সম্পর্কে:
- "হযরহ আদম (আ.) মানবিক দূর্বলতায় আক্রান্ত ছিলেন। তিনি শয়তানী প্রলোভন হতে সৃষ্ট তরি- জযবায় আত্মভোলা হয়ে নিজ নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলেন। ফলে আনুগত্যের উচ্চ শিখর হতে নাফারমানীর অতল গহ্বরে গিয়ে পড়েন।" [তাফহিমুল কোরআন(উর্দু): ৩য়খন্ড, ১২৩ পৃ.]
- হযরত মুহাম্মাদ (স.) সম্পর্কে:

- “আল্লাহ তা'য়ালার নিকট কাতর কণ্ঠে এই আবেদন করুন, যে কাজের দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়েছিল, তা সম্পন্ন করার ব্যাপারে আপনার দ্বারা যে ভুল ত্রুটি হয়েছে কিম্বা তাতে যে অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে তা যেন তিনি ক্ষমা করে দেন।” [তাফহিমুল কোরআন (বাংলা) ১৯শ খন্ড, ২৮০পৃ. মুদ্রনে ওরিয়েন্টাল প্রেস, ঢাকা ১৯৮০ ইং; কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা(বাংলা) ১১২পৃ. ৮ম প্রকাশ, আধুনিক প্রকাশনী:জুন ২০০২]
- “মহানবী (স.) মানবিক দূর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। অর্থাৎ তিনি মানবিক দূর্বলতার বশীভূত হয়ে গুনাহ করেছিলেন।” [তরজমানুল কোরআন ৮৫ তম সংখ্যা, ২৩০পৃ.]
- “মহানবী (স.) নিজে মনগড়া কথা বলেছেন এবং নিজের কথায় নিজেই সন্দেহ পোষন করেছেন।” [তরজমানুল কোরআন, রবিউল আউয়াল সংখ্যা, ১৩৬৫ হিজরী]
- নবী-রাসুলগণ সকলেই মাসুম, তারা সকলেই নিষ্পাপ-এই হলো ইসলামী আকীদা। তবে জনাব আবুল আলা মওদুদী ইসলামের বদ্ধমূল এ আকীদার উপর কুঠারাঘাত করে এবং কুরআন ও সুন্নাহর চিরন্তন শিক্ষাকে পদদলিত করে আম্বিয়ায়ে কেরামের এ পূত পবিত্র জামাতের প্রতি কলংক লেপন করার উদ্দেশ্যে এমন ধৃষ্টতাপূর্ন কথা বলেছেন, যা কোন মুসলমানের পক্ষে বরদাশত করা সম্ভব নয়।
- **সকল নবী-রাসুল সম্পর্কে:**
- “ইসমত বা নিষ্পাপ হওয়াটা মুলত: নবীদের প্রকৃতিগত গুণ নয়।এখানে একটি সুক্ষ বিষয় এই যে, আল্লাহ তা'য়ালা ইচ্ছা করেই প্রত্যেক নবীর উপর থেকে কোন না কোন সময় তার হেফাজত উঠিয়ে নেন এবং তাদেরকে দু'একটি গুনাহে লিপ্ত হতে দেন। যাতে করে মানুষ যেন খোদা বলে ধারনা না করে এবং জেনে রাখে এরাও মানুষ।” [তাফহীমাত : ২য় খন্ড, ৪র্থ সংস্করন ৫৬/৫৭ পৃ. এবং নির্বাচিত রচনাবলী(বাংলা) ২য় খন্ড, ৭৪ পৃ, আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সংস্করন অক্টোবর ১৯৯১ইং]
- “বস্তুত: নবীগণ মানুষ হয়ে থাকেন এবং কোন মানুষই মু'মিনের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ মাপকাঠিতে সর্বদা অটল থাকতে সক্ষম হতে পারেনা। প্রায়শ:ই মানভীয় নাজুক মুহুর্তে নবীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ মানুষও কিছুক্ষনের জন্য মানবিক দুর্বলতার সামনে পরাভূত হয়ে যান।” [তাফহিমুল কোরআন ২য় খন্ড, ৩৪৩-৩৪৪ পৃ. সংস্করন ১৯৯০ইং]
- “কোন কোন নবী দ্বীনের চাহিদার উপর স্থির থাকতে পারেন নি। বরং তারা আপন মানবীয় দুর্বলতার কাছে হার মেনেছেন।” [তরজমানুল কোরআন, ৩৫ তম সংখ্যা : ৩২৭ পৃ.]
- ” অন্যদের কথা তো স্বতন্ত্র, প্রায়শ:ই পয়গম্বরগণও তাদের কু-প্রবৃত্তির মারাত্মক আক্রমনের সম্মুখিন হয়েছেন।” [তাফহীমাত : ২য় খন্ড, ৫ম সংস্করন ১৯৫ পৃ. এবং নির্বাচিত রচনাবলী(বাংলা) ২য় খন্ড, ২৮ পৃ, আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সংস্করন ১৯৯১ইং]
- *আসুন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কিছু কথা জেনে নেই*
- ১।মওদুদী সাহেব বলেছেন: “প্রত্যেক নবী গুনাহ করেছেন” (তাফহীমাত: ২য় খন্ড, পৃ:৪৩)
- ২। হযরত মুহাম্মদ (সা.) রিসালাতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করেছেন, তাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। (তাফহীমুল কুরআন, সুরায়ে নসর এর তাফসীর)
- ৩।সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি নন এমনকি অনুকরণ-অনুসরণের যোগ্যও নন।(দস্তুরে জামাতে ইসলামী, পৃ, ০৭)
- ৪।হযরত আবু বকর (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব পালনে সম্পুর্ণ অযোগ্য ছিলেন। (তাজদীদ ও ইয়াহইয়ায়ে দীন: ২২,)
- ৫।হযরত আলী (রা.) অন্যায় কাজ করেছেন (খেলাফত ও মুলুকিয়াত: ১৪৩)
- *হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. বলেছেন মওদুদী জামাত পথভ্রষ্ট; তাদের আক্বীদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিপন্থী।
- **এই বইগুলো দেখুন-**
- ১. ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) -জাস্টিস তাকী উসমানী (রশীদ কল্যান ট্রাস্ট)
- ২. মাওলানা মওদূদীর সাথে আমার সাহচার্যের ইতিবৃত্ত – মাওলানা মনজুর নোমানী (রহঃ) (ঐ)
- ৩. মওদূদী সাহেব ও ইসলাম -মুফতি রশীদ আহমাদ লুধীয়ানভী (রঃ) (দারুল উলুম লাইব্রেরী-৩৭,নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার)
- ৪. মওদূদীর চিন্তাধারা ও মওদূদী মতবাদ -ইজহারে হক ফাউন্ডেশান; প্রাপ্তিস্থানঃ (দারুল উলুম লাইব্রেরী-৩৭,নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার)
- ৫. ফিতনায়ে মওদুদীয়াত – মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)
- ৬. ভুল সংশোধন -মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.)
- ৭. সতর্কবাণী -মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.)
- ৮. হক্ব বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব- আল্লামা আহমাদ শফী, হাটহাজারী।
- ৯. ঈমান ও আক্বীদা -ইসলামিক রিসার্স সেন্টার, বসুন্ধরা।
- ১০. ফতোয়ায়ে দারুল উলূম (আংশিক)
- ১১. ইসলামি আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ -মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন(১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা)
- ১২. আহসানুল ফতোয়া
- যাদের সত্য যাচাইয়ের প্রয়োজন তারা ইচ্ছে করলেই তা করতে পারেন।
- ইনশাআল্লাহ চলবে.....

- মওদুদী মতবাদের স্বরূপ উন্মোচন: [২য় পর্ব
- --
- মওদুদী ছাহেবের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামী আইন ও সংবিধান প্রণীত হবে না। আর সংবিধান প্রণীত না হলে শরী'আতও থাকবে না। তাই যে দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেদেশে ইবাদত ও আনুগত্য করার কোন সুযোগ নেই। কারণ রাষ্ট্রক্ষমতা যেমন অর্জিত হয়নি, তেমনি সংবিধানও প্রণীত হয়নি। সুতরাং শরী'আত ও ইবাদত কোথায় থেকে আসবে? তাছাড়া দ্বীন বলতে কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা, তাই তা অর্জন ছাড়া ইসলাম অনুপস্থিত। এ জন্য বর্তমানে মুসলিমরা যে শরী'আত পালন করছে, তাদের দৃষ্টিতে তা শরী'আত নয়।
- উক্ত দাবীর ফলে স্বভাবতই প্রশ্ন সৃষ্টি হবে, ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত একজন মুসলিম কী করবে? মুসলিম থাকার জন্য এবং আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আত পালন করার জন্য কি ইসলামী রাষ্ট্র শর্ত? বর্তমানে ইবাদতের নামে ছালাত (নামায), ছিয়াম (রোজা), হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আদায় করে কোন লাভ হবে কি? উক্ত প্রশ্নগুলোর প্রেক্ষিতে তিনি জবাব দিয়েছেন যে, এগুলো মূলতঃ ট্রেনিং কোর্স ও বড় ইবাদতে পৌঁছার সিঁড়ি।
- তাঁর মতে উক্ত ইবাদতগুলোও ঐ 'বড় ইবাদত' বা রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের আশায় করা হচ্ছে। তাহলে ইবাদতগুলো আল্লাহ্‌র উদ্দেশে না হয়ে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশেই হচ্ছে। এটাই তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাছাড়া এগুলো 'প্রশিক্ষণ কোর্স' হলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর তা পালন করার প্রয়োজন থাকে না। এই স্থানে এসে মওদূদী ছাহেবের থিওরি ছূফীবাদের সাথে মিলে গেছে। কারণ ছূফীদের দৃষ্টিতে 'ফানাফিল্লাহ' হয়ে গেলে আর কোন ইবাদত করা লাগে না। [দলীলঃ আল-ফাছল ফিল মিলাল ৪/১৪৩ পৃষ্ঠা] অন্যদিকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে যারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিবে তারা আল্লাহ্‌র কাছে কী দাবী করবে? কারণ তারা তো আল্লাহ্‌র উদ্দেশে কিছুই করেনি। যা করেছে সবই রাষ্ট্রক্ষমতার অর্জনের জন্য।
- .বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ উক্ত দর্শনের সাথে খারেজী, শী'আ, রাফেযী ও ছূফী দর্শনের মিল রয়েছে। যেমন- (ক) খারেজীদের মূল উদ্দেশ্য হল যেকোন পন্থায় রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করা (খ) শী'আদের উদ্দেশ্যও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সে জন্য তারা নেতৃত্বকে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার সাথে সংযুক্ত করেছে এবং দ্বীনের রুকন সমূহের মধ্যে একটি রুকন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। (গ) অনুরূপ শী'আদের অন্যতম উপদল রাফেযীরা 'রাষ্ট্রক্ষমতা' অর্জনকে দ্বীনের মূলনীতি সমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রধান মূলনীতি হিসাবে নির্ধারণ করেছে। (ঘ) আর ছূফীদের আক্বীদা হল, যিকির ও যুহদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র মধ্যে বিলীন হলে বা ফানাফিল্লাহ হলে আর ইবাদতের প্রয়োজন হয় না। উক্ত মতবাদগুলোর সাথে মওদূদী ছাহেবের মতের মিল থাকার কারণে অনেকেই তাকে রাফেযী বলেছেন, কেউ শী'আ বলেছেন। হানাফী আলেমগণ তাকে হানাফী বলে স্বীকার করেননি। যদিও তিনি নিজেকে হানাফী বলেছেন।
- [দলীলঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল অনুবাদ : আব্দুল মান্নান তালিব ও আব্দুল আযীয (ঢাকা : শাতাব্দী প্রকাশনী, জুন ২০০৯), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪০]
- সুধী পাঠক! পবিত্র কুরআনের এই অভিনব কল্পিত ব্যাখ্যা এবং চোখ ঝলসানো চাকচিক্যময় যুক্তির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্র কায়েমের প্রতি প্রলোভন দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ পরহেযগার, মুত্তাক্বী, ঈমানদার, আলেম-ওলামা ও ইসলামী পণ্ডিতগণকে বুঝানো হয়েছে যে, তাঁরা যেন আমল-ইবাদত সমূহকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ না মনে করেন; বরং রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনকেই 'বড় ইবাদত' মনে করেন। এ কারণেই মানুষ আজ তাওহীদী আক্বীদা ও আমলকে অতি তুচ্ছ মনে করছে; ইসলামের অসংখ্য বিধানকে প্রত্যাখ্যান করছে। শুধু ক্ষমতা দখলের জন্য ছুটছে। অথচ শী'আদের উক্ত দর্শন সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন,
- 'নেতৃত্বের প্রসঙ্গকে দ্বীনের আহকামের দাবীগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা এবং মুসলিমদের অন্যান্য তামাম বিষয়ের মধ্যে তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যে চরম মিথ্যাচার,.. বরং এটা কুফরী। [দলীলঃ ইবনু তাইমিয়াহ, মুখতাছার মিনহাজুস সুন্নাহ, সংক্ষেপায়নেঃ শায়খ আব্দুল্লাহ আল-ফানীমান (রিয়ায : মাকতাবাতুল কাওসার, ১৯৯১/১৪১১, ১/২৮ পৃষ্ঠা।]
- .সুধী পাঠক! রাফেযী মতবাদকেই যদি ইবনু তায়মিয়াহ 'কুফরী মতবাদ' বলে থাকেন, তাহলে আজ তিনি বেঁচে থাকলে মওদূদী মতবাদ সম্পর্কে কী বলতেন! অতএব ক্ষমতা অর্জনের এই সংস্কৃতির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ এই লোভ নাশকতা ও নৈরাজ্যের জন্ম দেয়। ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিজরী) উক্ত মর্মে মুহাল্লাব (রহিমাহুল্লাহ)-এর উক্তি পেশ করেছেন। তিনি বলেন,

- ‘রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি লোভ লালসাই জনগণের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ সৃষ্টির মূল কারণ। অবশেষে এতে তুমুল রক্তপাত ঘটে এবং মানুষের ধন-সম্পদ ও ইযযত-আবরুকে বৈধ মনে করা হয়। আর এ কারণেই পৃথিবীতে বিশৃংখলা-বিপর্যয় বিরাট আকার ধারণ করে’। [দলীলঃ ফাৎহুল বারী শরহে সহীহ বুখারী ১৩/১৫৮ পৃষ্ঠা, হাদিস/৭১৪৯-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ‘আহকাম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭]
- [চলবে]
- উক্ত দাবীর ফলে স্বভাবতই প্রশ্ন সৃষ্টি হবে, ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত একজন মুসলিম কী করবে? মুসলিম থাকার জন্য এবং আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আত পালন করার জন্য কি ইসলামী রাষ্ট্র শর্ত? বর্তমানে ইবাদতের নামে ছালাত (নামায), ছিয়াম (রোজা), হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আদায় করে কোন লাভ হবে কি? উক্ত প্রশ্নগুলোর প্রেক্ষিতে তিনি জবাব দিয়েছেন যে, এগুলো মূলতঃ ট্রেনিং কোর্স ও বড় ইবাদতে পৌঁছার সিঁড়ি।
-
- তাঁর মতে উক্ত ইবাদতগুলোও ঐ ‘বড় ইবাদত’ বা রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের আশায় করা হচ্ছে। তাহলে ইবাদতগুলো আল্লাহ্‌র উদ্দেশে না হয়ে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশেই হচ্ছে। এটাই তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাছাড়া এগুলো ‘প্রশিক্ষণ কোর্স’ হলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর তা পালন করার প্রয়োজন থাকে না। এই স্থানে এসে মওদূদী ছাহেবের থিওরি ছূফীবাদের সাথে মিলে গেছে। কারণ ছূফীদের দৃষ্টিতে ‘ফানাফিল্লাহ’ হয়ে গেলে আর কোন ইবাদত করা লাগে না। [দলীলঃ আল-ফাছল ফিল মিলাল ৪/১৪৩ পৃষ্ঠা] অন্যদিকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে যারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিবে তারা আল্লাহ্‌র কাছে কী দাবী করবে? কারণ তারা তো আল্লাহ্‌র উদ্দেশে কিছুই করেনি। যা করেছে সবই রাষ্ট্রক্ষমতার অর্জনের জন্য।
- .
- **বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ** উক্ত দর্শনের সাথে খারেজী, শী'আ, রাফেযী ও ছূফী দর্শনের মিল রয়েছে। যেমন- (ক) খারেজীদের মূল উদ্দেশ্য হল যেকোন পন্থায় রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করা (খ) শী'আদের উদ্দেশ্যও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সে জন্য তারা নেতৃত্বকে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার সাথে সংযুক্ত করেছে এবং দ্বীনের রুকন সমূহের মধ্যে একটি রুকন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। (গ) অনুরূপ শী'আদের অন্যতম উপদল রাফেযীরা ‘রাষ্ট্রক্ষমতা’ অর্জনকে দ্বীনের মূলনীতি সমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রধান মূলনীতি হিসাবে নির্ধারণ করেছে। (ঘ) আর ছূফীদের আক্বীদা হল, যিকির ও যুহদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র মধ্যে বিলীন হলে বা ফানাফিল্লাহ হলে আর ইবাদতের প্রয়োজন হয় না। উক্ত মতবাদগুলোর সাথে মওদূদী ছাহেবের মতের মিল থাকার কারণে অনেকেই তাকে রাফেযী বলেছেন, কেউ শী'আ বলেছেন। হানাফী আলেমগণ তাকে হানাফী বলে স্বীকার করেননি। যদিও তিনি নিজেকে হানাফী বলেছেন।
- [দলীলঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল অনুবাদ : আব্দুল মান্নান তালিব ও আব্দুল আযীয (ঢাকা : শাতাব্দী প্রকাশনী, জুন ২০০৯), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪০]
- .
- সুধী পাঠক! পবিত্র কুরআনের এই অভিনব কল্পিত ব্যাখ্যা এবং চোখ ঝলসানো চাকচিক্যময় যুক্তির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্র কায়েমের প্রতি প্রলোভন দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ পরহেযগার, মুত্তাক্বী, ঈমানদার, আলেম-ওলামা ও ইসলামী পণ্ডিতগণকে বুঝানো হয়েছে যে, তাঁরা যেন আমল-ইবাদত সমূহকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ না মনে করেন; বরং রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনকেই ‘বড় ইবাদত’ মনে করেন। এ কারণেই মানুষ আজ তাওহীদী আক্বীদা ও আমলকে অতি তুচ্ছ মনে করছে; ইসলামের অসংখ্য বিধানকে প্রত্যাখ্যান করছে। শুধু ক্ষমতা দখলের জন্য ছুটছে। অথচ শী'আদের উক্ত দর্শন সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন,
- ‘নেতৃত্বের প্রসঙ্গকে দ্বীনের আহকামের দাবীগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা এবং মুসলিমদের অন্যান্য তামাম বিষয়ের মধ্যে তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যে চরম মিথ্যাচার,.. বরং এটা কুফরী। [দলীলঃ ইবনু তাইমিয়াহ, মুখতাছার মিনহাজুস সুন্নাহ, সংক্ষেপায়নেঃ শায়খ আব্দুল্লাহ আল-ফানীমান (রিয়ায : মাকতাবাতুল কাওসার, ১৯৯১/১৪১১, ১/২৮ পৃষ্ঠা।]
- .
- সুধী পাঠক! রাফেযী মতবাদকেই যদি ইবনু তায়মিয়াহ ‘কুফরী মতবাদ’ বলে থাকেন, তাহলে আজ তিনি বেঁচে থাকলে মওদূদী মতবাদ সম্পর্কে কী বলতেন! অতএব ক্ষমতা অর্জনের এই সংস্কৃতির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ এই লোভ নাশকতা ও নৈরাজ্যের জন্ম দেয়। ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিজরী) উক্ত মর্মে মুহাল্লাব (রহিমাহুল্লাহ)-এর উক্তি পেশ করেছেন। তিনি বলেন,
-

- ‘রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি লোভ লালসাই জনগণের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ সৃষ্টির মূল কারণ। অবশেষে এতে তুমুল রক্তপাত ঘটে এবং মানুষের ধন-সম্পদ ও ইযযত-আবরুকে বৈধ মনে করা হয়। আর এ কারণেই পৃথিবীতে বিশৃংখলা-বিপর্যয় বিরাট আকার ধারণ করে’। [দলীলঃ ফাৎহুল বারী শরহে সহীহ বুখারী ১৩/১৫৮ পৃষ্ঠা, হাদিস/৭১৪৯-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ‘আহকাম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭]
- [চলবে]

- মতবাদের স্বরূপ উন্মোচন: [৩য় পর্ব]
- -----------উক্ত দর্শনের কারণেই অসংখ্য মুসলিম এই চরমপন্থী মতবাদের মরণ ফাঁদে আটকে পড়েছে। আর আক্বীদাগত পার্থক্যের কারণে এরা শত ভাগে বিভক্ত হয়েছে। বর্তমানে তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দু'টি পদ্ধতি দৃশ্যমান। (ক) সশস্ত্র বিপ্লব (খ) গণতান্ত্রিক ভোটাভুটি। তবে শেষোক্ত পদ্ধতির উদ্যোক্তাগণ প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে সক্ষম হলে কখনো হাত ছাড়া করবে না। এমন আক্বীদা পোষণকারীরা দ্বীনের নামে দুনিয়া ভোগ করার যে প্রতিযোগিতায় নেমেছে, তাতে তারা দুনিয়াও হারাচ্ছে আখেরাতও হারাচ্ছে। কারণ:
- (১) দ্বীন ক্বায়েমের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলো কেবল একটি ক্ষেত্র রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনের সিঁড়ি গণ্য করা হয়। ফলে ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য থাকলেও অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতে দ্বীন পালন করা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয় না; বরং উদ্দেশ্য থাকে ক্ষমতা অর্জনের সিঁড়িকে মযবুত করা।
- .(২) যারা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন করতে চায়, তাদের মূল লক্ষ্য থাকে- নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সশস্ত্র ক্যাডার তৈরি করা, সাধারণ জনগণ উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে ব্যালটধারীদের মূল লক্ষ্য হল চতুর্মুখী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নেতা-কর্মী, যারা জনগণের ভোটের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। জনগণের মধ্যে দ্বীন থাক বা না থাক সেদিকে ভ্রূক্ষেপ থাকে না। ভোটই তাদের মুখ্য বিষয়।
- (৩) নেতা-কর্মীদের দাওয়াতী কাজের উদ্দেশ্য হয় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বীন কায়েমের জন্য নানারূপী প্রশিক্ষণ ও কৌশল শিক্ষা দেয়া। সেখানে তাওহীদ ভিত্তিক ঈমান-আক্বীদা ও আমল ইবাদতের যেমন কোন গুরুত্ব থাকে না, তেমনি তাওহীদ ও শিরক, সুন্নাত ও বিদ'আত, ছহীহ ও যঈফ সঠিক-বেঠিকের পার্থক্যের প্রয়োজন হয় না। বরং এ সমস্ত বিষয়কে অতি তুচ্ছ ও খুঁটিনাটি বলে তাচ্ছিল্য করা হয়। প্রচার করা হয় যে, এগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন না। পক্ষান্তরে ঐ রাষ্ট্রক্ষমতা আয়ত্ত করাকেই 'বড় ইবাদত' গণ্য করা হয়।
- .
- (৪) লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে কেবল নেতা-কর্মীরাই মাত্র একটি ক্ষেত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয় (যদিও তা ত্রুটিপূর্ণ)। আর অন্যান্য ক্ষেত্র সম্পর্কে জানা-বুঝার বিষয়টি সম্পূর্ণ অবহেলিত থেকে যায়। এর প্রভাবে জনসাধারণও দ্বীন সম্পর্কে কোন ধারণা পায় না, বরং অজ্ঞই থেকে যায়।
- .
- (৫) কথিত জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য আবেগপ্রবণ হয়ে বিভিন্ন ইতিহাস, স্মরণীয় ঘটনা, কল্পিত কেচ্ছ-কাহিনী, মিথ্যা বর্ণনার প্রতিই তাদের বেশী ঝোঁক থাকে। কুরআন-সুন্নাহ ও অন্যান্য মৌলিক বিষয় সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের ব্যাপকতা একেবারেই শূন্যের কোটায়।
- .
- (৬) ক্ষমতা অর্জনের উপর্যুপরি বাসনায় আবদ্ধ হয়ে সঠিকতা বিচারের বিবেক হারিয়ে ফেলে। এমনকি স্বার্থসিদ্ধির জন্য হক-বাতিল, বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারাম, ইসলামী, অনৈসলামী বিষয় সমূহের মধ্যে পার্থক্যেরও তোয়াক্কা করা হয় না। দলীয় স্বার্থে নিরপরাদ মানুষকে হত্যা করতেও তারা কুণ্ঠিত হয় না।
- .
- (৭) অবশেষে দ্বীন কায়েমে ব্যর্থ হলে বা বাধাপ্রাপ্ত হলে একদিকে হতাশাগ্রস্ত হয়, অন্যদিকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হতে হয়। কারণ তাদের সন্তুষ্টির মূল মাধ্যম যেটা তা অর্জিত হয়নি। অন্যরাও নিরাশায় চোরাগলিতে সার্বক্ষণিক দংশিত হয়। দ্বীন কায়েমের ভুল ব্যাখ্যার কারণে তারা এভাবে উভয়টিই হারায়।
- .
- নেতৃত্ব বা রাষ্ট্রক্ষমতা এমন একটি আকর্ষণীয় বিষয় যে, ইসলামের নামে যত ভ্রান্ত দলের সূচনা হয়েছে, সবই ক্ষমতাকে লক্ষ্য করেই হয়েছে। কিন্তু শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব কতটুকু? এটা ভাবার বিষয়। যেমন- মানব জীবনের সবকিছুই দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। একটি আক্বীদা অন্যটি আমল অর্থাৎ বিশ্বাস ও কর্ম। সবকিছুই এ দু'য়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তবে এর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী কী? এ প্রশ্নের উত্তরে বেরিয়ে আসবে আক্বীদার মূল ছয়টি রুকন আর আমল বা ইসলামের মূল পাঁচটি রুকন, যা শরী'আতের অন্যান্য বিষয়গুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাগ্রে পালনীয়; কিন্তু ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ঈমান ও ইসলামের রুকনের অন্তর্ভুক্ত নয়। এজন্য খারেজী ও শী'আরা ইমামত বা রাষ্ট্রক্ষমতাকে ঈমান ও ইসলামের রুকনের অন্তর্ভুক্ত করেছে। কারণ এটা না করলে কেউ গুরুত্ব দিবে না। অতএব কেউ নিজে পালন করতে চাইলে সর্বাগ্রে প্রধান বিষয়গুলো পালন করবে। অনুরূপ কেউ দাওয়াতী কাজ করতে চাইলে সর্বাগ্রে ঐ প্রধান বিষয়গুলোর প্রতি দাওয়াত দিতে হবে এবং প্রতিষ্ঠা করবে। কারণ এগুলো ছাড়া কোন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মুসলিম হতে পারে না। নবী-রাসূলগণ তাই সর্বাগ্রে এ দিকেই দাওয়াত দিয়েছেন।

- .
- **শাইখুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,**
- "নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে যখন কাফেরেরা ইসলাম গ্রহণ করত, তখন তাদের উপর ইসলামের বিধান জারী হত। ঐ অবস্থায় তাদেরকে রাষ্ট্রক্ষমতার কথা বলা হত না। আর এটা রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কেউ বর্ণনাও করেননি। এ মর্মে কোন আম বর্ণনাও নেই, খাছ বর্ণনাও নেই। বরং আমরা দৃঢ়তার সাথে জানি যে, কাফেরেরা ইসলামে প্রবেশ করতে চাইলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের কাছে রাষ্ট্রীয় ইমামের কথা উল্লেখ করতেন না। সুতরাং দ্বীনের আহকামের মধ্যে এটা কিভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে? [দলীলঃ মুখতাছার মিনহাজুস সুন্নাহ ১/২৯ পৃষ্ঠা]
-
- উল্লেখ্য যে, উপমহাদেশে 'রাজনীতিই ধর্ম' এই দর্শনের আবির্ভাব ঘটলে আহলেহাদীছগণ সর্বাগ্রে তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। অনুরূপ হানাফী মাযহাবের বিদ্বানগণও প্রতিবাদ জানান এবং এই দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেন।
- [দলীলঃ আলোচনা দ্রষ্টব্য আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী, 'একটি পত্রের জওয়াব' ও মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'তিনটি মতবাদ' বই দ্রষ্টব্য]
- .জানা আবশ্যক যে, ইসলামে দ্বীন ক্বায়েমের অব্যাহত ধারা নূহ (আঃ)-এর যুগ থেকেই চলে আসছে। এটা নতুন কিছু নয়। সর্বশেষ নবী হিসাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও তার বাস্তব রূপরেখা প্রদর্শন করে গেছেন। তাই সেই চিরন্তন ধারাকে প্রত্যাখ্যান করে নতুন দর্শনের দিকে ফিরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই।
- [চলবে]
- **#সুন্নাহর_পথযাত্রী__**
- (১) দ্বীন ক্বায়েমের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলো কেবল একটি ক্ষেত্র রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনের সিঁড়ি গণ্য করা হয়। ফলে ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য থাকলেও অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতে দ্বীন পালন করা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয় না; বরং উদ্দেশ্য থাকে ক্ষমতা অর্জনের সিঁড়িকে মযবুত করা।
- .
- (২) যারা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন করতে চায়, তাদের মূল লক্ষ্য থাকে- নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সশস্ত্র ক্যাডার তৈরি করা, সাধারণ জনগণ উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে ব্যালটধারীদের মূল লক্ষ্য হল চতুর্মুখী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নেতা-কর্মী, যারা জনগণের ভোটের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। জনগণের মধ্যে দ্বীন থাক বা না থাক সেদিকে ভ্রূক্ষেপ থাকে না। ভোটই তাদের মুখ্য বিষয়।
- .
- (৩) নেতা-কর্মীদের দাওয়াতী কাজের উদ্দেশ্য হয় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বীন কায়েমের জন্য নানারূপী প্রশিক্ষণ ও কৌশল শিক্ষা দেয়া। সেখানে তাওহীদ ভিত্তিক ঈমান-আক্বীদা ও আমল ইবাদতের যেমন কোন গুরুত্ব থাকে না, তেমনি তাওহীদ ও শিরক, সুন্নাত ও বিদ'আত, ছহীহ ও যঈফ সঠিক-বেঠিকের পার্থক্যের প্রয়োজন হয় না। বরং এ সমস্ত বিষয়কে অতি তুচ্ছ ও খুঁটিনাটি বলে তাচ্ছিল্য করা হয়। প্রচার করা হয় যে, এগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন না। পক্ষান্তরে ঐ রাষ্ট্রক্ষমতা আয়ত্ত করাকেই 'বড় ইবাদত' গণ্য করা হয়।
- .
- (৪) লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে কেবল নেতা-কর্মীরাই মাত্র একটি ক্ষেত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয় (যদিও তা ত্রুটিপূর্ণ)। আর অন্যান্য ক্ষেত্র সম্পর্কে জানা-বুঝার বিষয়টি সম্পূর্ণ অবহেলিত থেকে যায়। এর প্রভাবে জনসাধারণও দ্বীন সম্পর্কে কোন ধারণা পায় না, বরং অজ্ঞই থেকে যায়।
- .
- (৫) কথিত জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য আবেগপ্রবণ হয়ে বিভিন্ন ইতিহাস, স্মরণীয় ঘটনা, কল্পিত কেচ্ছা-কাহিনী, মিথ্যা বর্ণনার প্রতিই তাদের বেশী ঝোঁক থাকে। কুরআন-সুন্নাহ ও অন্যান্য মৌলিক বিষয় সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের ব্যাপকতা একেবারেই শূন্যের কোটায়।
- .
- (৬) ক্ষমতা অর্জনের উপর্যুপরি বাসনায় আবদ্ধ হয়ে সঠিকতা বিচারের বিবেক হারিয়ে ফেলে। এমনকি স্বার্থসিদ্ধির জন্য হক-বাতিল, বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারাম, ইসলামী, অনৈসলামী বিষয় সমূহের মধ্যে পার্থক্যেরও তোয়াক্কা করা হয় না। দলীয় স্বার্থে নিরপরাদ মানুষকে হত্যা করতেও তারা কুণ্ঠিত হয় না।
- .
- (৭) অবশেষে দ্বীন কায়েমে ব্যর্থ হলে বা বাধাপ্রাপ্ত হলে একদিকে হতাশাগ্রস্ত হয়, অন্যদিকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হতে হয়। কারণ তাদের সন্তুষ্টির মূল মাধ্যম যেটা তা অর্জিত হয়নি। অন্যরাও নিরাশায় চোরাগলিতে সার্বক্ষণিক দংশিত হয়। দ্বীন কায়েমের ভুল ব্যাখ্যার কারণে তারা এভাবে উভয়টিই হারায়।
- .

- নেতৃত্ব বা রাষ্ট্রক্ষমতা এমন একটি আকর্ষণীয় বিষয় যে, ইসলামের নামে যত ভ্রান্ত দলের সূচনা হয়েছে, সবই ক্ষমতাকে লক্ষ্য করেই হয়েছে। কিন্তু শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব কতটুকু? এটা ভাবার বিষয়। যেমন- মানব জীবনের সবকিছুই দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। একটি আক্বীদা অন্যটি আমল অর্থাৎ বিশ্বাস ও কর্ম। সবকিছুই এ দু'য়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তবে এর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী কী? এ প্রশ্নের উত্তরে বেরিয়ে আসবে আক্বীদার মূল ছয়টি রুকন আর আমল বা ইসলামের মূল পাঁচটি রুকন, যা শরী'আতের অন্যান্য বিষয়গুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাগ্রে পালনীয়; কিন্তু ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ঈমান ও ইসলামের রুকনের অন্তর্ভুক্ত নয়। এজন্য খারেজী ও শী'আরা ইমামত বা রাষ্ট্রক্ষমতাকে ঈমান ও ইসলামের রুকনের অন্তর্ভুক্ত করেছে। কারণ এটা না করলে কেউ গুরুত্ব দিবে না। অতএব কেউ নিজে পালন করতে চাইলে সর্বাগ্রে প্রধান বিষয়গুলো পালন করবে। অনুরূপ কেউ দাওয়াতী কাজ করতে চাইলে সর্বাগ্রে ঐ প্রধান বিষয়গুলোর প্রতি দাওয়াত দিতে হবে এবং প্রতিষ্ঠা করবে। কারণ এগুলো ছাড়া কোন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মুসলিম হতে পারে না। নবী-রাসূলগণ তাই সর্বাগ্রে এ দিকেই দাওয়াত দিয়েছেন।
- .
- **শাইখুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,**
- "নিশ্চয় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে যখন কাফেরেরা ইসলাম গ্রহণ করত, তখন তাদের উপর ইসলামের বিধান জারী হত। ঐ অবস্থায় তাদেরকে রাষ্ট্রক্ষমতার কথা বলা হত না। আর এটা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কেউ বর্ণনাও করেননি। এ মর্মে কোন আম বর্ণনাও নেই, খাছ বর্ণনাও নেই। বরং আমরা দৃঢ়তার সাথে জানি যে, কাফেরেরা ইসলামে প্রবেশ করতে চাইলে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের কাছে রাষ্ট্রীয় ইমামের কথা উল্লেখ করতেন না। সুতরাং দ্বীনের আহকামের মধ্যে এটা কিভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে? [দলীলঃ মুখতাছার মিনহাজুস সুন্নাহ ১/২৯ পৃষ্ঠা]
- উল্লেখ্য যে, উপমহাদেশে 'রাজনীতিই ধর্ম' এই দর্শনের আবির্ভাব ঘটলে আহলেহাদীছগণ সর্বাগ্রে তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। অনুরূপ হানাফী মাযহাবের বিদ্বানগণও প্রতিবাদ জানান এবং এই দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেন।
- [দলীলঃ আলোচনা দ্রষ্টব্য আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী, 'একটি পত্রের জওয়াব' ও মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'তিনটি মতবাদ' বই দ্রষ্টব্য]
- .জানা আবশ্যক যে, ইসলামে দ্বীন ক্বায়েমের অব্যাহত ধারা নূহ (আঃ)-এর যুগ থেকেই চলে আসছে। এটা নতুন কিছু নয়। সর্বশেষ নবী হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও তার বাস্তব রূপরেখা প্রদর্শন করে গেছেন। তাই সেই চিরন্তন ধারাকে প্রত্যাখ্যান করে নতুন দর্শনের দিকে ফিরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই।
- [চলবে]
- #সুন্নাহর_পথযাত্রী

-
- মওদুদী মতবাদের স্বরূপ উন্মোচন! [৪র্থ পর্ব]
- ------------------------------- ---------------- ----------------
- (দুই) ঈমান ও ইসলামের রুকনের মর্যাদা বিনষ্টঃ
- মওদূদী ছাহেবের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনই বড় ইবাদত এবং ব্যাখ্যা করে সেটাকে পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। [দলীলঃ খুত্বাত (উর্দু), পৃষ্ঠা ৩২০; তাফহীমাত (উর্দু), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৯]
- পর্যালোচনাঃ
- ঈমানের রুকন ছয়টি। আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাগণ, কিতাব সমূহ, রাসূলগণ, পরকালের প্রতি এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান পোষণ করা। ইসলামের রুকন পাঁচটি। শাহাদাত, ছালাত (নামায), যাকাত, ছিয়াম (রোযা), ও হজ্জ। ঈমান ও ইসলামের রুকনের মধ্যে রাজনীতি বা রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি উল্লেখিত হয়নি। অথচ তাকেই 'বড় ইবাদত' বলে গণ্য করা হয়েছে, যা শী'আ ও খারেজী আক্বীদার সাথে মিলে গেছে। বড় বিস্ময়ের ব্যাপার হল, এটা ইবাদতে তাওক্বীফীও নয়। এটা মু'আমালার অন্তর্ভুক্ত। আর ঈমানের রুকনগুলোর প্রতি যেকোন অবস্থায় চূড়ান্ত বিশ্বাস রাখা ফরয। অনুরূপ ছালাত (নামায), ছিয়াম (রোযা), যাকাত ও হজ্জ ফরয ইবাদত। এগুলো পরিবর্তনশীলও নয়, ইচ্ছাধীনও নয়; মানুষের ইচ্ছার উপরে ছেড়ে দেয়া হয়নি। কারণ এগুলো ইবাদতে তাওক্বীফী। মু'আমালার বিষয়টি ইচ্ছাধীন। কারণ বৈষয়িক জীবনে কেউ চাকরী করতে পারে, কেউ ব্যবসা করতে পারে, কেউ ডাক্তারি করতে পারে, আবার কেউ কৃষি কাজ করতে পারে। এগুলো তার জন্য ইচ্ছাধীন। তবে এগুলো পালনের ক্ষেত্রে দ্বীনের সুনির্দিষ্ট মূলনীতি রয়েছে, যেগুলো অনুসরণ করা আবশ্যক।

- ভ্রান্ত জামায়াতে ইসলামীঃ পর্ব-০৫
- (তিন) 'ছিরাতে মস্তাক্বীম'-এর রাজনৈতিক ব্যাখ্যাঃ
- মাওলানা মওদূদী ছাহেব সূরা ফাতিহার তাফসীর করতে গিয়ে 'ছিরাতে মস্তাক্বীম'-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'জীবনের অসংখ্য পথের মধ্য থেকে চিন্তা ও কর্মের সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট রাজপথটি আমাদের দেখাও'।
- [দলীলঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, অনুবাদঃ আবদুল মান্নান তালিব (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী ১০ম সংস্করণঃ মার্চ ১৯৯৭), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩]
- পর্যালোচনাঃ
- পবিত্র কুরআনের এমন কোন অভিনব ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ নেই, যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং ছাহাবায়ে কেরামের বুঝের বিপরীত হবে। 'ছিরাতে মস্তাক্বীম' দ্বারা রাজপথ বুঝানো হয়নি। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেছেন, এর অর্থ ইসলাম। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহ্‌র কিতাব। [দলীলঃ তাফসীরে তাবারী ১/১৭৩ পৃষ্ঠা, সনদ সহীহ]। ইবনু আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু)ও বলেছেন, ইসলাম। অন্যত্র তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র দ্বীন। ইবনু কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, স্পষ্ট পথ, যাতে বক্রতা নেই। [দলীলঃ ইবনু কাছীর ১/১৩৮ পৃষ্ঠা]। তাছাড়া কুরআনের আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অসংখ্য বক্র পথের মধ্যে সোজা পথ কেবল একটি। সেটাই ছিরাতে মস্তাক্বীম। সেটা হল ইসলাম ও হেদায়াতের পথ, যে পথের প্রকৃত অনুসারী হলেন, নবী, ছিদ্দীক্ব, শহীদ, ছালেহীন ও ছাহাবায়ে কেরাম (০৫। সূরা মায়েদা আয়াত ১৫৩; ০৪। সূরা নিসা আয়াত ৬৯ ও ১১৫)। [দলীলঃ আহমাদ হাদিস/৪১৪২, সনদ সহীহ]।
- মাওলানা মওদূদী রাজনৈতিক চোখ দ্বারা তাফসীর করতে গিয়ে শুধু রাজপথটিই দেখতে পেয়েছেন। ইসলামের আক্বীদা ও আমল সমূহ দেখার চেষ্টা করেননি। এটা তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও দলীয় ব্যাখ্যা, যা পৃথিবীর কোন বিদ্বান করেননি।

জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওদূদীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

- হিজরী সন ১৩২১ সালের ৩রা রজব ১৯০৩ ইং জনাব আবুলআলা মওদূদী (পাকিস্তানের) আওরঙ্গাবাদ শহরের আইন ব্যবসায়ী জনাব আহমদ হাসানমওদূদীর গৃহে জন্ম লাভ করেন। মওদূদী সাহেব নিজের ভাষায় বলেছিলেন, তার শিক্ষাগত যোগ্যতাহচ্ছে আলেম বা ইন্টারমিডিয়েট যাকে তৎকালিন মৌলভী পাশ বলা হতো। অর্থাৎ তিনি আলেম পর্যন্তলেখা-পড়া করেছিলেন । স্বীয় পিতারআর্থিক অবস্থা ভাল না হওয়ায় উচ্চ ডিগ্রি অর্জন করতে ব্যর্থহন তিনি । তবে বাল্যকালথেকে লেখা-লেখি ও সাহিত্য চর্চা ছিল তার অন্যতম ভাল অভ্যাস। কিন্তুধীরে ধীরে এ অভ্যাসকে সে নিজের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম ও ছোটকালে লালিতবিতর্কিত ভ্রান্ত মতবাদ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে ঊনিশ শ' আঠারো সালে বিজনৌরথেকে প্রকাশিত মদীনা নামক পত্রিকায় সংবাদিকতা শুরু করেন। দীর্ঘ চৌদ্দবৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন লেখা-লেখি, সাংবাদিকতা, আন্দোলন, সংগ্রামের পর১৯৩২ সালে নিজের ভ্রান্ত মতবাদকে সর্বস্তরের মুসলমানদের মাঝেছড়িয়ে দেওয়ারলক্ষ্যে তারজুমানুল কুরআন নামক নিয়মিত মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা শুরুকরেন। এরপর ১৯৪১ সালের ২৬ আগস্ট লাহোরে তার এ ভ্রান্ত মতবাদকে রাষ্ট্রীয়রূপদেওয়ার দৃঢ় পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিষ্ঠা হলো 'জামাতে ইসলাম' নামক একটি ধর্মীয় সংগঠন। যে সংগঠন আজ উপমহাদেশে তার ভ্রান্তমতবাদকে প্রচার-প্রসারকরে অগণিত সরল প্রাণ মুসলমানদের ঈমান আকীদাকে ধ্বংস করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। তাই জনাব মওদূদীসাহেবের ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে এখানেসংক্ষিপ্ত আলোকপাত করছি। যাতে সরলপ্রাণ মুসলিম মিল্লাতকে তারভ্রান্ত মতবাদ থেকেনিজের ঈমান আকীদা হেফাজত করতে পারেন। -তথ্যসূত্রঃ মওদূদী একটি জীবন একটিইতিহাস-
- যে সব বিষয়ে মাওলানা মওদূদীর সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতেরমতপার্থক্য রয়েছে, তাহলো কুরআন, হাদীস, প্রিয় নবী, ইসলাম, ফেরেশতা, সাহাবায়ে কেরাম, মুজতাহিদ, ইমাম মাহদী, ওলামায়ে কেরাম, আওলিয়ায়ে এজাম, উসূলে হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, তাসাউফ, তাকলীদ, মাজহাব থেকে শুরুকরে আরো অসংখ্য বিষয়ে। এখানে মাত্র উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপস্থাপন করছি।

- মওদূদীর ভ্রান্ত আকীদা নবীগণ নিষ্পাপ নন!
- کسی وقتحفاظت نہیں اورایکلطیف نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعا لے نے بالارادہ ہر نبی سے کسی نہ عصمت انبیاءعلیہم السلام کے لوازم ذات سے اٹھا کر ایک دولغز شیی ہو جانےدی ہے
- নিষ্পাপ হওয়া আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের জন্যআবশ্যকীয় নয়, এতেএমন একটি সূক্ষ্ম রহস্য বিদ্যমান আছে যে,আল্লাহতাআলা ইচ্ছাপূর্বক প্রত্যেক নবী থেকে কোন না কোন মূহুর্তেস্বীয় হেফাজত উঠিয়েনিয়ে তাদের থেকে দু'একটিপদস্খলন পদচ্যুতি (গুনাহ) হতে দেন। নবীহওয়ার পূর্বে তো হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কর্তৃকও একটি বিরাট গুনাহেরকাজ সংঘটিতহয়ে গিয়েছিল। (রসায়েল ও মাসায়েল,পৃষ্ঠা ২৪, ১ম খন্ড। তাফহীমাত,আবুল আলা মওদূদী। ২য় খন্ড,৬ষ্ঠ মুদ্রণ, পৃষ্ঠা: ৫৭, পাকিস্তান।)
- প্রসিদ্ধ নবী দাউদ (আ.) সম্পর্কে:

- "হযরত দাউদ (আ.) এর কাজের মধ্যে নফস ও আভ্যন্তরীন কুপ্রবৃত্তিরকিছুটা দখল ছিল।অনুরুপভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের সাথেও তার কিছুটা সম্পর্ক ছিল।আর তা ছিল এমন ধরনের কাজ, যাহক পন্থায় শাসনকারী কোন মানুষের পক্ষেইশোভা পায়না।" [তাফহিমুল কোরআন(উর্দু):৪র্থ খন্ড, সুরা সাদ, ৩২৭পৃ. ১ম সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৬৬ইং]
- "হযরত দাউদ (আ.)ত-কালীন যুগে ইসরাঈলী সোসাইটির দ্বারাপ্রভাবান্বিত হয়ে এক বিবাহিতা যুবতীর উপর আসক্ত হয়ে তাকে বিবাহ করার জন্য তারস্বামীর নিকট তালাকদেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন" [তাফহিমাত ২য় খন্ড: ৪২পৃ. ২য় সংস্করণ ; নির্বাচিত রচনাবলী(বাংলা)২য় খন্ড, ৭৩পৃ, আধুনিকপ্রকাশনী, ১মপ্রকাশ ১৯৯১ইং]
- **হযরত নূহ (আ.) সম্পর্কে:**
- "হযরত নূহ (আ.) চিন্তাধারার দিক থেকে দ্বীনের চাহিদা হতে দূরেসরে গিয়েছিলেন।তার মধ্যে জাহিলিয়াতের জযবা স্থান পেয়েছিল।"[তাফহিমুল কোরআন:২য়খন্ড, ৩৪৪পৃ.৩য় সংস্করণ, ১৯৬৪ইং]
- হযরত ইউনুস (আ.) সম্পর্কে:
- "হযরত ইউনুস (আ.) থেকে রিসালাতের দায়িত্ব আদায় করার ব্যাপারেকিছু দুর্বলতা হয়েগিয়েছিল।সম্ভবত তিনি ধৈর্যহারা হয়ে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আপন স্থান ত্যাগকরে চলে গিয়েছিলেন।" [তাফহিমুলকোরআন: ২য়খন্ড, সূরাইউনুস (টিকা দ্রষ্টব্য)৩য় সংস্করণ, ১৯৬৪ইং]
- **হযরহ আদম (আ.) সম্পর্কে:**
- "হযরহ আদম (আ.) মানবিক দূর্বলতায় আক্রান্ত ছিলেন। তিনি শয়তানীপ্রলোভন হতে সৃষ্টতরি- জযবায় আত্মভোলা হয়ে নিজ নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলেন। ফলে আনুগত্যের উচ্চশিখর হতে নাফারমানীর অতল গহ্বরে গিয়ে পড়েন।"[তাফহিমুল কোরআন(উর্দু): ৩য়খন্ড,১২৩ পৃ.]
- **হযরত মুহাম্মাদ (স.) সম্পর্কে:**
- "আল্লাহ তা'য়ালার নিকট কাতর কণ্ঠে এই আবেদন করুন, যে কাজের দায়িত্বআপনাকে দেওয়াহয়েছিল, তাসম্পন্ন করার ব্যাপারে আপনার দ্বারা যে ভুল ত্রুটি হয়েছে কিম্বা তাতে যে অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে তাযেন তিনি ক্ষমা করে দেন।" [তাফহিমুলকোরআন (বাংলা) ১৯শ খন্ড, ২৮০পৃ.মুদ্রনে ওরিয়েন্টাল প্রেস, ঢাকা ১৯৮০ইং; কোরআনেরচারটি মৌলিক পরিভাষা(বাংলা) ১১২পৃ. ৮ম প্রকাশ,আধুনিকপ্রকাশনী:জুন ২০০২]
- "মহানবী (স.) মানবিক দূর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। অর্থাৎ তিনিমানবিক দূর্বলতারবশীভূত হয়ে গুনাহ করেছিলেন।" [তরজমানুল কোরআন ৮৫ তম সংখ্যা,২৩০পৃ.]
- "মহানবী (স.) নিজে মনগড়া কথা বলেছেন এবং নিজের কথায় নিজেইসন্দেহ পোষন করেছেন।" [তরজমানুলকোরআন, রবিউলআউয়াল সংখ্যা, ১৩৬৫হিজরী]
-
- মাওলানা মওদুদী বাতিলপন্থী নাকিহকপন্থী? তাআপনি তার লিখা বইয়ের উদ্ধৃতি দিলেই বুঝতে পারবেন।
- মওদুদীর কলম বলাযায় হাজ্জাজী কলম। নবী রাসূল থেকে নিয়ে হকপন্থীদের উপর যেমন তার কলম ছিল খরগ স্বরূপ, তেমনি কিছু বাতিলের বিরুদ্ধেও তার কলমছিল সিদ্ধহস্ত। সে এতটাই বেপরোয়া এবং বেয়াদব ছিল যে, নবীদের সমালোচনা করতেও দ্বিধাকরেনি। সাহাবায়ে কিরামতো তার কাছে কিছুই না। আর আল্লাহ তায়ালা এবং ফেরেস্তাদেরসম্পর্কেও পোষণ করতো ভ্রান্ত আক্বিদা।
-
- প্রমাণ স্বরূপকয়েকটি ভ্রান্ত আক্বিদার নজীর নিচে উপস্থাপিত হল
- আল্লাহ পাকসম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদাঃ
-
- "যে ক্ষেত্রেনর-নারীর অবাধ মেলামেশা, সেক্ষেত্রে যেনার কারণে (আল্লাহ পাকের আদেশকৃত) রজম শাস্তি প্রয়োগ করানিঃসন্দেহে জুলুম।" (নাঊযুবিল্লাহ)
- (তাফহীমাত,২য় খণ্ড,২৮১ পৃষ্ঠা)
- ফেরেশতাসম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদাঃ
- "ফেরেশতা প্রায়ঐ জিনিস যাকে গ্রীক, ভারতইত্যাদি দেশের মুশরিকরা দেবী-দেবতা স্থির করেছে।" (নাঊযুবিল্লাহ)
- (তাজদীদ ওইহইয়ায়ে দ্বীন, ১০পৃষ্ঠা)
- নবীদের ক্ষেত্রেমওদূদী সাহেবের বেয়াদবীমূলক মন্তব্য
- হাদীসের বিশালভান্ডার আমাদের সামনে রয়েছে। কোন একটি হাদীস কোথাও নেই, যাতে নবীদের সমালোচনা করা হয়েছে। কোননবীর ব্যাপারে তির্যক মন্তব্য বা খাট করা হয়েছে। কিন্তু মওদুদী সাহেব চরমঐদ্ধতার সাথে বিভিন্ন নবীদের তার বেয়াদবী কলমে করেছেন নোংরাঘাত। নবীদেরব্যাপারে তার বেয়াদবীমূলক বক্তব্যের কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি।
- ১- আম্বিয়াআলাইহিমুছ ছালাত ওয়াস সালাম সম্পর্কে কুফরী আক্বীদাঃ "নবীগণ মা'ছূম নন। প্রত্যেক নবী গুনাহ করেছেন।"(নাঊযুবিল্লাহ)(তাফহীমাত, ২য় খণ্ড,৪৩ পৃষ্ঠা)

- ২-মুসা আঃ এরউদাহরণ ঐ তাড়াহুরাকারী বিজেতার মত, যে নিজের অধীনতদের নির্দেশ দেয়া ছাড়াই মার্চ করতে করতেচলে যায়, আরপিছনে জংলার অগ্নির মত বিজিত এলাকায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে যায়।[নাউজুবিল্লাহ] {রেসালায়েতরজুমানুল কুরআন-২৯/৪-৫}
- ৩-হযরত দাউদ আঃতার এলাকার ইসরাইলীদের সাধারণ রেওয়াজের বশবর্তী হয়ে উরিয়ার কাছ থেকে তালাকের আবেদন করেন।[নাউজুবিল্লাহ] {তাফহীমাত-২/৪২,দ্বিতীয় প্রকাশ,(তাফহিমুল কোরআন(উর্দু):৪র্থখণ্ড, সুরা সাদ,৩২৭ পৃ. ১ম সংস্করণ,অক্টোবর ১৯৬৬ইং)}
- ৪-হযরত দাউদ আঃযে কাজটি করেছিলেন তাতে প্রবৃত্তির কামনার কিছু দখল ছিল, শাসন ক্ষমতার অসংগত ব্যবহারের সাথেওতার কিছু সম্পর্ক ছিল, এবং তা এমন কোন কাজ ছিল যা কোন ন্যায়নিষ্ঠ শাসকেরজন্য শোভনীয় ছিল না। [তাফহীমুল কুরআন-১৩/৯৫, আধুনিক প্রকাশনী, ১১শ প্রকাশ}
- ৫- "হযরহ আদম আলাইহিস সালাম মানবিকদূর্বলতায় আক্রান্ত ছিলেন। তিনি শয়তানী প্রলোভন হতে সৃষ্ট তরিৎ জযবায়আত্মভোলা হয়ে নিজ নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলেন। ফলে আনুগত্যের উচ্চশিখর হতে নাফারমানীর অতল গহ্বরে গিয়ে পড়েন।" (তাফহিমুল কোরআন (উর্দু): ৩য় খণ্ড,১২৩ পৃ.)
- ৬- "হযরত নূহ আলাইহিস সালাম চিন্তাধারারদিক থেকে দ্বীনের চাহিদা হতে দূরে সরে গিয়েছিলেন। তার মধ্যেজাহিলিয়াতের জযবা স্থান পেয়েছিল।" (তাফহিমুল কোরআন: ২য়খণ্ড, ৩৪৪ পৃ. ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৪ ইং)
- ৭- হযরতইব্রাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কেঃ "এখানে আর একটি প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম যখননক্ষত্র দেখে বলেছিলেন, এটা আমার প্রতিপালক এবং চন্দ্র-সূর্য দেখেএগুলোকেও নিজের প্রতিপালক হিসাবে আখ্যা দিয়েছিলেন, তখন সাময়িকভাবে হলেও কি তিনি শিরকেনিপতিত হননি?" (তাফহিমুল কোরআন১মখণ্ড, ৫৫৮পৃ.)
-
- ৮- "নবী হওয়ার পূর্বে মুসা আলাইহিস সালামদ্বারা একটি বড় গুনাহ হয়েছিল। তিনি এক ব্যাক্তিকে কতল করেছিলেন।"
- (রাসায়েল ওমাসায়েল, ১মখণ্ড, ৩১ পৃ.)
-
- ৯-"হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কেঃ 'আমাকে মিসরের রাজকোষের পরিচালক নিয়োগকরুন'- এ কথাটি বলেশুধু অর্থমন্ত্রী হওয়ার জন্যই প্রার্থনা করেননি। কারো কারো ধারনা,বরং তিনি এ বলে ডিকটিটরীই চেয়েছিলেনমৌলিকভাবে। এরই ফলশ্রুতিতে বর্তমান ইতালীর মুসোলিনির যে মর্যাদা তিনিও এরকাছাকাছি মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন।"
- (তাফহীমাত: ২য়খণ্ড, ১২২ পৃ. ৫মসংস্করন এবং নির্বাচিত রচনাবলী(বাংলা) ২য় খণ্ড, ১৫১ পৃ, আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সংস্করন ১৯৯১ইং)
-
- ১০- "হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম এর দ্বারারিসালাতের দায়িত্ব আদায় করার ব্যাপারে কিছু ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল।সম্ভবত তিনি ধৈর্যহারা হয়ে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আপন স্থান ত্যাগ করেচলে গিয়েছিলেন।"
- (তাফহিমুল কোরআন:২য়খণ্ড, সূরাইউনুস (টিকা দ্রষ্টব্য) ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৪ ইং)
-
- ১১- "হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম মারা গেছেনএকথাও বলা যাবেনা, বরংবুঝতে হবে ব্যাপারটি অস্পষ্ট।"
- (তাফহিমুল কোরআন১মখণ্ড (সুরা নিসা), ৪২১পৃ.)
-
- ১২- হযরতমুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেঃ
- "আল্লাহ তা'য়ালার নিকট কাতর কণ্ঠে এই আবেদন করুন,যে কাজেরদায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়েছিল তা সম্পন্ন করার ব্যাপারে আপনার দ্বারা যে ভুল ত্রুটিহয়েছে কিংবা তাতে যে অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে তা যেন তিনি ক্ষমা করে দেন।"
- (তাফহিমুল কোরআন(বাংলা) ১৯শ খণ্ড, ২৮০পৃ.মুদ্রনেঃ ওরিয়েন্টাল প্রেস, ঢাকা ১৯৮০ ইং এবং কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা (বাংলা) ১১২পৃ. ৮মপ্রকাশ, আধুনিকপ্রকাশনী: জুন ২০০২)
-
- ১৩- "মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবিক দূর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। অর্থাৎ তিনি মানবিকদূর্বলতার বশীভূত হয়ে গুনাহ করেছিলেন।"
- (তরজমানুল কোরআন৮৫ তম সংখ্যা, ২৩০পৃ.ও তরজমানুস্ সুন্নাহ, ৩য় খণ্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা)
-
- ১৪- "মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে মনগড়া কথা বলেছেন এবং নিজের কথায় নিজেই সন্দেহ পোষণ করেছেন।"
- (তরজমানুল কোরআন,রবিউল আউয়ালসংখ্যা, ১৩৬৫হিজরী)
- ১৫- হযরতমুহাম্মদ (সা.) রিসালাতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করেছেন, তাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।
- (তাফহীমুল কুরআন,সুরায়ে নসর এরতাফসীর)

- সাহাবা কিরামরদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদাঃ
- আহলে সুন্নাতওয়াল জামাআতের আক্বিদা হল-সাহাবায়ে কেরাম সমলোচনার উর্দ্ধে। তাদেরদোষ বর্ণনা করা হারাম ও কবিরা গুনাহ"। (শরহুল আকায়েদপৃষ্ঠা ৩৫২)
- মহান রাব্বুলআলামীন ইরশাদ করেছেন-আমি [সাহাবাদের] তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও আমার অনুগত। {সূরা তাওবা-১০০}
- রাসূল সাঃসাহাবাদের সম্পর্কে বলেন-আমার সাহাবীরা তারকাতুল্য। তোমরা যারই অনুসরণকরবে হেদায়েত পেয়ে যাবে। {কানুযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল, হাদীস নং-১০০২, জামেউল আহাদীস, হাদীস নং-২৪৩৫৫}
- অথচ দেখুনমওদুদী সাহেব কিভাবে সাহাবায়ে কিরামকে আক্রমণ করেছেন নোংরা উক্তিতে-
- ১) "সাহাবায়ে কেরাম সমলোচনার বাহিরে নন।তাদের দোষ বর্ণনা করা যায়। সাহাবাদের সম্মান করার জন্য যদি ইহাজরুরী মনে করা হয় যে, কোনভাবেই তাদের দোষ বর্ণনা করা যাবে না তবে আমার(মওদুদী) দৃষ্টিতে ইহা সম্মান নয় বরং মূর্তি পূজা। যার মূলোৎপাটন এরলক্ষ্যেই জামাতে ইসলামীর জন্ম"। (তরজুমানুল কুরআন৩৫শ' সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৩২৭)
- ২) "সাহাবায়ে কিরাম অনেকে মনগড়া হাদিসবর্ণনা করেছেন।"
- (তরজমানুল কোরআন৩৫ সংখ্যা) ৬/৩)
- ৩) "সাহাবাদের মধ্যে জাহেলিয়াতেরবদ-স্বভাবের পুনরাবৃত্তি ঘটে।"
- (তাফহীমাত ২য়খণ্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা)
- ৪) "হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুখিলাফতের দায়িত্ব পালনে সম্পুর্ণ অযোগ্য ছিলেন"।
- (তাজদীদ ওইয়াহইয়ায়ে দীন: পৃষ্ঠা ২২,)
- ৫) "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের সময় ব্যাক্তিসম্মানের কু-মনোবৃত্তি হযরত উমর (রঃ)কে পরাভূতকরেছিল।
- (তরজুমানুল কুরআন,রবিউস সানি ৩৫৭হিজরী)।
- ৬) "হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এর মাঝেসজন-প্রীতির বদগুণ বিদ্যমান ছিল।
- (খেলাফত ওমুলকিয়াত, পৃষ্ঠা৯৯)
- ৭) "হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বীয়খেলাফতকালে এমন কিছু কাজ করেছেন যাকে অন্যায় বলা ছাড়া উপায় নেই।(খেলাফত ও মুলকিয়াত, পৃষ্ঠা ১৪৬/১৪৩)
- ৮) "হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুস্বার্থবাদী, গনিমতেরমাল আত্মসাৎকারী, মিথ্যাসাক্ষ্যগ্রহকারী ও অত্যাচারী ছিলেন"।
- (খেলাফত ওমুলকিয়াত, পৃষ্ঠা১৭৩)
- পবিত্র কুরআনশরীফ সম্পর্কে ঔদ্ধত্বপূর্ণ বক্তব্য
- কোরআন করিমহেদায়েতের জন্য যথেষ্ট, কিন্তু নাজাত বা মুক্তির জন্য নয়।" (তাফহিমাত, ১ম খণ্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা)
- আল্লাহ তাআলাবলেন, আমি কুরআনঅবতীর্ণ করেছি যেন আপনি (নবী) মানবজাতিকে অন্ধকারের অতল গহবর থেকে উদ্ধার করেআলোর পথ দেখাতে পারেন। সূরা ইবরাহীম, আয়াতঃ ১।
- মুফাসসিরীনেকেরামের ব্যাখ্যানুযায়ী আলোর পথই হচ্ছে মুক্তির পথ। কে সত্যবাদী? মহান মালিক নাকি মাওদূদী সাহেব?
- নবীজী সাঃ এরহাদীস সম্পর্কে ঔদ্ধত্বপূর্ণ বক্তব্য
- "হাদীস কিছু লোকথেকে কিছু লোক পর্যন্ত অর্থাৎ মানুষের মুখে মুখে বর্ণিত হয়ে আসছে। এসবকে বড়জোর সঠিক বলেধারণা করা যেতে পারে কিন্তু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করার কোন অবকাশ নেই। আর একথাস্পষ্ট যে, আল্লাহরদীনের যে সকল বিষয় এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, এগুলোর দ্বারা ঈমান ও কাফেরের মাঝেপার্থক্য নির্ণীত হয় সেগুলো গুটিকয়েক লোকের বর্ণনার উপর নির্ভর করে মানুষকে বিপদগ্রস্তকরা আল্লাহ তায়ালা কখনো পছন্দ করতে পারেন না।"
- (রাসায়েল ওমাসায়েল, ৬৭পৃষ্ঠা) কী কুখ্যাত মন্তব্য!!! একটু বিবেচনা করুন।
- ইসলামী আকীদা
- ইসলামী শরীয়তের আলোকে عصمت বা নিষ্পাপ হওয়া নবীদের জন্য অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ, বরং عصمت এর ক্ষেত্রেনবীগণ ফেরেশতাথেকেও অধিক হকদার। যেমন নিবরায কিতাবে عصمت সম্পর্কে ইমামমাতুরিদী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন,

- اَلْاَنْبِيَاءُاَحَقُّ بِالْعِصْمَةِ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ
- "নবীগণ ফিরিশতাদের তুলনায় ইসমতের অধিক হকদার।" (নিবরায। পৃষ্ঠা ২৮৪।)
- কেননা, শয়তাননবীদের থেকে অনেক দূরে থাকে।
- عصمت সম্পর্কে নকলীদলীলঃ
- পবিত্র কুরআন পাকেও আল্লাহ পাক শয়তানকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,
- اِنَّعِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
- "হে ইবলিস! আমার বিশিষ্ট বান্দাদের উপর তোমার কর্তৃত্ব নেই।" (সূরা আল হিজার, আয়াত : ৪১)
- আর শয়তানও স্বয়ং স্বীকার করেছিল,
- وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ – اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ
- "হে আল্লাহ! তোমার বিশিষ্ট বান্দাগণব্যতীত বাকী সবাইকে বিপথগামী করবো।"(সূরা আল হিজার,আয়াত ৪১)
- উল্লিখিত আয়াতে নবীগণ যে নিষ্পাপ তা সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হলো।কারণ গুনাহ হয়শয়তানের وسوسه দ্বারা । আরনবী-রাসূল তথা বিশিষ্ট বান্দাগণ وسوسه থেকে পূতঃপবিত্র। মিশকাত শরীফে اَلْوَسْوَسَةُ অধ্যায়ে বর্ণিতআছে প্রত্যেকমানুষের সাথে একজন শয়তান অবস্থান করে যার নাম কারীণ। প্রিয় নবী বলেন, আমার কারীন মুসলমানহয়ে গেছে। মিশকাতের অপর হাদীসে মনাকেবে ওমর অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, হযরত ওমররাদিয়াল্লাহু তা'আলাআনহু যে রাস্তা দিয়ে গমন করেন তথা হতে শয়তান পালিয়ে যায়। তাহলে বুঝা গেল, যার উপর নবীর সুদৃষ্টিরয়েছে সেও শয়তান থেকে নিরাপদ থাকেন। অতএব,বর্ণিত কুরআন হাদীসথেকে প্রমাণিত হল নবী-রাসূলগণ নিষ্পাপ। তাঁদের কোন গুনাহ থাকতেপারে না।
- সে জন্যই ইমাম মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয়কিতাব মিরকাত শরহেমিশকাতে নবীগণ যে নবুয়াতের আগে ও পরে সর্বদা যাবতীয় ছোট-বড় ভুলত্রুটিগুনাহ থেকে পবিত্র নিষ্পাপ থাকেন। তা এভাবে বর্ণনা করেছেন,
- لَو سَهْوًاعلى مَاهُوَ الْحَقُّ عِنْدَ الْمحقِّقِين النُّبُوَّةِوَبَعْدَهَا عَنْ كَبَائِرِ الذُّنُوْبِ وَصَغَائِرِ هَا وَ اَلْاَنْبِيَاءُمَعْصُوْمُوْنَ قَبْلَ
- "নবীগণ নবুয়াতের পূর্বে ও পরে কবীরা-সগীরাউভয় প্রকার গুনাহ থেকে নিষ্পাপ পবিত্র এমনকি অনিচ্ছাকৃতভাবেও । এটাইমুহাক্কিক ওলামাদের নিকট হক কথা।"(মিরকাত)
- কারণ নবীদের উপর থেকে যদি আল্লাহর হেফাযত উঠে গিয়ে عصمت নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাদের নির্দেশিত শরীয়তের বিধানাবলীতে সন্দেহের অবকাশথেকে যায়। আর যৌক্তিক দিক দিয়েওযতক্ষণ নবীগণকে নিষ্পাপ (মাসূম) মেনে নেয়া না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত নবী, সাধারণ দার্শনিক ওসংস্কারের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তাই ইসলাম এটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। অথচমওদূদী নবীদের থেকে হেফাযত উঠিয়েনিয়ে আল্লাহ কর্তৃক তাঁদের থেকে ভূলত্রুটি গুনাহ সংঘটিত করারযে মারাত্নক কুফরীআকীদা প্রকাশ করেছে তা কখনও ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এটা অল্লাহর শানেওচরম বিয়াদবী বৈ কিছুই নয়।
- আর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এক মিশরীকে শাসনের উদ্দেশ্যেই শাস্তিদিয়েছিলেন। এতে ওই মিশরীর মৃত্যু ঘটে।এটা কখনও গুনাহ নয় বরং ন্যায় বিচার। অথচ মওদূদী এটিকে বড়গুনাহ বলে নবীদেরশানে চরম আবমাননাকর উক্তি করলেন।
- দলীলসমূহ : কানযুল ঈমান, রুহুল ইরফান, নিবরায, ফিকহ আকবর, শরহে আকায়েদে নসফী, শরহে মাওয়াকিফ, মিরকাত শরহে মিশকাত।
- আবুল আলা মওদুদী (১৯০৩-১৯৭৯) পাকিস্তান ভিত্তিক দল জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা যা বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশেই তাদের ধর্ম ব্যবসা খুলেবসেছে। প্রথম দিকে মওদুদী পাকিস্তান রাস্ট্রপ্রতিষ্ঠার বিরোধীতা করলেও ১৯৪০ এর দশকে এসে নিজেরভোল পাল্টায় এবং তখন থেকেই সে পাকিস্তানে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠারদীর্ঘ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। সে ইসলামকে একটি জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে প্রচার করতে শুরু করে।ইসলামের মৌলিক নীতি ও ভিত্তি সমূহ, যেমন: তাওহীদ,একআল্লাহর ওপর বিশ্বাস, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদিকেউপেক্ষা করে মওদুদী শাসন ব্যবস্থার ওপর বেশি জোর দেয়।রাস্ট্রের কর্তৃত্ব আকাংক্ষার ব্যাপারে তার মতামত:
- "তাইকর্তৃত্বের আকাংক্ষা ছাড়া কোন দর্শণে আস্থাজ্ঞাপন করার কোন অর্থ নেই, এবং কোনটি আইনসম্মত বা কোনটি নিষিদ্ধ অথবা নির্দেশিত আইন, কোনটিরই কোন মানে নেই।"
- - তাজদীদউদ দ্বীন, পৃষ্ঠা ৩২ - ৩৩

- অথচহযরত মুহাম্মদ (স) পরিস্কার ভাবে কর্তৃত্বের লালসাকে পুরোপুরি নিষেধ করে দিয়েছেন; ওনার মতে কর্তৃত্ব ও শাসন করার লোভ মানুষকেপুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়। তিনিবলেন:
-
- "নেতৃত্বেরআকাংক্ষা করোনা। কেননা তোমরা যদি নেতৃত্বের আকাংক্ষা করে তা পাও তবে সে দায়িত্ব তোমাদের একাই পালন করতে হবে। কিন্তু আকাংক্ষা না করেইযদি তোমরা নেতৃত্ব পাও তবে তোমরা সাহায্য পাবে(আল্লাহর কাছ থেকে)।"
- - মুসলিম,৪৬৯২
- এখানেমওদুদীর কিছু ইসলাম বিকৃতির নমুনা তুলে ধরছি। এখানে পবিত্র কুরআন, হাদীস এবংমওদুদীর বিভিন্ন লেখা ও ভাষন থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে; এখানে পরিষ্কার যে মওদুদী জেনেশুনে ইসলামের বিকৃতি ঘটানোর অপচেষ্টা করেছে।তাতেও যদি গন্ডমূর্খ জামাত-শিবিরের সমর্থকদের কিছুটাবোধ হয়।
- "শাসনও কর্তৃত্ব করার নামই হচ্ছে ধর্ম, শাসন ব্যবস্থার আইন হল শরিয়া এবং উপাসনা হচ্ছে শাসন ব্যবস্থার ঐতিহ্যকে অনুসরন করা" - খুতবা, পৃষ্ঠা ২১৭।
- "লোকেসাধারণত বলে ইসলামের পাচটি স্তম্ভ: এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস, নামাজ, যাকাত, রোযা এবং হজ্জ।এবং এ গুলোই ইসলাম এই ভুল ধারণার মধ্যে তারা অনেকদিন ধরে আছে। এসলেএটা একটা বড় বিভ্রান্তি যা মুসলমানদের পথ এবং কর্মকে ধ্বংস করেছে।"
- (কাউসার,৯ফেব্রুয়ারি ১৯৫১- মওদুদীর ভাষণ থেকে উদ্ধৃত)
- অথচসহীহ বুখারী এবং মুসলিম শরীফে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে ইসলামের মূল স্তম্ভ পাচটি: ১. শাহাদাহ ২. সালাত ৩. বাধ্যতামূলক যাকাত প্রদান ৪.সাওম এবং ৫. হজ্জ।
- শুধুতাই নয়, মওদুদী হাদীস শরিফের ও সমালোচনা করতে ছাড়েনি। মওদুদী এ সম্পর্কেবলেছে:
- "কোনসত্যবাদী মানুষই এই দাবী করতে পারবেনা যে ৬ - ৭ হাজার হাদীসের (সহীহ বুখারী শরিফ)সবগুলোই পুরোপুরি ঠিক।"
- (১৯৫৫সালের ১৫ মে বরকত হলে মওদুদীর দেয়া ভাষণ থেকে; যা পরেআল-ইতেশাম পত্রিকায় ২৭ মে ১৯৫৫ এবং ৩ জুন ১৯৫৫ তারিখে প্রকাশিত হয়।)
-
- শুধুএই নয়, হযরতমুহাম্মদ (স) চুক্তি ভিত্তিক অস্থায়ী বিয়ে (মুতাহ) হারাম ঘোষনা করেছেন।কিন্তু মওদুদী হাস্যকর উদাহরণ টেনে তা হালাল করতে চেয়েছে:
-
- "ধরেনসমুদ্রের মাঝে একটি নৌকা ডুবে গেল। একজন পুরুষ ও একজন মহিলা বেচে গিয়ে এক নির্জন দ্বীপে গিয়ে ওঠে। এ অবস্থায় তাদের একসাথে থাকতেই হবে। কিন্তু ইসলামী আইন মতে তারা নিকাহ করতে পারবে না। তাই তাদের কাছে যে একমাত্র রাস্তাটা খোলা আছে তা হল নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে অস্থায়ীবিয়ে করা ততদিনের জন্য যতদিন না তারা লোকালয়ে পৌছাতেপারে বা লোকেরা তাদের খুজে পায়। অস্থায়ীবিয়ে (মুতাহ) এ ক্ষেত্রে বা এর মত পরিস্থিতিতে জায়েজ।"
- -তারজুমামুলকুরআন, ১৯৫৫,পৃষ্ঠা:৩৭৯
-
- যুদ্ধবন্দীমহিলাদের ব্যাপারে মওদুদীর মতামত দেখুন:
-
- "এমনকিবর্তমান যুগেও যুদ্ধবন্দী মহিলাদের সৈনিকদের মধে বন্টন করে দেয়া উচিৎ এবং সৈন্যদেরকে তাদের (মহিলাদের) ভোগ করার অনুমতি দেয়া উচিৎ।"
-
- অথচপবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া আছে। আল্লাহ বলেন:
- "অবশেষেযখন তাদেরকে (কাফিরদের) পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদেরনিকট হতে মুক্তিপণ লও (এবং মুক্তিদাও) ।"
- - সূরামুহাম্মদ, আয়াত ৪
-
- **বাল্যবিবাহ নিয়ে মওদুদী বলেছে:**
- "নাবালিকামেয়েদের (বয়:প্রাপ্তির আগে) বিয়ে করা যায়। স্বামীরাও তাদের সাথে সহবাস করতে পারে।"
- -তাহফীমুলকুরআন, পঞ্চমখন্ড, পৃষ্ঠা:৫৭১
-

- বিভিন্নবী-রাসূলদের নিয়ে মওদুদীর সমালোচনার বিস্তর উদাহারণ আছে। যেমন নিচের মন্তব্যে সে হযরত ইউসুফ (আ) কে মানুষ হত্যাকারী জঘন্যমুসোলিনীর সাথে তুলনা করেছে -
-
- “কিছুমানুষ যে ধারনা পোষণ করে যে তিনি [হযরত ইউসুফ (আ)] মিশরেরতত্ত্বাবধায়কেরদায়িত্ব চেয়েছিলেন শুধু সেখানকার অর্থ মন্ত্রী হবার জন্য তা আদপে ঠিক নয়; প্রকৃত পক্ষে তিনি একজন সৈরশাসক হতে চেয়েছিলেন।এমতাবস্থায় হযরত ইউসুফ (আ) যে পদ পান তাবর্তমানকালের ইতালির মুসোলিনীর অবস্থার সমতুল্য।“
- - তাহফিমাত,খন্ড২, পৃষ্ঠা১২২, ৫মসংস্করণ
-
- মওদুদীহযরত সুলাইমান (আ) এর ১০০ স্ত্রী থাকার ব্যাপারে মন্তব্য করেছে:
- “হয়আবু হুরাইরা (রা) নবীর কথা শুনতে ভুল করেছেন অথবা তিনি পুরো ব্যাখ্যা শোনেননি।“
- -রাসাইল-ও-মাসাইল, খন্ড ২, পৃষ্ঠা: ২৭
-
- নবী-রাসুলগণ সকলেই মাসুম, তারা সকলেইনিস্পাপ-এই হলো ইসলামী আকীদা। তবেজনাব আবুল আলা মওদুদী ইসলামের বদ্ধমূল এ আকীদার উপর কুঠারাঘাতকরে এবং কুরআনও সুন্নাহর চিরন্তন শিক্ষাকে পদদলিত করে আম্বিয়ায়ে কেরামের এ পূত পবিত্রজামাতের প্রতি কলংক লেপন করার উদ্দেশ্যে এমন ধৃষ্টতাপূর্ন কথা বলেছেন, যা কোন মুসলমানেরপক্ষে বরদাশত করা সম্ভব নয়।
-
- মওদূদী সাহেবের আরো কিছুভ্রান্ত মতবাদ
- **ইসলামীরীতিনীতি**
- “পোশাকপরিচ্ছদ, চাল-চলন, আকৃতি-প্রকৃতি চুল কার্টিং ইত্যাদির ব্যাপারে বিধর্মীদের অনুকরণ করতে কোন দোষ নেই”। (তরজুমানুল কুরআন, ছফর সংখ্যা, ১৩৬৯ হিজরী)
- ইসলামবলে, ইসলামীপোশাক-পরিচ্ছদ-প্রকৃতি চাল-চলন ইত্যাদি গ্রহণ করবে। এসব ব্যাপারেবিধর্মীদের অনুকরণ করবে না। (এমদাদুল মুফতিয়ীন, ২য় খণ্ড,১৫৪ পৃষ্ঠা)
- **প্রসঙ্গঃদাড়ি কাটা ও রাখা**
- ইবনেওমর রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন-তোমরা গোফ খাট কর আর দাড়ি লম্বা কর।(তিররমিযী শরীফ, হাদিস নং-২৭৬৩)
- এছাড়াঅন্য হাদিসে এসেছে-পুরুষদের স্বাভাবিক প্রকৃতি হল সে তার দাড়ি লম্বা রাখবে। (আবুদাউদ শরীফ, হাদিস নং-৫৩)
- দাড়িলম্বা করার কথা হয়েছে হাদিসে। কাটার কথা কোথাও নেই। তাই সাহাবায়ে কিরামের আমলই আমাদের একমাত্র ভরসা এই ক্ষেত্রে যে, দাড়ি কতটুকুবড় রাখতে হবে? মুসান্নাফে ইবনেশাইবাতে এসেছে-হযরত ইবনে ওমর রা. এর আমল ছিল-তিনি দাড়ি এক মুষ্টিপরিমাণ রাখতেন। সুতরাং দাড়ি এক মুষ্টি পরিমাণ রাখা ওয়াজিব। এর চে'কমদাড়ি রাখা আর চেছে ফেলার মাঝে কোন পার্থক্য নাই। যেমন জোহরের ফরজনামায চার রাকাত। দুই রাকাত সারা জীবন পড়লেও যেমন জোহর কোনদিনও আদায় হবেনা। তেমনি এক মুষ্টির কম দাড়ি রাখলে তা কোনদিনও দাড়ি রাখাবলে সাব্যস্ত হবেনা।
- অথচমওদুদী সাহেবের আক্বিদা দেখুন কী বলে?
- “দাড়িকাটা ছাঁটা জায়িয। কেটে ছেঁটে এক মুষ্টির কম হলেও ক্ষতি নেই। হুযুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পরিমাণ দাড়ি রেখেছেন সেপরিমাণ দাড়ি রাখাকে সুন্নত বলা এবং এর অনুসরণে জোরদেয়া আমার মতে মারাত্মক অন্যায়”। (রাছায়েল মাছায়েল,১মখণ্ড, ২৪৭পৃষ্ঠা)
- **প্রসঙ্গঃসুন্নতে রাসূল**
- “হুযূরপাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদত, আখলাককে সুন্নতবলা এবং তা অনুসরণে জোর দেয়া আমার মতে সাংঘাতিকধরনের বিদয়াত ও মারাত্মক ধর্ম বিকৃতি।
- (রাছায়েলমাছায়েল, ২৪৮ পৃষ্ঠা)
- ইসলামবলে, হুযূরপাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদত,আখলাক ও স্বভাব-চরিত্র আমাদের অনুকরণের জন্য উত্তম নমুনা বা সুন্নত। মহানরাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-তোমাদের জন্য নবীজীর মাঝেরেখেছি উত্তম আদর্শ। (সূরা আহযাব, আয়াতঃ ২১,সহীহবুখারী, হাদীস নং-১৫৪৪}
- প্রসঙ্গঃদ্বীনের আসল উদ্দেশ্য
- “দ্বীনেরআসল মকছুদ হলো ইসলামী হুকুমত। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদিসমস্ত ইবাদত হলো উক্ত মকছুদ অর্জনের মাধ্যম”।
- (আকাবেরেউম্মত কী নজরমে, ৬৪ পৃষ্ঠা)
- * ইসলামবলে, দ্বীনেরআসল মকছুদ নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি কায়েম করা। ইসলামীহুকমত উক্ত মকছুদ অর্জনে সহায়ক। (শরহুল আকায়েদ, ৩০৪ পৃষ্ঠা)

- এতসব ভ্রান্ত আক্বিদা পোষণ করার পরও যদি কেউ তাকে আল্লাহ ওয়ালা বলে সম্বোধন করে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে কী'বা বলার আছে।আল্লাহ তায়ালা আমাদের মওদুদীফিতনা থেকে আমাদের দেশে সাধারণ মুসলমানদের হিফাযত করুন আমিন ইয়া-রাব্বুল আলামিন। admin by rasikulindia
- সংরক্ষণ এবং পিডি-এফ সম্পাদনায়ঃ- রাসিকুল ইসলাম, (Admin- rasikulindia)
- আপনি চাইলে -Whatapps-Facebook-Twitter-ব্লগ- আপনার বন্ধুদের Email Address সহ অন্য Social Networking-ওয়েবসাইটে শেয়ার করতে পারেন-মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিন। "কেউ হেদায়েতের দিকে আহবান করলে যতজন তার অনুসরণ করবে প্রত্যেকের সমান সওয়াবের অধিকারী সে হবে, তবে যারা অনুসরণ করেছে তাদের সওয়াবে কোন কমতি হবেনা" [সহীহ্ মুসলিম: ২৬৭৪]-:-admin by rasikul islam নিয়মিত আপডেট পেতে ভিজিটকরুন -এই ওয়েবসাইটে -https://sarolpoth.blogspot.com/(জানা অজানা ইসলামিক জ্ঞানপেতে runing update),<> -https://rasikulindia.blogspot.com(ইসলামিক বিশুদ্ধ শুধু বই পেতে, পড়তে ও ডাউনলোড করতে পারবেন).

https://rasikulindia.blogspot.com/ এইখানে শুধু-বিশুদ্ধ বইয়ের সমাহার ,'অ্যাডমিন-rasikulindia'

(PDF ^ অনালাইনে পড়তে পারবেন & ডাউনলোড করতে পারবেন।) একমাত্র সহীহ-বইয়ের প্রাপ্তি-স্থান-ওয়েবসাইট।